প্রকাশক—
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার, বি, এস্‌-সি
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৬, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পঞ্চম সংস্করণ
মাঘ—১৩৬০

মুদ্রাকর—
শ্রীসোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রতিভা আর্ট প্রেস
১১৫এ, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

'পি-ডাব্লিউ-ডি' পরিচালনা করেছেন—জনপ্রিয়-নট দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহাকে সাহায্য করেছেন—রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্তোষ সিংহ। বিশেষভাবে রতীনবাবুর আন্তরিক চেষ্টা ও যত্ন অভিনয়-সাফল্যের দিকে অনেকখানি সাহায্য করেছে।

প্রথমে শুনেছিলাম—স্বাস্থ্যের কারণে নির্ম্মলেন্দুবাবু আমার এ নাটকে রঙ্গাবতরণ করবেন না। তারপর তিনিও একটি ছোট ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়ে নাটকখানির গৌরব-বৃদ্ধি করেছেন। কিন্তু জহরবাবু হঠাৎ নাট্যভারতী পরিত্যাগ করায় একজন শক্তিমান নটের অভাব বোধ করেছি আমি।

জনপ্রিয়া নটী রাণীবালা ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার ক'রে নূতন চরিত্রাভিনয়ে অবতীর্ণ হলেন—এই নাটকে। আমি তাঁর স্বাস্থ্য-কামনা করি।

নান্টুবাবু যে দৃশ্যপট কল্পনা করেছেন, তা' অপূর্ব্ব! তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় আমার পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক নাটকেই পেয়েছি। গানে সুরযোজনা করেছেন—তরুণ সুরশিল্পী শ্রীমান উমাপতি শীল—তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যের আভাষ দিয়েছেন। তন্ত্রধার কালিবাবুর শ্রম অমানুষিক। তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা-স্বীকার করতে আমি বাধ্য।

নাট্যভারতীর নট-নটিগণ সকলেই আপ্রাণ চেষ্টা ও যত্ন করেছেন এই নাটকখানিকে নিখুঁৎভাবে রূপদান করতে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি তাঁদের সকলের কাছেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

জলধর চট্টোপাধ্যায়

সংগঠনকারীগণ

নাট্যকার	শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়
পরিচালক	দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
সুর-সংযোজক	শ্রীউমাপতি শীল
মঞ্চশিল্পী	শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস (নানুবাবু)
বাঁশী	ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
বেহালা	শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়
চেলো	শ্রীবসন্তকুমার গুপ্ত
ট্রাম্‌পেট	শ্রীজীতেন্দ্র চক্রবর্ত্তী
হারমোনিয়াম	শ্রীঘণ্টেশ্বর প্রামাণিক
পিয়ানো	শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (২নং)
তবলা	শ্রীকুমারকৃষ্ণ মিত্র
স্মারক	শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (১নং)
সহকারী	শ্রীশান্তি ভট্টাচার্য্য
আলোকসম্পাতকারী	শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ
	শ্রীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য
	শ্রীদুলাল দাস
	শ্রীপাঁচকড়ি দত্ত
মঞ্চাধ্যক্ষ	শ্রীপূর্ণ দে (এঃ)
সহকারী	শ্রীঅমূল্য নন্দী
	শ্রীনৃপেন রায়
বেশকারী	শ্রীগোবিন্দ দাস
	শ্রীরামকৃষ্ণ মহাপাত্র
ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক	নাট্যভারতী যন্ত্রীসঙ্ঘ
মেক্‌আপ	সেখ বেচু
প্রচারক	শ্রীবিজয় মুখোপাধ্যায়

নট-নটী

শ্যামলী অঞ্জলী মালতী মাধবী	সেবিকাগণ
খেঁদির মা	চাকরাণী
সৌমেন	বিলাতফেরত, সেবিকাসঙ্ঘের সেক্রেটারী
সনৎ	প্রফেসর পরে সদানন্দ স্বামী
রায়বাহাদুর	সনতের পিতা, চা-বাগানের মালিক
বিরূপাক্ষ	রায়বাহাদুরের বিশ্বাসী কর্ম্মচারী
গজেন্দ্র	ধনী ব্যবসায়ী
দ্বিজবর	বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ
গোবর্দ্ধন	সৌমেনের চাকর
সেন সাহেব	পকেটমার ভবঘুরে
সুধাংশু	শ্যামলীর দাদা .
বিপিন বিলাস বিহারী	শ্যামলীর পাণিপ্রার্থী
ভিখারী	গায়ক

প্রথম অভিনয় রজনীতে কে কোন্ অংশ গ্রহণ করেছেন

পুরুষ

রায়বাহাদুর	৺নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী
সেন সাহেব	৺দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
সৌমেন	৺রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
সনৎ	শ্রীসন্তোষ সিংহ
গজেন্দ্র	শ্রীবিজয়কার্ত্তিক
বিরূপাক্ষ	শ্রীতুলসী চক্রবর্ত্তী
দ্বিজবর	৺কুমারকৃষ্ণ মিত্র
সুধাংশু	শ্রীমিহির ভট্টাচার্য্য
ভিখারী	শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য
বিহারী	শ্রীশান্তি ভট্টাচার্য্য
বিপিন	শ্রীউমাপদ দাস
বিলাস	শ্রীপ্রভাস বসু
পানওয়ালা	শ্রীযতীন দাস
গোবর্দ্ধন	শ্রীগিরীশ দে
ভৃত্য	শ্রীবটকৃষ্ণ দে
পথিক	শ্রীঅনিল বিশ্বাস
লোকদ্বয়	শ্রীগণেশ মজুমদার, শ্রীঅনিল রায়

স্ত্রী

আবহ-সঙ্গীত	শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী (বড)
শ্যামলী	শ্রীমতী রাণীবালা
অঞ্জলি	শ্রীমতী সুহাসিনী
মালতী	শ্রীমতী নির্মলা (যূথিকা)
মাধবী	শ্রীমতী নন্দরাণী
খেঁদির মা	শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী (পচি)

সুহৃদ্বর—

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার পি-ডাব্লিউ-ডি মহাশয়ের

করকমলে-

গুণমুগ্ধ

জলধর চট্টোপাধ্যায়

আবহ-সঙ্গীত

(সুকবি—ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)

অন্ধকার—অন্ধকার !
তোমার বুকেই আলোর অহঙ্কার !
বিপুল ব্যথার বেদীর পরে
সুখের নওলকিশোর পরে—
চোখের জলের স্ফটিক অলঙ্কার
মন-ভুলানো সোণার কমল
পাঁকের মাঝেই তার বাহার,
কান্নাহাসির কড়ি-কোমল
বাজায় মনের সুরবাহার !
মানবিরহের আঙিনাতে
ভালোবাসা বাসরপাতে
দুঃখে-সুখে জীবন চমৎকার !

পি-ডাব্লিউ-ডি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—দ্বিতলের একটি কক্ষ

কাল—সন্ধ্যা

দৃশ্য—'সেবিকাসঙ্ঘে'র আপীস্। টেবিল চেয়ার প্রভৃতি সাজানো। টেবিলে ফোন ও কলিংবেল। দেওয়ালে ক্যালেণ্ডার, Florence Nightingale-এর ছবি।

সেবিকাসঙ্ঘের সেক্রেটারী সৌমেন চুরুট টানিতেছিলেন। একটি বালিকা পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল। তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইতেছিল।

সৌমেন। শোনো অঞ্জলি, বিবাহ একটা convention ছাড়া আর কিছুই নয়। ভালবাসা তো weakness! সত্যিই যদি এ জগতে কিছু করতে চাও—ওসব weakness গুলো ত্যাগ করো।

অঞ্জলি। বারো বছর বয়সে বিধবা হয়েছিলাম—কে যে আমাকে বিয়ে করেছিল তা' ঠিক জানি না—তবু—আমি···

সৌমেন। আঃ থামো, কাজ করতে দাও—

অঞ্জলি। কিন্তু সৌমেনদা আমার উপায় কি? আমার বুকের ভেতর জ্বলে যায়—যখনি ভাবি—আমি পতিতা!

সৌমেন। (বিস্মিত ভাবে) পতিতা? What do you mean?

অঞ্জলি। আমি শিবপূজো করতাম—দেবদেবীকে বিশ্বাস করতাম—

নিশ্চিন্ত মনে মায়ের কোলে ঘুমিয়ে থাকৃতাম। কিন্তু আজ—(কাঁদিল) কেন তুমি আমাকে এখানে নিয়ে এলে? এখন আমার উপায় কি?

সৌমেন। তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি, তোমার মার অনুরোধে। বিধবা তুমি। এ-ছাড়া সদ্‌ভাবে জীবনযাপন করার আর কি উপায় আছে তোমার? সেবাধর্ম্ম কি ভাল লাগছে না অঞ্জলি?

অঞ্জলি। না।

সৌমেন। তা' হলে তুমি কি করতে চাও?

অঞ্জলি। শ্যামলীদি বল্‌ছিল…

সৌমেন। কি বল্‌ছিল, বলো? বুঝেছি, বিয়ের কথা?…Nonsense! বিয়ে, বিয়ে, বিয়ে। বিয়ে ছাড়া স্ত্রীপুরুষের জীবনে যেন আর কোনো কাম্যই নেই! শোনো অঞ্জলি, এখানে যদি থাকৃতে চাও—বিয়ের কথা মুখে আন্‌তে পারবে না। We are brothers and sisters!

(ফোনে রিং করিল)

Hallo, yes, সেবিকাসঙ্ঘ। কে আপনি? Oh I see—হ্যাঁ, হ্যাঁ, very well পাঠাচ্ছি—

(অঞ্জলির দিকে চাহিয়া)

একটা call আছে, এখুনি যেতে হবে—যাবে?

অঞ্জলি। না।

সৌমেন। টাইফয়েড্ কেস্। পেসেন্ট্—একটা পাঁচ বছরের ছোট্টো ছেলে—যাওনা?

অঞ্জলি। না, আমি যাবোনা।

সৌমেন। ছি, ছি, অঞ্জলি—তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি করছ। তোমার শিব-

পূজোর চেয়ে এই আর্ত্তের সেবা অনেক বড় কাজ। ওই ছবিটা কার জানো? ওঁর নাম Florence Nightingale—সেবাধর্ম্মই ছিল ওঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন। তাই উনি আজ চিরস্মরণীয়া!

অঞ্জলি। যে নিজেই আর্ত্ত, সে কি কখনো আর্ত্তের সেবা করতে পারে সৌমেনদা (প্রস্থান)

সৌমেন। Idiot! (বিরক্তভাবে কলিং বেল টিপিলেন)

(গোবর্দ্ধনের প্রবেশ)

মালতীকে ডেকে আন্। (গোবর্দ্ধনের প্রস্থান)

(ফোনে রিং করিল)

Hallo—কে? বিরূপাক্ষ? রায় বাহাদুর কেমন আছেন? ভাল নেই? আচ্ছা—তুমি নিজেই একবার এসো না—আচ্ছা, আচ্ছা…

(মালতীর প্রবেশ)

এই যে মালতী, যাও তৈরি হয়ে এসো। এখুনি তোমাকে যেতে হবে…

মালতী। কোথায়?

সৌমেন। ৪নং সরকার বাই লেন।

মালতী। ভাড়া দিন্—

(সৌমেন মাণিব্যাগ হইতে একটা দোয়ানী বাহির করিয়া টেবিলে ফেলিয়া দিল)

মালতী। দোয়ানীটা ওভাবে টেবিলের ওপর ফেলে না-দিয়ে হাতে হাতে দিলে আপনার জাত যেতো না সৌমেনবাবু!

সৌমেন। তার মানে?

মালতী। তার মানে—শ্যামলীকে দিতে হ'লে হাতে-হাতেই দিতেন…

(দোয়ানী লইয়া প্রস্থান)

সৌমেন। Nonsense!

(অঞ্জলির প্রবেশ)

অঞ্জলি। রাগ করো না, সৌমেনদা! মালতীদি সত্যি কথাই বলেছে!

সৌমেন। সত্যি কথাই বলেছে?

অঞ্জলি। হ্যাঁ, শ্যামলীকে তুমি ভালবাসো।

সৌমেন। বেরিয়ে যাও এখান থেকে···

(শ্যামলীর প্রবেশ)

এসো শ্যামলী! বসো। বিরূপাক্ষ ফোন্ করেছিল।

শ্যামলী। করবেই জানি। কিন্তু অঞ্জলী কাঁদছে কেন সৌমেনবাবু?

সৌমেন। শিবপুজো করতে পারছে না ব'লে। তাই নয় কি অঞ্জলি?

শ্যামলী। বেচারা! আপনি ওকে বিয়ে করুন সৌমেনবাবু। সত্যিই ও আপনাকে ভালবাসে···(হাসিল) (অঞ্জলির প্রস্থান)

সৌমেন। হেসো না শ্যামলী! She is an idiot! আমি আজই ওকে দেশে পাঠাবো। যাক্ সে কথা। বুড়ো রায়বাহাদুর আর ক'দিন বাঁচ্‌বে বলো তো?

শ্যামলী। তা' কি করে বল্‌বো?

সৌমেন। Payment কিন্তু ভারি regular. বিলের আগেই চেক্ পাঠায়।

শ্যামলী। তা' তো পাঠায়। কিন্তু আমি যে আর পেরে উঠছিনে। শিওরে বসে সারাটি রাত জাগ্‌তে হবে—কাজ তো কেবল গীতাপাঠ আর কেত্তনগান। চোখের সাম্‌নে থেকে উঠে এক মুহূর্ত্তও এদিক-ওদিক্ যাবার উপায় নেই—অম্‌নি 'মা-শ্যামলী', 'মা-শ্যামলী'—আমি যেন তার সাতজন্মের মা। এমন্ হাসি পায়···

সৌমেন। তাই নাকি?

শ্যামলী। হ্যাঁ। অঞ্জলিকে পাঠিয়ে দিন্ না?

সৌমেন। সে যাবে না।

শ্যামলী। তা'হলে আমিও যাব না।

সৌমেন। ছেলেমানুষী করো না। শোন। ওই রায়বাহাদুরের ছেলের সঙ্গেই তোমার বিয়ের কথা হয়েছিল···

শ্যামলী। তাই না'কি? উনিই কি সেই···

সৌমেন। হ্যাঁ, উনিই সেই রায়বাহাদুর—চা-বাগানের মালিক। ওঁর অধীনেই তোমার বাবা চাকরী করতেন—জলপাইগুড়িতে।

শ্যামলী। ওঁর ছেলেই কি—

সৌমেন। হ্যাঁ সন্ন্যাসী হয়ে গেছে···

(বিরূপাক্ষের প্রবেশ)

বিরূপাক্ষ। এই যে শ্যামলীদিদি! বুড়োকর্ত্তা যে তোমার জন্যে কাঁদছেন! শীগ্গীর চলো···

সৌমেন। শোন বিরূপাক্ষ। শ্যামলী আজ দু' মাস ধ'রে রাত জাগছে। ওর শরীরটা বড্ড খারাপ হ'য়ে পড়েছে—তুমি আর কাউকে নিয়ে যাও।

বিরূপাক্ষ। না, না, তা হবে না দিদমণি. তোমাকেই যেতে হবে। এই নিন্—সৌমেনবাবু, আড়াইশো টাকার চেক্—আর-এক-মাসের advance!

সৌমেন। (হাসিয়া) বুঝেছ শ্যামলী?

বিরূপাক্ষ। কিচ্ছু বোঝোনি তোমরা।

শ্যামলী। একটু বুঝিয়ে দাও তো বিরূপাক্ষদা, ব্যাপারটা কি? আমাকেই কেন চান তিনি?

বিরূপাক্ষ। বুড়ো স্বপ্ন দেখেছে তুমিই নাকি ছিলে তার পূর্ব্বজন্মের মা।

সৌমেন। তাই নাকি—হা হা হা···

বিরূপাক্ষ। হেসো না সৌমেনবাবু! তোমরা তো সব নাস্তিক, জন্মান্তর মানো না। কিন্তু বুড়ো মানে।

সৌমেন। তা'হলে যাও শ্যামলী! ছেলে যখন কাঁদছে, তখন তো মাকে যেতেই হবে—উপায় কি?

শ্যামলী। আচ্ছা বিরূপাক্ষদা! বুড়োর একমাত্র ছেলে নাকি সন্ন্যাসী হয়ে গেছে?

বিরূপাক্ষ। হ্যাঁ। তিনি ছিলেন এই সৌমেনবাবুরই পরম বন্ধু···

শ্যামলী। তাই নাকি? কই, সৌমেনবাবু তো সে কথা আমাকে বলেন নি কখনো?

সৌমেন। প্রয়োজন হয় নি···

বিরূপাক্ষ। শোনো দিদিমণি, এম-এ পাশ করে দুই বন্ধুতে গেলেন মার্কিন মুলুকে। একজন ফিরে এলেন—গেরুয়া পরে সাধু সেজে—আর একজন নেকটাই এঁটে সাহেব সেজে। একজন এপারে 'রাসলীলা' করে দিন কাটাচ্ছেন—আর···

সৌমেন। (বিরক্ত হইল) রাসলীলা?

বিরূপাক্ষ! (হাসিয়া) এ সেবিকাসঙ্ঘের নাম 'রাসলীলা' ছাড়া আর কি বল্‌বো সৌমেনবাবু?

সৌমেন। বুঝ্‌তে পেরেছি বিরূপাক্ষ! রায়বাহাদুরের মনে আমার সম্বন্ধে একটা খারাপ ধারণার সৃষ্টি করেছ তুমি? তুমি কি মনে করো—আমি একটা বদমাইস্?

বিরূপাক্ষ। হয়তো, তা' নাও হ'তে পারেন। কিন্তু সৌমেনবাবু, আমদের পাপ-মন। এতগুলো মেয়েমানুষ নিয়ে যিনি কারবার করেন, তিনি যে ঋষ্যশৃঙ্গ-মুনি তা'তো মনে হয় না—

সৌমেন। Nonsense!

শ্যামলী। বিরূপাক্ষদা, তুমি এখন যাও—আমি খুব শীগ্‌গীরই আসছি।

(বিরূপাক্ষ প্রস্থানোদ্যত)

সৌমেন। শোনো বিরূপাক্ষ! তোমাকে একটা কথা বলে দি। তুমি যা ভেবেছ—আমি ঠিক তা' নই। তোমাদের ঋষ্যশৃঙ্গের মনে নারী-সম্বন্ধে কোনো চেতনাই ছিল না। আমি সে-বিষয়ে সচেতন, কিন্তু সংযমী। আমার কৃতিত্ব তাঁর চেয়েও বেশী।

বিরূপাক্ষ। তা' হবে···

সৌমেন। বিশ্বাস করতে পার না। না?

বিরূপাক্ষ। আমার বিশ্বাস বা অবিশ্বাসে তোমার কি আসে যায়? আমি একে মুখ্যু—তা'তে আবার পাপ-মন। আমার কথায় রাগ ক'রোনা সৌমেনবাবু! আমি এখন আসি দিদিমণি—তুমি আর দেরি করোনা কিন্তু··· (প্রস্থান)

শ্যামলী। (হাসিয়া) বিরূপাক্ষদা ভারি সরল মানুষ!

সৌমেন। হ্যাঁ, সরল মানুষ! শয়তান্—

শ্যামলী। কেন মিছেমিছি চট্‌ছেন ওঁর উপর? আপনার সম্বন্ধে তো সবারই ধারনা ওইরূপ—

সৌমেন। 'সবারই' মানে?

শ্যামলী। বার্ম্মা থেকে আমার দাদা কি লিখেছে জানেন?

সৌমেন। কি?

শ্যামলী। আপনার বাইরের সাইনবোর্ডটা 'সেবাধর্ম্মে'র হলেও—'লাম্পট্য'ই আপনার ব্যবসা!

সৌমেন। তোমার দাদা সুধাংশু—একথা লিখ্‌তে পারে। কারণ, তুমি এই সেবিকাসঙ্ঘে যোগদান করেছ—তার অনভিমতে। সে আমার

উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছে !

শ্যামলী। আচ্ছা, আপনি অঞ্জলিকে বিয়ে করুননা…

সৌমেন। কেন বলো তো ?

শ্যামলী। সে মনে করে সে পতিতা !

সৌমেন। যেহেতু সে কুসংস্কারাচ্ছন্ন !

শ্যামলী। উপায় কি ?

সৌমেন। আমি তাকে এখান থেকে দূর ক'রে তাড়িয়ে দেব। ওরূপ কুৎসিৎ মনোভাব নিয়ে কোনো মেয়েই এ সেবিকাসঙ্ঘে থাক্‌তে পারবে না। We are brothers and sisters!

শ্যামলী। (হাসিয়া) তা'হলে এ সেবিকাসঙ্ঘ কি চল্‌বে শুধু আপনাকে আর আমাকে নিয়ে ?

সৌমেন। না, না, শ্যামলী, আমরা তৈরি করবো, শত শত মেয়ে তৈরি করবো। প্রত্যেক মেয়েকে বুঝিয়ে দেব—তার মূল্য কি ! পুরুষের অধীনতা স্বীকার করার মানেই হচ্চে নারীর মূল্যহীন হ'য়ে পড়া।

শ্যামলী। আপনার উদ্দেশ্য যতই বড় হোক্—আদর্শটা খুব ছোট বলে মনে হয়।

সৌমেন। কুসংস্কারের অক্টোপাশ বন্ধন থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে—একটা জাতির এই মুক্তির আদর্শটা যদি খুব ছোট বলেই মনে হয়—তা'হলে বুঝ্‌বো—ছোট-বড় সম্বন্ধে তোমাদের কোনো ধারনা নেই।

শ্যামলী। পুরুষের অধীনতা অস্বীকার কবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা কি একটা উচ্চ-আদর্শকে হারিয়ে ফেলবেনা ? সতীত্ব ও পাতিব্রত্যের আদর্শ যে খুব বড়ো—তা'কি আপনি অস্বীকার করেন ?

সৌমেন। যে আদর্শের সুযোগ নিয়ে সুবিধাবাদী পুরুষরা মেয়েদের মনুষ্যত্বের দাবীকেও অস্বীকার করতে পেরেছে—তাকে আমি

কখ্খনো বড় বল্‌তে পারবো না। অমানুষ মেয়েদের সন্তান কি কখনো মানুষ নামের যোগ্য হ'তে পারে? তাই তো আজ আমরা এত অকর্ম্মণ্য—এত অপদার্থ—এই বইখানা পড়ো…

শ্যামলী। কি বই?

সৌমেন। "Women in Soviet Russia."

শ্যামলী। পড়েছি—তবু আমার অনুরোধ—অঞ্জলিকে আপনি বিয়ে করুন। সে আপনাকে অত্যন্ত ভালবাসে—বেচারা দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে—কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে…

সৌমেন। Nonsense!

(সেন সাহেবের প্রবেশ)

তুমি এখন এসো শ্যামলী। বুড়ো রায়বাহাদুরের সেবা-শুশ্রূষার যেন কোন ত্রুটি না হয়। ব্যাঙ্কে তার বহু টাকা আছে। সেই টাকা লক্ষ্য করেই—আমি কাজ সুরু করেছি। তার ছেলে সনতের সঙ্গেও correspondence করছি—সারা বাংলাদেশে আমি এই সেবিকা-সঙ্ঘের শাখা-প্রশাখা খুলবো—A net-work of Female Emancipation—throughout Bengal!

শ্যামলী। তাঁর ছেলে তো সন্ন্যাসী!

সৌমেন। হ্যাঁ, সন্ন্যাসী হলেও সে তার পৈত্রিক টাকাপয়সার উত্তরাধিকারী। তুমি এখন এসো—অন্য সময়ে বুঝিয়ে দেব, আমার উদ্দেশ্য কি… (চিন্তিতভাবে শ্যামলীর প্রস্থান)

সেনসাহেব। দশটা টাকা দিন্…

সৌমেন। চিঠিখানা দিয়ে এসেছ?

সেন সাহেব। হ্যাঁ।

সৌমেন। কোন উত্তর দিয়েছে সে?

সেন সাহেব। না।

(বাঁশী বাজাইতে লাগিলেন)

সৌমেন। আঃ, থামো। যা জিজ্ঞেস্ করছি, তার উত্তর দাও—

সেন সাহেব। কি বলুন ?

সৌমেন। চিঠিখানা পড়ে সে কি কোনো কথাই বল্‌লে না ?

সেন সাহেব। আজ্ঞে না। সন্ন্যাসীরা তো আপনাদের মত বেশী কথা কয়না।

সৌমেন। তা'হলে কি, তার বাবার সঙ্গে একবার দেখা করবেনা সে ?

সেন সাহেব। তা' আমি কি করে বল্‌বো ? মাইরি—এখন আর কিছু ভালো লাগ্‌ছেনা। সারাদিন একটুও মদ খাইনি—দশটা টাকা দিন —চলে যাই··· (সৌমেন টাকা দিল)

(লইয়া) Good night··· (প্রস্থান)

সৌমেন। অঞ্জলি !

(অঞ্জলির প্রবেশ)

আজই তুমি দেশে যাও...

অঞ্জলি। না, যাবোনা।

সৌমেন। কেন যাবোনা ?

অঞ্জলি। কেন যাবো ?

সৌমেন। শিবপূজো করতে···

অঞ্জলি। আমার এই ছেঁড়া-বেলপাতায় তো আর শিবপূজো হবেনা, সৌমেনদা !

সৌমেন। শোনো অঞ্জলি, তুমি অত্যন্ত অশিক্ষিতা। আমার উদ্দেশ্য ও কার্য্য বুঝ্‌বার মত বুদ্ধি তোমার মগজে নেই—এ সেবাধর্ম্মের মর্য্যাদাও তুমি বুঝ্‌বেনা। এখানে থেকে কি করবে ?

অঞ্জলি। তোমার পদসেবা করবো ?

সৌমেন। Nonsense ! আজ ছ'মাস এখানে আছ—কখনো কি দেখেছ কোনো মেয়ে আমাকে স্পর্শ করেছে ? ইস্পাতের মতই কঠিন মানুষ আমি—তা' বোধ হয় জানোনা ?

অঞ্জলি। জানি। আমার কাছে। শ্যামলীর কাছে নয়। কিন্তু আমি তোমাকে শ্যামলীর চেয়েও বেশী ভালবাসি—

সৌমেন। Shut up ! দেশে তুমি ফিরে যাবে কিনা বলো···

অঞ্জলি। না।

সৌমেন। যাবেনা ?

অঞ্জলি। না সৌমেনদা, আমি যেতে পারবোনা— (কাঁদিল)

(ফোনে রিং করিল)

সৌমেন। Hallo ! কে ? সনৎ ? আমার চিঠির জবাব দিলিনা কেন ? যাচ্ছিস্···বেশ, বুড়ো বোধ হয় আর বাঁচ্‌বেনা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ছুটো-একটা নয়—দশ লক্ষ টাকা ! হা হা হা—তা হবে বৈকি—কিন্তু ভাই ! Don't be so cocksure, good night !

(ফোন রাখিল)

সৌমেন। শোনো অঞ্জলি ! এ সেবিকাসঙ্ঘ একটা বিয়ের বাসর নয়। It is a mission—এর একটা উদ্দেশ্য আছে—লক্ষ্য আছে। এখানে থাক্‌তে হলে বিয়ে কথাটি মুখে আন্‌তে পারবেনা। We are brothers and sisters !

অঞ্জলি। কিন্তু আমার মনে আজ সে আকাঙ্ক্ষা কে জাগিয়ে দিয়েছে জানো ?

সৌমেন। কে ?

অঞ্জলি। তুমি ! কেন তুমি আমার চেয়েও শ্যামলীকে বেশী ভালোবাসো ?

সৌমেন। Nonsense! Get out—I am tired—horribly tired of you. Rubbish! (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—রায়বাহাদুরের বাড়ী

কাল—রাত্রি

দৃশ্য—একটি সুসজ্জিত কক্ষের এক পার্শ্বে একটি শয্যা, অপর পার্শ্বে টেবিল চেয়ার প্রভৃতি সাজানো—এক কোণে একটি টেবিল হারমনিয়ম—ঘরের আলোটা একটু ডিম্। হারমনিয়ম বাজাইয়া শ্যামলী গাহিতেছিল—

গান

ওগো আনন্দ-রসঘন-শ্যাম!
দেখি চরণে চরণ তব বঙ্কিম-ঠাম।
রিণি, রিণি, ঝিনি ঝিনি—নূপুরের নিক্বণি
মোহন মুরলী করে অতি সুমধুর ধ্বনি—
কটিতটে পীতবাসে, শ্যামসুখ অভিলাষে
মূরছিত চিত কোটি-কাম।
তনু-মন-বিমোহন—হে শ্যাম-নিরঞ্জন!
জ্ঞানাঞ্জন গুণধাম।
এ-হৃদি যমুনাকূলে, এসো শ্যাম দুলে, দুলে,
কাঁদিছে মানসী-রাধা বিরহ-বিটপীমূলে
এসো সুন্দর নটবর—রূপমনোহর—
এসো চির নয়নাভিরাম।

(শয্যায় শায়িত রায়বাহাদুর গান শুনিতেছিলেন। গানান্তে উঠিয়া বসিলেন রায়বাহাদুর। থাক্ আর গান গাইতে হবেনা মা, তুমি এদিকে এসো—

(শ্যামলী কাছে আসিয়া শয্যাপার্শ্বে বসিল)

(বিরূপাক্ষের প্রবেশ৹)

বিরূপাক্ষ! আমার সামনের ওই জানলাটা খুলে দাও তো—বাইরে লেক্কের উপর জোছ্নার আলো—কী সুন্দর দেখাচ্ছে! এদিকে এসো বিরূপাক্ষ—দেখতো এই ফটোখানা কার?

(বালিশের নীচু হইতে একটা ফটো দিলেন)

বিরূপাক্ষ! এ'তো এই দিদিমণির ফটো!

শ্যামলী। আমার?

বিরূপাক্ষ। হ্যাঁ তোমার...(শ্যামলী লইয়া দেখিল)

রায়বাহাদুর। তোমার নয়—আমার মার। পঁচিশ বছর আগে—আমার যে মায়ের মৃত্যু হয়েছে—ওই ফটোখানা তাঁর ছোটবেলাকার। ঠিক তোমার মত—না?

বিরূপাক্ষ। হ্যাঁ বাবু, ঠিক যেন দিদিমণির মুখখানি···

রায়বাহাদুর। আমার মার মৃত্যুর তিন চার বছর পরে—হঠাৎ একদিন তোমাকে আমি দেখেছিলাম শ্যামলী! তোমার বাবার কোলে। তোমাকে দেখেই আমার মার মুখখানা মনে পড়েছিল। তারপর আজ এই ষোল বছর পরে—তোমাকে এখানে চিনে নিতে একটুও কষ্ট হয়নি আমার।

শ্যামলী। আমি আজ দু'মাসের উপর আপনার এখানে আসছি—কিন্তু, একথা এতদিন আমাকে—বলেননি কেন? (বিরূপাক্ষের প্রস্থান)

রায়বাহাদুর। তোমার উপর বড্ড ঘৃণা হয়েছিল মা! কেন তুমি ওই

সেবিকাসঙ্ঘে থাকো? সৌমেন যে একটা লম্পট তা' কি তুমি জানো না?

শ্যামলী। না, না, সৌমেনবাবু খুব ভালো লোক—আমাদের সবাইকে ছোট বোনের মত স্নেহ করেন।

রায়বাহাদুর। শোনো মা! তোমার বাবাকে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম—আমার সনতের সঙ্গেই তোমাকে বিয়ে দেব—মা সাজিয়ে ঘরে আন্‌বো। কিন্তু অদৃষ্টের কি পরিহাস—সনৎ আজ সন্ন্যাসী—তুমি সেবিকাসঙ্ঘে!

শ্যামলী। রাত অনেক হয়ে গেছে—আপনি একটু ঘুমোতে চেষ্টা করুন।

রায়বাহাদুর। না, আজ আর ঘুমুবো না। শোনো মা! মানুষ যা কামনা করে, তা' সবই আমি পেয়েছিলাম। কিন্তু সুখী হ'তে পারিনি। সারা জীবন যমের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি—ছেলে-মেয়ে, বৌ কাউকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পারিনি। একটি মাত্র ছেলে ছিল—সেও সন্ন্যাসী হ'য়ে গেছে। আজ আর আমার কেউ নেই···

শ্যামলী। সনৎবাবু এখন কোথায়?

রায়বাহাদুর। সে তো আর সনৎবাবু নয় মা! সদানন্দ স্বামী। যাক্ সে কথা—তোমার এক দাদা ছিল, না?

শ্যামলী। আজ্ঞে হ্যাঁ।

রায়বাহাদুর। কি নামটা ছিল তার?

শ্যামলী। সুধাংশু—

রায়বাহাদুর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সুধাংশু—সে এখন কোথায়?

শ্যামলী। বর্ম্মায়।

রায়বাহাদুর। মা বাপ, কেউ তো আর বেঁচে নেই?

শ্যামলী। আজ্ঞে না।

রায়বাহাদুর। হুঁ। তাই, ওই লম্পট সৌমেনের সঙ্গে এত মেলামেশার সুযোগ পেয়েছ?

শ্যামলী। কেন আপনি বার বার সৌমেনবাবুকে লম্পট বল্‌ছেন? আমি জানি—তিনি খুব চরিত্রবান লোক।

রায়বাহাদুর। দেখো মা, আমি তোমার ছেলে হলেও—'বুড়ো ছেলে'। এই সংসারটা তুমি কেবল দেখ্‌তে সুরু করেছ—আমার দেখাশোনা শেষ হ'য়ে গেছে। সৌমেন যতই চরিত্রবান হোক্—তুমি আর সেই সেবিকাসঙ্ঘে ফিরে যেতে পারবে না, এখানেই থাকবে।

শ্যামলী। কেন বলুন তো?

রায়বাহাদুর। তুমি যে আমার মা। আমি রায়বাহাদুর। ব্যাঙ্কে আছে প্রায় দশ লক্ষ টাকা। আমার মা কেন থাকবে সেই সেবিকাসঙ্ঘে? দিন আমার ফুরিয়ে এসেছে মা—তাই আমার যা-কিছু সবই...তোমার নামে ট্রান্সফার করেছি। এই নাও দলিল!

শ্যামলী। (দলিল দেখিয়া) এ কি করেছেন আপনি? আপনার ছেলে—

রায়বাহাদুর। হ্যাঁ, আমার ছেলে একদিন নিশ্চয়ই ফিরে আস্‌বে—তা আমি জানি। কিন্তু তার এই 'ন্যায্য পাওনা' আমি কার কাছে রেখে যাবো মা? হয়তো, তার সঙ্গে আমার আর দেখাই হবে না—

(কাঁদিলেন)

শ্যামলী। না, না, আপনি কাঁদবেন না। আপনার ছেলে যতদিন ফিরে না আসেন, ততদিন আমি এখানেই থাক্‌বো—কিন্তু এ দলিলটা তো তাঁর নামেই করা উচিত ছিল।

রায়বাহাদুর। তুমি কি বুঝতে পারছ না, সে আজ সদানন্দ স্বামী! তার জীবনের লক্ষ্য আর আমার জীবনের লক্ষ্য তো এক নয়!

পঞ্চাশ বছর ধ'রে শরীরের রক্ত জল ক'রে যে নয় লক্ষ পচাত্তর হাজার টাকা, আমি ব্যাঙ্কে জমিয়েছি—তা' সে এক দিনেই উড়িয়ে দিতে পারে—যাকে-তাকে দান করে। টাকা-পয়সা উড়িয়ে দিতে একটা মদের মাতালের যত সময় লাগে একটা দানের মাতালের তো তাও লাগে না মা?

শ্যামলী। তিনি খুব দাতা?

রায়বাহাদুর। হ্যাঁ মা, দাতাকর্ণ। পথের ভিখারীকে বাড়ীতে ডেকে এনে—খাওয়াতো, জামা-কাপড় আর টাকা-পয়সা দিত, আমি কোনো আপত্তি করতাম না। হঠাৎ একদিন 'সেন-সাহেব' নাম ক'রে একটা মাতালকে দিয়েছিল—দশটা টাকা। তা' দেখে আমি খুব বকেছিলাম—সেই দিনই অভিমান করে বাড়ী থেকে চলে গেল, আর ফিরে এলো না।

শ্যামলী। চুপ করুন, আপনার চোখ দিয়ে জল পড়ছে...

রায়বাহাদুর। আর কতই বা পড়বে মা? অনেক পড়েছে। আমার যদি আর একটা ছেলে বা মেয়ে থাকতো—তাহলে—হয়তো আমি সহ্য করতে পারতাম। কিন্তু সনৎ আমার সে দুঃখ বুঝলো না।

শ্যামলী। আমি একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করবো...

রায়বাহাদুর। না, না, এখন নয়—আমার মৃত্যুর পরে। এখন সে জীবাত্মার কথা বলে, পরমাত্মার কথা বলে—এ রক্তমাংসের মানুষের কথা একেবারেই ভুলে গেছে।

শ্যামলী। তবু আমি একবার যাবো তাঁর কাছে। কেন আপনি এ-সব আমার নামে ট্রান্সফার করবেন?

রায়বাহাদুর। তুমি যে আমার মা...

শ্যামলী। না, না, আপনি আমাকে এতখানি বিশ্বাস করবেন না।

রায়বাহাদুর। কেন করবো না মা? পাঁচশো টাকা ব্যয় ক'রে—আজ দু'মাস আমি তোমাকে আমার কাছে রেখেছি—তোমাকে চিনতে কি আমার আর কিছু বাকি আছে? তুমিই সেই মেয়ে—যে আমার সনৎকে ফিরিয়ে আন্‌তে পারবে।

শ্যামলী। কিন্তু আমি যদি—

রায়বাহাদুর। বলো—বলো—তুমি যদি না পার? নাইবা পারবে? তাতে আর আমার ক্ষতিবৃদ্ধি কি? তুমিই যে আমার এ বাড়ীতে আলো জ্বল্‌বে—এ ধারণা নিয়ে তো আমি যাচ্ছি?

(ব্যস্তভাবে বিরূপাক্ষের প্রবেশ)

বিরূপাক্ষ। বাবু বাবু, সনৎ এসেছে।

রায়বাহাদুর। সনৎ? এসেছে? কই? সনৎ! সনৎ!

(সনতের প্রবেশ)

সনৎ। বাবা! (রায়বাহাদুর) সনৎকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন—সনতের বাহু পাশেই তাহার হার্টফেল করিল)।

সনৎ। একি, বাবা! বাবা! (শ্যামলী পাল্‌স দেখিল সনৎ বিস্মিতভাবে শ্যামলীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল)।

শ্যামলী। শুইয়ে দিন, heart fail করেছে···

বিরূপাক্ষ। বাবু! বাবু! (পদতলে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল)।

সনৎ। আমি এসেই বাবাকে মেরে ফেল্‌লাম?

শ্যামলী। এসে মারেননি—না এসেই মেরেছেন। ওঁর মৃত্যু হয়েছে তিলে তিলে—বহুদিন ধরে।

সনৎ। আপনি কে?

শ্যামলী। একটা সামান্য নার্স, কিন্তু উপস্থিত এই বাড়ীর মালিক—এই দেখুন···(দলিলটা হাতে দিল)

(সনৎ উহা দেখিতে দেখিতে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দু'একবার শ্যামলীর দিকে চাহিলেন)

শ্যামলী। (বিরূপাক্ষের হাত ধরিয়া) বিরূপাক্ষদা ওঠো, কেঁদে আর লাভ কি? এখন আমাদের অনেক কর্তব্য আছে।

(দলিলখানা শ্যামলীর হাতে দিয়া সনৎ চলিয়া যাইতেছিল)

আপনি—কোথায় যাচ্ছেন স্বামীজী?

সনৎ। আশ্রমে।

শ্যামলী। সে কি? আপনার বাবার মুখাগ্নি করবে কে?

সনৎ। আমি সন্ন্যাসী! ওসব সামাজিক সংস্কারের বাধ্য আমি নই।

শ্যামলী। তা'হলে এখানে কেন এসেছিলেন—বলুন তো? এই নয় লক্ষ পঁচাত্তর হাজারের লোভে বুঝি? বাঃ চমৎকার সন্ন্যাসী তো!

সনৎ। হ্যাঁ, এই মৃত্যুকালে এসে—সত্যিই আমি একটা বিদ্রূপের পাত্র হয়ে পড়েছি। আপনার কথার কোনো প্রতিবাদ খুঁজে পাচ্ছিনে। কিন্তু একথাটা নিশ্চয় জান্‌বেন—আমি নির্লোভ! হঠাৎ এসেছিলাম আমার এক বন্ধুর অনুরোধে। টাকাটার কি ব্যবস্থা হচ্ছে—শুধু সেই খবরটুকু জান্‌তে···

শ্যামলী। কে আপনার বন্ধু? সৌমেনবাবু?

সনৎ। আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি তাকে চেনেন?

শ্যামলী। (হাসিয়া) খুব চিনি।

বিরূপাক্ষ। (হঠাৎ উত্তেজিতভাবে) তুই বেরিয়ে যা' এখান থেকে—বেরিয়ে যা! তুইই তো আমার বাবুকে মেরে ফেলেছিস্—আমি তোকে—(আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল)

শ্যামলী। আঃ ছেলেমানুষী করো না—বিরূপাক্ষদা! দশটা টাকা নিয়ে এখুনি বাজারে যাও—ফুল নিয়ে এসো—দুটো কেত্তনের দল

বায়না ক'রে এসো। দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও—

(বিরূপাক্ষের প্রস্থান)

আচ্ছা স্বামীজী! সন্ন্যাসীরা কি এতই নির্মম যে বাপের মৃত্যুতে তাঁদের চোখে এক ফোঁটা জল গড়ায় না?

সনৎ। জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু—ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাৎ অপরিহার্য্যার্থে—ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি!

শ্যামলী। তবু আপনাকে ও গেরুয়া বসন এখন ছাড়তে হবে…এই নিন্—তারপর—যথারীতি শ্রাদ্ধাদি সেরে, আবার আশ্রমে ফিরে যাবেন—কেউ বাধা দেবে না।

(সৌমেনের প্রবেশ)

সৌমেন। এই যে সনৎ! রায়বাহাদুর নাকি মারা গেছেন?

সনৎ। হ্যাঁ—

সৌমেন। মৃত্যুর আগে তুমি এসেছিলে?…কি হে, কথা বলছ্না যে?

শ্যামলী। (হাসিয়া) হ্যাঁ এসেছিলেন। কিন্তু তাতে কোনো সুবিধে হয়নি সৌমেনবাবু! ওদিকে ব্যাঙ্ক ফেল!

সৌমেন। ব্যাঙ্ক্ ফেল মানে?

শ্যামলী। উনি কিছুই পান্নি—সবই transferred to Miss Shyamali—এই দেখুন…(দলিলটা হাতে দিল)

(সৌমেন বিস্মিতভাবে দলিলখানা পড়িতে লাগিল, শ্যামলী মৃদু মৃদু হাসিতেছিল।)

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—সেবিকাসঙ্ঘের আপীস্

কাল—পূর্ব্বাহ্ণ

দৃশ্য—একটি স্থূলকায় ভদ্রলোক চেয়ারে বসিয়াছিলেন। তাহার নাম—গজেন্দ্র ঘোষ—গোবর্দ্ধন তাহার সম্মুখে ভীতভাবে দণ্ডায়মান।

গজেন্দ্র। আঃ বলো না, তোমাদের বাবু কোথায় ?

গোবর্দ্ধন। আজ্ঞে, বাইরে গেছেন একটু। চা দেব ?

গজেন্দ্র। না।

গোবর্দ্ধন। বিড়ি-সিগারেট ?

গজেন্দ্র। না। (সৌমেনের প্রবেশ)

সৌমেন। কে আপনি ? কাকে চান্ ?

গজেন্দ্র। আমার নাম শ্রীগজেন্দ্র ঘোষ।

সৌমেন। ও, আপনি বুঝি আমাদের মালতী দেবীর স্বামী ?

গজেন্দ্র। আজ্ঞে হ্যাঁ।

সৌমেন। (গোবর্দ্ধনের প্রতি) যা মালতীকে ডেকে আন।

(গোবর্দ্ধনের প্রস্থান)

আচ্ছা, ঘোষ মশাই! কতদিন আগে মালতী দেবীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল আপনার ?

গজেন্দ্র। তা' প্রায় বারো বছর হবে।

সৌমেন। হু। কিন্তু আপনার স্ত্রী এত দিন ছিলেন কোথায় ?

গজেন্দ্র। বাপের বাড়ীতে।

সৌমেন। কেন ?

গজেন্দ্র। সে অনেক কথা।

সৌমেন। কথাগুলো বলুন না শুনি।

গজেন্দ্র। আমার ছিল দুই সংসার—প্রথমা মালতী, দ্বিতীয়া মনোরমা। দুই সতীনে বনিবনাও হতো না। মনোরমা ছোট কিনা, তাই তাকে নিয়েই এতদিন সংসারধর্ম্ম করেছি—ছেলেমেয়েও হয়েছে সাতটি! হঠাৎ সেদিন তাঁর সাজানো সংসার ফেলে রেখে, মনোরমা স্বর্গে গেলেন—এখন আমার উপায় কি বলুন ?

সৌমেন। আবার একটা বিয়ে করুন না ?

গজেন্দ্র। তা' কি আর হয় সেক্রেটারীবাবু! বয়স আমার এখন পঞ্চান্ন। বিশেষ কথা হচ্ছে—মালতী তো জীবিত আছেন ? কেনই বা আমি আর একটা বিয়ে করবো ?

সৌমেন। তা তো বটেই। আচ্ছা গজেন্দ্রবাবু আপনি যেমন খোস-খেয়ালে দ্বিতীয় পক্ষ গ্রহণ করেছিলেন—মালতীও যদি তাই করে থাকেন ? বারো বছর তো তার কোনো খোঁজখবর রাখেন না।

গজেন্দ্র। ছিছিছি—আপনি কি বলছেন সেক্রেটারীবাবু, হিন্দুর মেয়ে তিনি, পাতিব্রত্যই যে তাঁর ধর্ম্ম!

সৌমেন। আজ্ঞে হ্যাঁ, তা তো বটেই—আর আপনার ধর্ম্ম পৌনঃপুনিক বিবাহ!

(মালতীর প্রবেশ)

ওকি. মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? পদতলে উপুড় হয়ে পড়ো—পতি-পরমগুরু যে! স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধটা তো এক জন্মের নয়—জন্ম-জন্মান্তরের।

গজেন্দ্র। নিশ্চয়ই।

মালতী। তুমি বেরিয়ে যাও এখান থেকে। এখানে এসে মুখ দেখাতে লজ্জা করছে না তোমার ?

গজেন্দ্র। রাগ কোরো না মালতী! ভেবে দেখো, আজ আমি কী বিপন্ন! সাতটা ছেলে-মেয়ে দিনরাত 'মা' 'মা' বলে কাঁদছে। তোমার কি প্রাণ নেই? আমার সংসারে তো খাওয়া-পরার কোনো অভাব নেই—কেন তুমি এখানে পড়ে থাকবে?

মালতী। একমুঠো ভাতের জন্যে যখন পথে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করেছি, তখন তো একবারও এসে বলো নি একথা? আজ তোমার ছেলে মেয়ে কাঁদছে? তোমার মুখ-দেখলেও পাপ হয়··· (প্রস্থান)

গজেন্দ্র। দেখুন সেক্রেটারীবাবু! আপনি একটু বলে-কয়ে যদি···

সৌমেন। রাজী করাবো? কেন, কি দরকার? তার চেয়ে, আপনি একটা কাজ করুন···

গজেন্দ্র। কি?

সৌমেন। অঞ্জলি! অঞ্জলি!

(অঞ্জলির প্রবেশ)

দেখুন তো ঘোষমশাই! এই মেয়েটিকে আপনার পছন্দ হয় কি না? ইনি বাল-বিধবা···

গজেন্দ্র। আপনি কি বলছেন সেক্রেটারীবাবু, পরস্ত্রীকে আমি মাতৃসমা মনে করি— (প্রণাম করিল—লজ্জিতভাবে অঞ্জলির প্রস্থান)

সৌমেন। তা'হলে আর—আমি কি করবো—ঘোষমশাই? আপনি এখন আসুন—নমস্কার···

গজেন্দ্র। দেখুন একটু বলে-কয়ে ওই মালতীকেই যদি···

সৌমেন। (হঠাৎ রাগিয়া) Nonsense! get out. আমি বহুক্ষণ তোমাকে সহ্য করেছি কিন্তু আর পারছিনে। গোবর্দ্ধন! একটা গলাধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দেতো এই লোকটাকে···

গজেন্দ্র। কি বল্‌ছেন আপনি ? আমার ধর্ম্মপত্নীকে এখানে আট্‌কে রেখে—আমাকে দেবেন—গলাধাক্কা ?

সৌমেন। (ভেঙ্গাইয়া) ধর্ম্মপত্নী ! What a brute you are ! বারো বছর যে ভদ্রমহিলার খোঁজ রাখ না, আমি এই সেবিকাসঙ্ঘে আশ্রয় না দিলে, সে কোথায় গিয়ে দাঁড়াতো ? ধর্ম্মপত্নী ! Veritable Rogue ! তুমি বেরিয়ে যাও বল্‌ছি—নইলে আমি তোমাকে নিশ্চয়ই অপমান করবো···

গজেন্দ্র। আচ্ছা, যাচ্ছি—আমার নাম গজেন ঘোষ ! আজই আমি তোমার নামে কেস্ করবো। আমার ধর্ম্মমতে বিবাহিত স্ত্রীকে এখানে এনে আট্‌কে রেখেছ—ব্যবসা চালাচ্ছ—দেখে নেবো—তুমি কতবড় বিলেত-ফেরৎ !

সৌমেন। আচ্ছা, দেখে নিও। ধর্ম্ম, ধর্ম্ম, ধর্ম্ম ! ধর্ম্ম কি তোমার দেশে আছে ঘোষ মশাই ?

গজেন্দ্র। আছে কি না আছে, তা দেখিয়ে দেবো—আমার নাম বাগবাজারের গজেন ঘোষ ! প্রস্থান

(অঞ্জলির প্রবেশ)

অঞ্জলি। সত্যি সৌমেন দা, এদেশে ধর্ম্ম নেই, তা যদি থাকৃতো—তা'হলে তুমি আমাকে এভাবে পরিহাস করতে পারতে না।

সৌমেন। পরিহাস করেছি ?

অঞ্জলি। নিশ্চয়ই। তুমি কি মনে করে', আমি বিয়ের জন্যে পাগল হ'য়ে উঠেছি—কেন তুমি একটা অপরিচিত ভদ্রলোকের সুমুখে ডেকে এনে—লজ্জা দিলে আমাকে ? (কাঁদিল)

সৌমেন। লজ্জা কি তোমার আছে ?

অঞ্জলি। তোমার কাছে নেই—কারণ, তুমিই আমার স্বামী—তোমাকেই

ভালবেসেছি! (কাঁদিল)

সৌমেন। Nonsense—শোন অঞ্জলি! আমাকে এভাবে আর বিরক্ত না করে—তুমি আজই দেশে যাও।

অঞ্জলি। বলেছি তো যাবো না। মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত, আমি তোমার জন্যেই অপেক্ষা করবো…

সৌমেন। বেশ, করো। (ফোন ধরিল) South 19264. Hallo কে? সনৎ?…কেমন আছিস ভাই? শ্যামলী বোধ হয় খুব সেবা-যত্ন করছে? শেষে কি সত্যিই একটা সংসার পাতিয়ে বসলি? কিন্তু ভাই—একটা কথা বলে রাখছি—Beware of that girl—She is a very dangerous type!…তাই নাকি? হা হা হা হা—শ্যামলীকে একটু ডেকে দেনা, কথা বলবো… আচ্ছা…

(ফোন ধরিয়া রাখিল)

শোন অঞ্জলি! বিয়েব প্রয়োজনটা তোমার, আমার নয়। তোমার প্রয়োজনে কেন তুমি আমাকে বিপন্ন করবে?

অঞ্জলি। বোধ হয়—শ্যামলীকে বিয়ে করতে পারলে, তুমি বিপন্ন হ'তে না। কি বলো?

সৌমেন। আমি যে কি চাই—তা' তুমি জানোনা অঞ্জলি! সে চেতনা তোমার ভেতর নেই। আমি চাই—এই ভারতে নারীজাগরণ—নারীপ্রগতি! আমি চাই—উপেক্ষিতা নারীজাতির মূল্য-নির্দ্ধারণ করতে। তাকে তার স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করতে। শ্যামলী বা তুমি কেউ আমার অধীনতা স্বীকার করো—তা, আমি চাই না। আমি বলি, ভালবাসা একটা দুর্ব্বলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। (ফোনে) হ্যালো, কে? শ্যামলী! ভাল আছ?…একবার এসো

না এদিকে? ও সময় নেই? তা'তো বটেই—ন'লক্ষ পঁচাত্তর হাজারের মালিক তুমি! কিন্তু তোমাকে একটা কথা বলে রাখছি—Beware of that Swamiji—he his a very dangerous type?…কেন? বল্‌বো? দয়া করে একবার—এসো না এদিকে? আস্‌ছ? Very well good-bye…

(ফোন রাখিল)

হাসছ কেন অঞ্জলি?

অঞ্জলি। ভালবাসার দুর্ব্বলতা বোধ হয় তোমার নেই—কি বলো সৌমেনদা?

সৌমেন। নিশ্চয়ই নেই…

অঞ্জলি। শ্যামলীর কাছে তো দূরের কথা, ওই ফোনটার কাছেও সে দুর্ব্বলতাটুকু লুকোতে পারলে না!

সৌমেন। শোনো অঞ্জলি! শ্যামলী আজ নয় লক্ষ পঁচাত্তর হাজারের মালিক! শুধু সেই কারণেই তাকে আমার প্রয়োজন আছে। নইলে, আমার কাছে তুমিও যা, শ্যামলীও তাই।

অঞ্জলি। কি আশ্চর্য্য মানুষ তুমি সৌমেনদা! তোমাকে যতই দেখ্‌ছি ততই মুগ্ধ হচ্ছি। কত চেষ্টা করছি, তবুও তো পারছিনে—তোমাকে ভুল্‌তে! তোমার সুমুখ থেকে সরে যেতে! কেন আমার এ অবস্থা হ'লো বল্‌তে পার?

সৌমেন। Nonsense—

(অঞ্জলির প্রস্থান)

(একটি রুগ্ন বৃদ্ধের প্রবেশ)

কে আপনি? কাকে চান?

দ্বিজবর। আজ্ঞে আমার নাম শ্রীদ্বিজবর ভট্টাচার্য্য—নিবাস পূর্ব্ববঙ্গে—শ্রীপাট মল্লিকপুর—

সৌমেন। এখানে আপনার কি প্রয়োজন?

দ্বিজবর। গত চূড়ামণি-যোগে—আমার পরিবারটি যূথভ্রষ্টা হয়েছিলেন তদবধি আর তাঁর কোন সন্ধান পাই না। উপস্থিত লোকপরম্পরায় শ্রুত হলাম···

সৌমেন। তিনি এইখানেই অবস্থান করেছেন। নামটা কি বলুন তো?

দ্বিজবর। আজ্ঞে, শ্রীমতী মাধবীলতা দেবী।

সৌমেন। বলেন কি—সেই একরত্তি মেয়ে মাধবী আপনার পরিবার?

দ্বিজবর। আজ্ঞে—চতুর্থ পক্ষ!

সৌমেন। (গোবর্দ্ধনের প্রতি) মাধবীকে ডেকে দে···

দ্বিজবর। এখানে তাম্রকূট সেবনের কোন ব্যবস্থা আছে?

সৌমেন। আজ্ঞে না। এই নিন্...(একটি সিগারেট দিল)

দ্বিজবর। (হাতে লইয়া) আপনারা এরূপ বিশুষ্ক দ্রব্য সেবন করেন কেন? এতে যে স্বাস্থ্যের অত্যন্ত অপহ্নব ঘটে!

সৌমেন। থামুন্ মশাই—স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় উপদেশগুলি—গোলদিঘিতে গিয়ে দেবেন। (সিগারেটটা—ফিরাইয়া লইয়া নিজেই ধরাইল) এই যে মাধবী এসেছ...(মাধবী আসিয়া দ্বিজবরকে প্রণাম করিল)

দ্বিজবর। থাক্ থাক্ আমাকে আর স্পর্শ করো না। তুমি পতিতা। কি আর করবো—পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল! শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা করো—পরজন্মে যেন আবার আমার সহধর্ম্মিণীত্ব লাভে সমর্থা হও।

সৌমেন। ও, এ জন্মে আর মাধবীকে ঘরে নেবেন না তা' হলে—

দ্বিজবর। আজ্ঞে, তা কি করে সম্ভব হ'তে পারে? উনি যে আজ সমাজের বিচারে পরিত্যক্তা।

(মাধবী তাহার হ্যাণ্ডব্যাগ হইতে একখানা পাঁচ টাকার নোট বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিল।)

মাধবী। এই পাঁচটা টাকা নিয়ে যান্—আপনার ছেলেমেয়েদের জন্য

পাঁচ টাকা!

মাধবী। আজ্ঞে হ্যাঁ, মাসে এখন আমি প্রায় ত্রিশ টাকা পাই···

দ্বিজবর। তাই নাকি? বেশ, বেশ,—তাহলে আমি মাঝে মাঝে আস্‌বো, তোমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করবো...

সৌমেন। (বিস্মিত ভাবে) বটে! মাধবীকে ঘরে নিতে পারবেন না—অথচ তার টাকা ঘরে নেবেন? বাঃ বেশ মজার কথা তো?

দ্বিজবর। (টাকা ট্যাঁকে গুঁজিয়া) আজ্ঞে, অর্থেন সর্ব্বে বশাঃ! পক্ষান্তরে—অর্থস্তু লালাটিকঃ।

সৌমেন। থাক্, থাক্ আর সংস্কৃত বল্‌বেন না—এখন আপনি আসুন—নমস্কার···

দ্বিজবর। নারায়ণ, মধুসূদন, তুমিই ভরসা··· (প্রস্থান)

সৌমেন। শোনো মাধবী, আমার ইচ্ছে হচ্ছিল—হাত মুচ্‌ড়ে নোটখানা কেড়ে নি। যাক্‌গে—ও বে-আক্কেলে বুড়োটাকে তুমি আর একটি পয়সাও দিতে পারবেনা কিন্তু! কেন? সে তোমার কে?

মাধবী। আমার স্বামী...(কাঁদিল)

সৌমেন। (বিস্মিত ভাবে) স্বামী!

(অঞ্জলির প্রবেশ)

অঞ্জলি। হ্যাঁ স্বামী! হিঁদুর মেয়ে মাধবী তার স্বামীকে চেনে—আমিই বা কেন চিন্‌বো না সৌমেনদা? স্বামীর পদাঘাত মাথা পেতে নেব, এই তো আমাদের শিক্ষা? কি বলিস্—মাধবী? হা হা হাহা—

সৌমেন। তোমার কি মাথা-খারাপ হলো অঞ্জলি?

অঞ্জলি। মাথা খারাপ? হা হা হা হা—

সৌমেন। (ধমক দিয়া) অঞ্জলি!

অঞ্জলি। আমার এই প্রাণ যাঁকে চায়—এই চোখদুটো যাঁকে দেখ্লে আনন্দ পায়—যাঁর পা' দুখানা স্পর্শ করলে আমার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হয়ে ওঠে, তিনি যদি আমার স্বামী না হন—তবে আর কে আমার স্বামী? (প্রণাম করিল)

সৌমেন। ওই মাধবীর মত তোমারও একটা স্বামী ছিল—সে কথাটা ভুলে যেয়ো না।

অঞ্জলি। নিশ্চয়ই ভুল্বো না। বারো বৎসর বয়সে আমার বিয়ে হয়েছিল—বিয়ের রাত্রেই বিধবা হয়েছিলাম। মুখের উপর ছিল একটা ঘোম্টা স্বামীর মুখখানাও একবার দেখিনি। আমার সে ঘোম্টা আজ সরিয়ে দিয়েছে শ্যামলী। আর স্বামীকে চিনিয়ে দিয়েছ তুমি! কী সুন্দর! কী কঠিন! কী মধুর! কী নির্ম্মম!

সৌমেন। (ধমক দিয়া) অঞ্জলি!

অঞ্জলি। (চমকিয়া) ও ভাবে ধমক দিও না—ও ভাবে চোখ রাঙিও না। আমার বড্ড ভয় করে। মনে হয়—আমি যেন তোমার কাছে কত অপরাধী! আমাকে একটু বিষ এনে দাও না—আমি খাই... (কাঁদিল)

সৌমেন। Nonsense!

(শ্যামলীর প্রবেশ)

শ্যামলী। (অঞ্জলির চোখ মুছাইয়া) কেন তুমি বিষ খাবে অঞ্জলি? না না, কেঁদ না। কি হয়েছে সৌমেনবাবু? বকেছেন বুঝি?

সৌমেন। হ্যাঁ। বসো—

শ্যামলী। আচ্ছা সৌমেনবাবু? আপনার কথা ও বুঝ্তে পারে না, এই তো ওর অপরাধ? কিন্তু আপনি যে ওর মনটাকে বুঝ্তে পারেন

না, আপনার সে অপরাধটাও তো খুব কম নয় ? (অঞ্জলির প্রস্থান) বেচারা ! এখন একটা শুভদিন দেখে বিয়ে করুন ওকে...

সৌমেন। শোনো শ্যামলী ! তিন মাসের বাড়ি-ভাড়া বাকি—Notice দিয়াছে।

শ্যামলী। কত টাকা চাই, বলুন না...

সৌমেন। তুমি দেবে ?

শ্যামলী। কেন দেব না ? নিশ্চয়ই দেব। স্বামীজীকে সুখী করবার জন্যে আমাকে তো বহু সৎ কাজে দান করতে হবে ? আপনার এটাও যে অসৎ কাজ নয়, তা আমি জানি। শুধু আপনি যদি একটু...

সৌমেন। 'সৎ হতেন'। এই তো বলতে চাও ? আমি ঠিক বুঝতে পারি না শ্যামলী। কেন আমাকে লোকে অসৎ ভাবে ? 'Nothing is good or bad, only thinking makes it so !'

শ্যামলী। যাক্ সে কথা। এখন আপনার কত টাকা চাই বলুন তো ?

সৌমেন। পাঁচ শো...

(হ্যাণ্ডব্যাগ হইতে চেক বই বাহির করিয়া)

(চেক লিখিতে লিখিতে) স্বামীজীর বিরুদ্ধে আপনার কি বল্বার আছে বলুন। আমি শীগ্গিরই ফিরবো···

সৌমেন। কেন ?

শ্যামলী। (লিখিতে লিখিতে) কাল শ্রাদ্ধ, চারিদিকে বিশৃঙ্খলা। সবই তো আমাকে দেখ্তে হবে ?

সৌমেন। কেন স্বামীজী ?

শ্যামলী। (চেক দিয়া) আশ্চর্য-মানুষ ! নিজের বিষয়ে কোনো হুঁস্

নেই। কেবল কারো কোন কষ্ট না হয়, শুধু সেই দিকেই নজর!

সৌমেন। তা'হলে তোমার দুঃখ বুঝ্বার মতো একজন সঙ্গী তুমি পেয়েছ?

শ্যামলী। তার মানে?

সৌমেন। তার মানে—Love at first sight and Cupid's activity

শ্যামলী। কি বল্‌ছেন আপনি?

সৌমেন। সনৎকে তুমি ভালবাস্‌তে সুরু করেছ। যে ভালবাসাকে আমি বলি—Weakness—that makes one surrender to other's will!

শ্যামলী। স্বামীজীর বিরুদ্ধে আপনার কি বল্‌বার আছে তাই বলুন—আমি আর দেরি করতে পারবো না।

সৌমেন। সে বিবাহিত।

শ্যামলী। মিথ্যাকথা!

সৌমেন। আমেরিকায় থাক্‌বার সময় একটা Sweeper girlকে বিয়ে করে এসেছে···

শ্যামলী। আপনার কথা বিশ্বাস করি না।

সৌমেন। প্রমাণ চাও?

শ্যামলী। না, কোন প্রমাণ চাই না সৌমেনবাবু! আমি জানি—এ জগতে এমন কিছু নেই যা আপনি প্রমাণ করিতে না পারেন! উঠি তা'হলে···

সৌমেন। (হাত চাপিয়া ধরিয়া) শ্যামলী!

শ্যামলী। আঃ! হাত ছাড়ুন··

সৌমেন। শ্যামলী। এই সেবিকাসঙ্ঘ-প্রতিষ্ঠার দিনে আমাদের সংকল্প ছিল কি? 'ভালবাসার দুর্ব্বলতাকে কখনো আমরা প্রশ্রয় দেব

না বা বিবাহিত হবো না!' এ সঙ্কল্প তুমিও গ্রহণ করেছিলে কিনা বলো—

শ্যামলী। হ্যাঁ, করেছিলাম।

সৌমেন। তবে?

শ্যামলী। তখন আপনি যা' বুঝিয়েছিলেন তাই বুঝেছিলাম। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি সে সবলতার অভিনয়ে পুরুষের জয়পতাকা উড়তে পারবে, কিন্তু নারীর লাঞ্ছনার সীমা থাকবে না!

সৌমেন। তার মানে?

শ্যামলী। তার মানে হচ্ছে—অঞ্জলিকে আপনি অবিলম্বে বিয়ে করুন।

সৌমেন। বিয়ে যদি কাউকে করতেই হয় শ্যামলী! তাহলে তোমাকেই করবো—আমার উপযুক্ত জীবনসঙ্গিনী হ'তে পার তুমি! অঞ্জলি নয়।

শ্যামলী। দেরি হ'য়ে যাচ্ছে সৌমেনবাবু, আমি এখন আসি···

সৌমেন। বলো শ্যামলী! তুমি আমার হবে? আমি তোমাকেই চাই···

শ্যামলী। শুনুন সৌমেনবাবু! উপস্থিত আমি রায়বাহাদুরের ট্রাষ্টী! তাঁর সন্ন্যাসী-ছেলেকে সংসারী করবার ভারটা তিনি আমার উপরেই দিয়ে গেছেন। মৃত আত্মার সে আকাঙ্ক্ষাটা পূর্ণ হলেই, আমি আবার ফিরে আসবো—সেবিকাসঙ্ঘের কাজে যোগদান করবো—সঙ্কল্পও ঠিক রাখবো। অঞ্জলির মত—আমার প্রজাপতি এখনো শুঁয়োপোকার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসেন নি—ক্ষমা করবেন।

(হাসিতে হাসিতে অঞ্জলি এককাপ চা লইয়া আসিল)

(শ্যামলীর প্রস্থান)

সৌমেন। হাসছ কেন?

অঞ্জলি। তোমার অবস্থা দেখে···

(চায়ের কাপ ফেলিয়া দিয়া সৌমেন চীৎকার করিয়া উঠিল)

সৌমেন। Get out ! বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও—

অঞ্জলি। না—আমি যাবো না···

সৌমেন। কচু পোড়া খাও— (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—রায়বাহাদুরের বাড়ী

কাল—অপরাহ্ণ

দৃশ্য—শ্যামলীর কক্ষ। পরিশ্রান্ত শ্যামলী একটা সোফার উপর এলাইয়া পড়িয়াছিল। একজন দাসী তাহার পদসেবা করিতেছিল। মাথার কাছে একটা টেবিল-ফ্যান্ ঘুরিতেছিল।

বিরূপাক্ষের প্রবেশ

বিরূপাক্ষ। দিদিমণি, কাঙালীদের খাওয়া-দাওয়া তো হয়ে গেছে···

শ্যামলী। সেই প্যাণ্ডালের ভেতরেই তারা এখনো আছে তো ?

বিরূপাক্ষ। হ্যাঁ।

শ্যামলী। তাহ'লে প্রত্যেক কাঙালীকে এখন একটা টাকা আর একখানা কাপড় দিয়ে বিদায় করো।

বিরূপাক্ষ। আচ্ছা। কিন্তু দিদিমণি, তুমি এখন মুখে একটু জল দাও—চোখ-মুখ যে একেবারেই শুকিয়ে গেছে! সারাটা দিন উপবাসী রয়েছ, আর কেন ?

শ্যামলী। আমি এখন স্নান করবো—তার পর···

(সনতের প্রবেশ)

সনৎ। এই সন্ধ্যাবেলায় তুমি স্নান করবে? কী আশ্চর্য্য! নিউমোনিয়া হবে যে…

শ্যামলী। খেঁদির মা, আমার মাথাটা একটু টিপে দেতো।

সনৎ। মাথা ধরেছে? তার উপর আবার স্নান? তুমি একটা বিপদ না ঘটিয়েই ছাড়বে না শ্যামলী! যাই আমি—ডাক্তারকে খবর দি'।

শ্যামলী। না, আপনি বসুন এখানে।

সনৎ। শুনলাম তুমি নাকি এখনো জলস্পর্শ করনি?

শ্যামলী। (হাসিয়া) আজ্ঞে হ্যাঁ।

সনৎ। কেন?

শ্যামলী। এই তো সবে কাঙালীদের খাওয়া হ'লো।

সনৎ। তাদের খাওয়ার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি?

শ্যামলী। কি যে বলেন আপনি! তাদের খাওয়া না-হলে কি আমি খেতে পারি? আমি যে তাদের চেয়েও বেশী কাঙালী।

সনৎ। ছি ছি ছি, এভাবে জীবাত্মাকে কষ্ট দিলে কোন ধর্ম্ম হয় না—শ্যামলী! তুমি এখন যাও—আর দেরি কর না।

শ্যামলী। একগ্লাস জল নি' আয় তো খেঁদির মা! বড্ড তেষ্টা পেয়েছে… (খেঁদির মার প্রস্থান)

স্বামীজী কি আজই আশ্রমে ফিরে যাবেন?

সনৎ। হ্যাঁ, তাইতো ভাবছি…

শ্যামলী। কিন্তু একটা কাজ বড্ড অন্যায় হয়ে গেছে…

সনৎ। কি?

শ্যামলী। আপনার সেই গেরুয়া জামা-কাপড়গুলো সব ডাইং-ক্লিনিংএ কাচতে দিয়েছিলাম।

সনৎ। তারপর ?

শ্যামলী। তারা সেগুলোকে একেবারে ধব্ধবে সাদা করে দিয়েছে। অবিশ্যি, দোষটা তাদের নয়। আপনার গেরুয়া-রংটাই ছিল অত্যন্ত কাঁচা !

সনৎ। তা হতে পারে। তা'তে আর দোষ কি হয়েছে। আবার ছুপিয়ে নিলেই তো চল্‌বে। (খেঁদির মা একগ্লাস জল আনিল)

শ্যামলী। দয়া করে এদিকে একবার আসুন না স্বামীজী···

সনৎ। কেন ?

শ্যামলী। (জলগ্লাস হাতে লইয়া) এই গ্লাসের ভেতর আপনার পায়ের বুড়ো আঙুলটা একবার ছোঁয়াবেন।

সনৎ। (বিস্মিতভাবে) সে কি ! কি বলছ তুমি ? আজ সারাদিন আমি খালি পায়ে ঘুরছি, হাঁটু অবধি ধুলো-বালি—তুমি কি পাগল ?

শ্যামলী। দেরি করবেন না, আমার বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।

সনৎ। কি ভয়ানক কথা। খালি পায়ে কাঙালীদের ভেতর ছুটোছুটি করেছি—কত লেপার, আর টিউবারকুলার লোকের সংস্পর্শে এসেছি —আমার এই পায়ের ধুলোতে আছে—কত যে ব্যাসিলি, তার ঠিক নেই। তুমি কি বলছ শ্যামলী ! না, না, তা' হতে পারে না।

শ্যামলী। বেশ, তা'হলে এ জল রেখে আয় খেঁদির মা।

সনৎ। তাই তো, তুমি যে আমাকে ভয়ানক বিপন্ন করলে ! তেষ্টা পেয়েছে। লক্ষীটি আমার, ছেলেমানুষী ক'রো না—জল খাও···

শ্যামলী। না, আমার তেষ্টা পায়নি।

সনৎ। নিশ্চয়ই পেয়েছে। আর কেনই বা পাবে না ? সারাদিন উপবাসী থেকে ছুটোছুটি করেছ, একবার ওপর একবার নীচে— না, না, অবাধ্যপণা কর না। জল খেয়ে নাও। ওকি হাস্‌ছ কেন ?

শ্যামলী। সত্যিই আমার তেষ্টা পায়নি—আমি মিছে কথা বলেছিলাম।

সনৎ। হতেই পারে না। ওরে কে আছিস্?

(জনৈক চাকরের প্রবেশ)

চাকর। হুজুর!

সনৎ। শীগগীর বাথরুমে একখানা সাবান আর আমার খড়ম জোড়া নিয়ে আয়তো... (ব্যস্তভাবে প্রস্থান, পিছনে চাকর)

(শ্যামলী খুব হাসিতেছিল)

খেঁদির মা। ওকি—অতো হাস্‌ছ কেন দিদিমণি?

শ্যামলী। এই মানুষ নাকি সন্ন্যাসী থাকবে—সংসার ধর্ম্ম করবে না। তোর কি মনে হয় খেঁদির মা?

খেঁদির মা। তোমার এই ঢল্‌ঢলে মুখখানি দেখলে—মুণ্ডু ঘুরে যাবে না, এমন সন্ন্যাসী কোথায় আছে, দিদিমণি!

শ্যামলী। কী চমৎকার মানুষ! আচ্ছা বলতো—ওকে আমি ভালবাস্‌বো না ভক্তি করবো? ওর হাত ধরে হাওয়া খেয়ে বেড়াবো, না ফুলজল দিয়ে ওর পা দুখানা পূজো করবো? কি করলে আমি সুখী হতে পারবো?—বল্‌তে পারিস্।

খেঁদির মা। হুঁ! তুমি···মরেছ?

শ্যামলী। সত্যি খেঁদির মা, আমি মরেছি। একদণ্ডও ওকে চোখের আড়াল করতে ইচ্ছে হচ্ছে না। আসুন সৌমেনবাবু! একি, সেন-সাহেবও হঠাৎ কি মনে করে?

(সৌমেনবাবু ও সেন সাহেবের প্রবেশ)

সেন সাহেব। তোমার এই শিবহীন যজ্ঞ দেখতে এলাম শ্যামলী! দেশের যত ভূত-প্রেতকে নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়ালে—অথচ এই ভূতনাথকে স্মরণ করলে না?

শ্যামলী। ভূতের রাজাকে তো নেমন্তন্ন করতে হয় না—তাঁর অনুচরদের ডাকলেই তিনি আসেন।

সেন সাহেব। তাই নাকি—হা হা হা হা—তাহলে দাও দশটা টাকা। আজ সারাদিন গলাটা শুকিয়ে আছে। আমি চাই—শুধু Eat, drink aud be merry—কি বলেন সৌমেনবাবু, হা হা হা···

সৌমেন। এক কাপ চা খাওয়াতে পার শ্যামলী? বড্ড পরিশ্রান্ত হয়ে এসেছি।

শ্যামলী। বসুন আপনারা—আমি আস্‌ছি···

(ইঙ্গিতে খেঁদির মাকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান)

সৌমেন। বুঝেছ সেন সাহেব! Now, she is completely lost···

সেন সাহেব। To lose or to gain—is a question of business! Dont get nervons! I say—cheer up! cheer up! my boss! এই যে স্বামীজী! আসুন—আসুন···

(সনতের প্রবেশ)

সনৎ। তুমি এখানে কেন—সেন সাহেব!

সেন সাহেব। এসে অন্যায় করেছি?

সনৎ। নিশ্চয়ই। তোমার জন্যেই তো একদিন আমি বাবার সঙ্গে ঝগড়া করেছিলাম। বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম—আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে—তুমি যে মদ্ খেতে, তা'তো জানতাম না!

সেন সাহেব। কিন্তু স্বামীজী! মেয়ে মানুষ আর মদ্—Choose either—and don't be trembling on the balance. কি বলেন সৌমেনবাবু! To choose both, is a crime—is it not? দুটোর ভিতর একটা ধরুন্—দুদিকেই ফুল্‌বেন না। মনের ভার-কেন্দ্রটাকে বুঝতে চেষ্টা করুন। তার পর 'দুর্গা' বলে ঝুলে

পড়ুন একদিকে। দুটোকেই পছন্দ করা মানে হচ্ছে—কোন-টাতেই সিদ্ধিলাভ না-করা। হা হা হা হা—

(শ্যামলীর প্রবেশ)

শ্যামলী। এই নিন্ সেন সাহেব! (দশ টাকা দিল)

সনৎ। ওই মাতালটাকে টাকা দিলে ?

শ্যামলী। আজ এই শ্রাদ্ধের দিনে আমি কি কোনো প্রার্থীকে বিমুখ করতে পারি স্বামীজী ?

সেন সাহেব। স্বামিজীর প্রার্থনাটাও অপূর্ণ রেখনা শ্যামলী—His demand is greater than that of mine! Good night ladies and gentlemen, good night··· (প্রস্থান)

(বিরূপাক্ষের প্রবেশ)

বিরূপাক্ষ। দিদিমণি! তুমি এখনো এখানে বসে আছ ? কী আশ্চর্য্য!

সনৎ। হ্যাঁ, আর দেরি করো না—শ্যামলী, তুমি এখন যাও···

শ্যামলী। এক কাপ্ চা খেয়েই যাচ্ছি...

(বেয়ারা চা দিয়া গেল, তিনজন তিনকাপ্ গ্রহণ করিলেন। বিরূপাক্ষের প্রস্থান)

সৌমেন। স্বামীজী তো চা ছাড়নি দেখছি—

সনৎ। না ভাই, এটা আরো বেশী করেই ধরেছি। দিনে রাত্রে প্রায় পঁচিশ কাপ্···

সৌমেন। গেরুয়া যখন ছেড়েছ—তখন আর নাইবা ধরলে।

সনৎ। তা' কি হয় সৌমেন! আশ্রমে তো ফিরতেই হবে। বাবার চোখের জল আমাকে বেঁধে রাখতে পারেনি—

সৌমেন। শ্যামলীর চোখের জল বোধহয় পারবে।

সনৎ। তার মানে? শ্যামলীও বুঝি কাঁদবে আমার জন্যে? হা হা হা কি যে বলিস্ তুই।

সৌমেন। ওই দেখো না, এখুনি কাঁদতে সুরু করেছে…

শ্যামলী। আপনারা বসুন, আমি আস্‌ছি।

(চোখ মুছিতে মুছিতে প্রস্থান)

সনৎ। সত্যিই তো শ্যামলী কাঁদছিল! এর মানে সৌমেন? Is it love?

সৌমেন। Yes, it is.

সনৎ। না, না, না—তা'হলে আমাকে আজই যেতে হবে। কী অন্যায় কথা—বলো তো? আমি একজন সন্ন্যাসী, আমার 'পাদোদক' খাওয়ার অর্থ যে কি, তা' এখন বুঝতে পারছি।

সৌমেন। পাদোদক খেয়েছে নাকি?

সনৎ। হ্যাঁ…

সৌমেন। তাহলে মানুষকে ভেড়া বানিয়ে নেবার সেকেলে পদ্ধতিগুলোও জানা আছে দেখছি…

সনৎ। হ্যাঁ, তাইতো মনে হচ্ছে—আর আমার মনটাও যেন কেমন একটু দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছে—সৌমেন!

সৌমেন। শোনো সনৎ। She is a moral wreck—a completly rotten stuff.

(ক্রুদ্ধভাবে শ্যামলীর প্রবেশ)

শ্যামলী। আমি ওই দরজার পাশেই দাঁড়িয়েছিলাম সৌমেনবাবু আপনি বেরিয়ে যান এখান থেকে…

সৌমেন। যা' সত্যি—তা' তোমার মুখের উপর বল্‌বার সাহসও আমার

আছে। Are you not—what I said Shyamali?

শ্যামলী। (চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল) আমি আপনাকে চিন্‌তে পেরেছি সৌমেনবাবু! আপনি একটা শয়তান—বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান।

সনৎ। দেখো শ্যামলী সৌমেন আমার বন্ধু।

শ্যামলী। হোক্ আপনার বন্ধু। তবু—তবু—এ বাড়ীর মালিক এখন আমি সৌমেনবাবু!

(রাগে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল)

সৌমেন। ধন্যবাদ বাড়ীওয়ালী! আমি এখন আসি। তবে, যাবার আগে তোমার মুখের উপর আবার বলে যাই—You are a rotten stuff—a completely rotten stuff. [প্রস্থান

সনৎ। আমার জামা-কাপড় দাও···

শ্যামলী। দেবনা।

সনৎ। বেশ, না-দাও না-দেবে। আমিও আসি তা'হলে—

শ্যামলী। (হাত চাপিয়া ধরিয়া) না। আজ আপনি কিছুতেই যেতে পারবেন না স্বামীজী। কালই আমি, আপনার এই পৈত্রিক বাড়ী আর ব্যাঙ্কের টাকা—আপনার নামে ট্রান্সফার করবো। তারপর যাবেন।

সনৎ। আমি সন্ন্যাসী। আমার তো এ সবের কোনো প্রয়োজন নেই

শ্যামলী। আপনার না-থাক্‌তে পারে—আপনার ওই শয়তান বন্ধুটি আছে। তাঁকেই দিয়ে যাবেন।

(বিরূপাক্ষের প্রবেশ)

বিরূপাক্ষ। একি, তুমি এখনো যাওনি? ছি ছি ছি, সনৎ, তোমর কি আমার এই লক্ষ্মী দিদিমণিকে মেরে ফেল্‌বে? সারাটা দি

কঠোর পরিশ্রম! মুখে এক গণ্ডুষ জল পড়লো না—কী আশ্চর্য!

সনৎ। যাও শ্যামলী, আর দেরি করো না…

শ্যামলী। আপনি যাবেন না বলুন—নইলে আমি স্নানাহার কিছুই করবো না।

বিরূপাক্ষ। কে যাবে? সনৎ? কোথায় যাবে?

শ্যামলী। আশ্রমে।

বিরূপাক্ষ। ইস্! সদর দরজায় আমি আছি—তোমার কোনো ভয় নেই… (প্রস্থান)

শ্যামলী। স্বামীজী! (কাঁদিল) সৌমেনবাবু মিছে কথা বলেছে। বিশ্বাস করুন—আমি নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক! নতুবা, আপনার ওই পবিত্র পা' দুখানা স্পর্শ করবার দুঃসাহস আমার হতো না।

(পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল)

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—সেবিকাসঙ্ঘের নিকটবর্ত্তী পার্ক

কাল—সন্ধ্যা

দৃশ্য—পার্কের একটা বেঞ্চে—গজেন্দ্র ঘোষ ও মালতী বসিয়াছিল। অদূরে একটা ভিখারী গাহিতেছিল—

গান

নয়ন-জলে পথ দেখিনা—দীন-ভিখারী অনাহারী!
মরণ হলে যাই বেঁচে যাই, সইতে তো আর নাহি পারি।
হায় বিধাতা! দেখি না আর তোমার মত অবিচারী—
কেউ বা হাঁটে খোঁড়া পায়ে—কেউ বা চড়ে জুড়িগাড়ী।

আমরা শেয়াল-কুকুর যেন—

পথে পথে কাঁদছি কেন ?

আস্তাকুঁড়ের একমুঠো ভাত নিয়ে করি কাড়াকাড়ি।

(সেন-সাহেব তাহার নিকটে আসিয়া গানের শেষাংশ শুনিলেন—তারপর হঠাৎ একটা চড় মারিয়া ভিখারীটাকে মাটিতে ফেলিয়া দিলেন)

ভিখারী। (উঠিয়া) আমাকে মারলে কেন বাবা ?

সেন সাহেব। মার্‌বো না ? ওসব কাঁদুনে গান গেয়ে মানুষের মন-ভেজাবার চেষ্টা করিস্ কেন ?

ভিখারী। কি করবো বাবা ?

সেন সাহেব। পকেট মারবি—রাস্তায় বেসামাল মানুষ দেখ্‌লেই তার পকেট মারবি।

ভিখারী। তাতে পাপ হবে না ?

সেন সাহেব। পাপ ? ওই যে লোকটা আস্‌ছে—দেখ্‌ছিস্ ? ও কি করছে বলতো ?

ভিখারী। কি ?

সেন সাহেব। ওই—সেবিকাসঙ্ঘের জান্‌লায় একটি মেয়ে বসে আছে, বদ্‌মাইসটা তাকেই নজর দিচ্ছে ! এখন আমি যদি ওর পকেট থেকে ফাউন্‌টেনপেন্‌টা তুলে নি'—ও কি টের পাবে ? কথখনো না—এই দেখ্…

(একটি পথিক—সেবিকাসঙ্ঘের মাধবীর দিকে নজর রাখিয়া অন্যমনস্ক-ভাবে পথ চলিতেছিল—সেন তাহার নিকট গেলেন—বুকপকেট হইতে ফাউন্‌টেনপেন্‌টা তুলিয়া লইলেন)

দেখ্‌লি ?—এই ফাউন্‌টেন-পেনের দাম—অন্তত দশটি টাকা।

সারাদিন ভিক্ষে করেও তো তুই দশটা পয়সা জোগাড় করতে পারবিনে ?

ভিখারী। কিন্তু বাবা! চুরি করা যে পাপ্...

সেন সাহেব। আবার পাপ? ও লোকটা কি করছিলরে? চুরি করে পরের মেয়ের দিকে কুনজর দেওয়া যত পাপ—একটা ফাউন্‌টেন পেন চুরি করা কি তত পাপ? নিয়ে যা...

ভিখারী। এ কলম নিয়ে আমি কি করব? আমি তো লেখাপড়া জানিনে...

সেন সাহেব। লেখাপড়া যারা জানে, তারাও—আমাদের চেয়ে কম চোর নয়, বুঝ্লি? দশটাকার জিনিস পাঁচটাকায় পেলে এখুনি কিনে নেবে—এই দেখ্...

(গল্প করিতে করিতে দুটি ভদ্রলোক যাইতেছিলেন—সেন সাহেব তাহাদের নিকটে গিয়া)

মশাই! চোরাই মাল—দশটাকা দাম—সাতটা টাকা যদি দেন...

ভদ্রলোক। (কলমটা হাতে লইয়া পরীক্ষা করিয়া) পাঁচ টাকায় দিবি?

সেন সাহেব। দিন্—কি আর করবো—হঠাৎ অভাবে পড়েছি—বিদেশী লোক। এই মাত্তর একটা পকেটমার আমার সর্ব্বনাশ করে গেছে।

(ভদ্রলোকদ্বয় চলিয়া গেল—সেন টাকা লইয়া আবার ভিখারীর কাছে আসিল)

এই নে পাঁচ টাকা! দেখ্লি? কেমন সুবিধার ব্যবসা। পুঁজি লাগ্লো না—শুধু একটু হাতছাপাই! কেন মিছিমিছি ভিক্ষে করছিস্?

ভিখারী। কিন্তু, চুরি-করা যে পাপ!

সেন সাহেব। ও, বুঝিছি—তোর কপালে অনেক দুঃখ আছে...

(একটি ভদ্রবেশী পানওয়ালা তাহাদের কাছে আসিল)

পানওয়ালা। Help me sir, very poor sir···সপরিবারে না-খেয়ে মর্‌ছি sir···

সেন সাহেব। কতদিন ?

পানওয়ালা। কি ?

সেন সাহেব। ডান হাতে মুখের উপর পান দুটো ধরে—বাঁ'হাতটা পকেটের ভেতর চালিয়ে দেওয়া—ব্যবসা ?

পানওয়ালা। কি বল্‌ছেন Sir।

সেন সাহেব। চুপ্—আমি সেন সাহেব !

পানওয়ালা। ওঃ—মাপ করবেন Sir—আমি আপনাকে চিন্‌তে পারিনি···

(পদধূলি লইয়া প্রস্থান)

(ভিখারীর প্রতি) দেখলি ? কেমন দু' হাতের ব্যবসা ফেঁদে নিয়েছে—ডান হাতে পান-বিক্রি। বাঁ হাতে পকেট-মারা !

ভিখারী। কিন্তু চুরি করা যে পাপ !

(সেন সাহেব পকেট হইতে একটা বোতল বাহির করিয়া মদ্যপান করিলেন)

সেন সাহেব। পাপ-পুণ্য—সবই আমার, এই বোতলের ভেতর ! একটু খাবি ?

ভিখারী। দাওনা বাবা ! বহুদিন খাইনি—ওই মদ খেয়েই তো পৈতৃক যা-কিছু সব উড়িয়ে দিইছি—এখন ভিক্ষে ছাড়া আর উপায় নেই···

সেন সাহেব। হা হা হা হা—তাই বল্—আয় দু'জনে বসি এখানে—

(মদ্যপান করিতে লাগিল)

মালতী। চলো, আমরা এখন বাড়ী যাই, সেন সাহেব এসেছেন, সৌমেনবাবুও আস্‌তে পারেন...

গজেন্দ্র। আসুক্ না। ভয় কি? আমরা তো চোর নই, স্বামীস্ত্রী! শালা বলে কিনা গলা-ধাক্কা দেবে। এমন শিক্ষা ওকে দেব যে, এই গজেন ঘোষ লোকটাকে জীবনে ভুলবে না।

মালতী। সত্যিই কি ওর জেল হবে?

গজেন্দ্র। নিশ্চয়ই। তুমি যদি সাক্ষীর কাট গড়ায় দাঁড়িয়ে কেঁদে কেঁদে বল্‌তে পার, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে···

সেন সাহেব। (নিকটে আসিয়া) কিন্তু এই দরখাস্তখানা?

(ভিখারীর প্রস্থান)

গজেন্দ্র। কি দরখাস্ত?

সেন সাহেব। মালতী দেবী লিখ্‌ছেন—To the Secretary সেবিকাসঙ্ঘ! "অভাব অভিযোগের তাড়না সহ্য করতে না-পেরে—স্বেচ্ছায় ও স্বচ্ছন্দ-মনে যোগদান করিলাম।" ইতি—মালতী দেবী।

গজেন্দ্র। তাই নাকি? ওখানা দিন না আমাকে? আমার বড্ড উপকার হবে।

সেন সাহেব। দশটা টাকা দিন্—

(গজেন্দ্র দশ টাকা দিয়া কাগজখানা লইল)

মালতী। আপনি ওটা কোথায় পেলেন সেন সাহেব?

সেন সাহেব। তোমরা মামলা করছ—তোমাদের প্রয়োজন হতে পারে মনে করেই আপীস্ থেকে নিয়ে এসেছি···

গজেন্দ্র। আপনাকে ধন্যবাদ···

সেন সাহেব। ধন্যবাদটা আমার পাওনা নয় ঘোষমশাই! আমার পাওনা দশ টাকা, আমি পেয়েছি—Good night! (প্রস্থান)

গজেন্দ্র। আশ্চর্য্য লোক!

(সনৎ ও সৌমেনের প্রবেশ)

সৌমেন। এই যে মালতী! আজ দুদিন তোমার খোঁজই নেই? বাঃ—সে সেবিকাসঙ্ঘে আর যাবে না বুঝি?

গজেন্দ্র। আজ্ঞে না।

সৌমেন। ও—তাহ্‌লে এই ঘোষমশায়ের সঙ্গে তোমার সদ্‌ভাব হ'য়ে গেছে? তাই বলো···

গজেন্দ্র। কেন হবে না সেক্রেটারীবাবু? ধর্ম্মমতে বিবাহিতা পত্নী তো? এখন—কে কাকে গলা-ধাক্কা দেয়—তা' আদালতেই দেখা যাবে।

সৌমেন। সত্যিই আপনি 'কেস্' করবেন নাকি?

গজেন্দ্র। 'করবেন' নয় 'করেছেন'। কালই আপনাকে আদালতে গিয়ে জামীন দিতে হবে।

সৌমেন। মালতী?

মালতী। কি আর করবো বলুন—স্বামীর অনুরোধটা তো উপেক্ষা করতে পারছিনে!

গজেন্দ্র। চলো মালতী—ছ'টা পনেরো···

সৌমেন। সপরিবারে সিনেমায় যাবেন বুঝি?

গজেন্দ্র। আজ্ঞে হ্যাঁ! আপনাদের মত পরের পরিবার নিয়ে কোথায়ও যাওয়া তো অভ্যাস নেই···

সৌমেন। শুনুন গজেনবাবু! আদালতে গিয়ে মিছিমিছি কতগুলো অর্থ-ব্যয় করবেন না। আমার কাছে—সাবালিকা মালতী দেবীর স্বাক্ষরিত দরখাস্ত আছে।

গজেন্দ্র। বেশ তো, সে দরখাস্তখানা দাখিল করবেন আপনি— আপত্তি কি ? (উভয়ের প্রস্থান)

সৌমেন। হা হা হা হা—

সনৎ। উনিই বুঝি সেই মালতী দেবী ?

সৌমেন। হ্যাঁ। কী অপদার্থ এই মেয়েগুলো—আত্মসম্মান-বোধ যাদের নেই—তারা কি মানুষ ?

সনৎ। দেখো সৌমেন্! একটা বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমার মতের কোনো মিল নেই। তুমি বলো—End যদি সৎ হয়—Means অসৎ হলেও দোষ নেই। তা কি সত্যি ?

সৌমেন। ওসব গবেষণা এখন থাক্। তুমি কি করছ, তাই বলো।

সনৎ। শ্যামলীকে আরো কিছুদিন study করবো। তাকে আমার এত ভাল লাগ্ছে যে, তোমার ওসব কথা বিশ্বাস করতেই ইচ্ছে হচ্ছে না।

সৌমেন। তাই নাকি ? (হাসিল)

সনৎ। কিন্তু—বাবা মেয়েটিকে কেন এত বিশ্বাস করেছিলেন ? তাঁর বৈষয়িক বুদ্ধি তো তোমার-আমার চেয়ে কম ছিল না ?

সৌমেন। সে অনেক কথা। এখন তুমি একটা কাজ করো না ?

সনৎ। কি ?

সৌমেন। শ্যামলীকে বলো—ব্যাঙ্কের টাকাগুলি সব তোমার নামেই ট্রান্সফার করে দিতে…

সনৎ। সে তো প্রস্তুত।

সৌমেন। তুমিই বা অপ্রস্তুত কেন ?

সনৎ। টাকা আমার বাবা যাকে দিয়ে গেছেন—সেই ভোগ করবে —আমি কে ? আমার কি প্রয়োজন ?

সৌমেন। What a fool you are! অতগুলো টাকা হাতে পড়লে—যে কোনো মানুষের মাথা-খারাপ হ'য়ে যায়। আর শ্যামলীর মত একটা most ordinary flirt girl—সে কি ক'রে ঠিক থাকবে?

সনৎ। আচ্ছা সৌমেন! শ্যামলীর বিরুদ্ধে তুমি যা-কিছু বলো, তা' প্রমাণ করতে পার?

সৌমেন। নিশ্চয়ই পারি। চাও? প্রমাণ চাও? Very well, কাল বিকেলে পাঁচটায় আমার ওখানে নেমন্তন্ন রইলো তোমাদের, চা-খাবার। শ্যামলীকে সঙ্গে নিয়ে যেও···

সনৎ। আচ্ছা···

সৌমেন। শ্যামলী কি আসবে?

সনৎ। কেন আসবে না? আমি বললেই আসবে।

সৌমেন। হ্যাঁ, তা' আসতে পারে। আমার কাছে তোমাকে একলা ছেড়ে দিতে—তার সাহস হবে না···

(পিছনে মোটরের হর্ণ)

ওই যে শ্যামলী এসেছে।

(শ্যামলীর প্রবেশ)

শ্যামলী। এত রাত্তির পর্য্যন্ত—এখানে এসে ঠাণ্ডা লাগাচ্ছেন কেন স্বামীজী? চলুন—গাড়ী নিয়ে এসেছি···

সনৎ। হ্যাঁ চলো। আমার শরীরটা তত ভাল নেই, সৌমেন, আজ তা'হলে আসি...

উভয়ে চলিয়া গেল—সৌমেন একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল—
দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—

"আচ্ছা!" (অঞ্জলি একটু দূরে দাঁড়াইয়া ছিল—কাছে আসিল)

সৌমেন। এসো অঞ্জলি, তোমার কথাই ভাবছিলাম।

অঞ্জলি। (হাসিয়া) তাই নাকি? কি সৌভাগ্য আমার···

সৌমেন। হ্যাঁ, সৌভাগ্যই বটে। শোনো! তোমাকেই আমি বিবাহ করবো, তবে তুমি তো জানো শ্যামলীকে আমি অত্যন্ত ভালবাসি?

অঞ্জলি। হ্যাঁ জানি।

সৌমেন। শ্যামলী যতদিন বেঁচে থাক্‌বে, ততদিন তোমাকে ভালবাস্‌তে পারা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

অঞ্জলি। তাও জানি।

সৌমেন। শ্যামলী আর সনৎ কাল আমার এখানে চা খেতে আস্‌বে। তুমি তাদের চা-পরিবেশন করবে। একটা কাপে একটা ওষুধ মিশিয়ে এনে দেবে আমার হাতে—আমি দেব শ্যামলীকে। সে খাবে। আমাদের মিলনের পথ পরিস্কার হ'য়ে যাবে।

অঞ্জলি। আমার মাথা ঘুরছে।

সৌমেন। বসো এখানে। আমার কোলের উপর মাথাটা রাখো। ভাবো—নিজের সুখের পথ নিজেই তৈরী করে না-নিলে, কেউ কখনো সুখী হতে পারে না। শ্যামলীকে সরিয়ে দিতেই হবে—পারবে না? বলো, পারবে না? অঞ্জলি! একি—ঘুমিয়ে পড়েছ?

অঞ্জলি। (চম্‌কিয়া) হ্যাঁ বড্ড ঘুম পেয়েছিল। তোমার কোলে মাথা রেখেছি—এ যে আমামার কি শান্তি—তা' তুমি বুঝ্‌বে না। ওগো! তুমি আমাকে পাগল করেছে—পাগল করছে···(কাঁদিল)

সৌমেন। Nonsense! যা' জিজ্ঞেস্ করছি, তার উত্তর দাও···

অঞ্জলি। চোখ রাঙিও না। আমার বড্ড ভয় করে। তেমনি মিষ্টি করে কথা বলো। তুমি যা' বল্‌বে—আমি তাই করবো। আমি কি পারি তোমার অবাধ্য হতে?

সৌমেন। হ্যাঁ, ঠিক থাকে যেন…

অঞ্জলি। বড্ড মাথা ঘুরছে—তোমার যদি কষ্ট না হয়—আবার আমাকে একটু…

সৌমেন। কিসের কষ্ট? তোমাকে আজ আমার খুব ভালো লাগ্ছে—ঘুমোও। আমি তোমার কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি…

(কপালে হাত বুলাইল, কিন্তু মুখে অত্যন্ত বিরক্তির ভাব।)

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—সেবিকাসঙ্ঘের আপীস্

কাল—অপরাহ্ণ

দৃশ্য—মাধবী একাকী গান গাহিতেছিল

গান

কেন হৃদয় দ্বারে বারে বারে
আঘাত দিয়ে যাও?
ঘুমিয়ে যে জন আছে, তারে—
কেন গো জাগাও
চাই যা-কিছু স্বপন মাঝে—
রয়েছে মোর বুকের কাছে!
জাগরণে আর কি আছে—
আমায় দিতে চাও?
স্বপন কেন সুখের এতো—
বুঝি না তো তাও।

নয়ন বারি জাগরণে
ঝরবে আমার দু'নয়নে—
কাঁদিয়ে মোরে অকারণে
বলো, কি সুখ পাও ?

(দ্বিজবরের প্রবেশ)

দ্বিজবর। সঙ্গীতালাপ করছ ? বেশ, বেশ…

মাধবী। আপনি আবার এসেছেন এখানে ? শীগ্‌গীর চলে যান্…

দ্বিজবর। হেতু ?

মাধবী। সেক্রেটারীবাবুর সঙ্গে দেখা হ'লে তিনি আপনাকে নিশ্চয়ই অপমান করবেন।

দ্বিজবর। কে বল্‌লে ? অসম্ভব।

মাধবী। আপনি আমাকে নিতে পারবেন না, অথচ আমার টাকা নিতে পারবেন—এটা তিনি পছন্দ করেন না।

দ্বিজবর। তা'হলে তিনি নিতান্তই বালক ?

মাধবী। না, না, আপনি যান্—তাঁর আস্‌বার সময় হয়েছে।

দ্বিজবর। আমি যে অদ্য রজনী এখানেই অবস্থান করবো মনে করেছি—

মাধবী। কী সর্ব্বনাশ, আপনি কি বল্‌ছেন ?

দ্বিজবর। বিস্ময়ের বিষয়টা কি হলো ? তুমি যখন আমার শাস্ত্রমতে বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নী তখন সে-বিষয়ে কোনো আপত্তি উথাপন করা তো বিজ্ঞজনোচিত কার্য্য বলে—মনে হচ্ছে না !

(ব্যস্তভাবে গোবর্দ্ধনের প্রবেশ)

গোবর্দ্ধন। শীগ্‌গীর বেরিয়ে যান ঠাকুরমশাই। সাহেব আস্‌ছেন…

দ্বিজবর। কেন হে ? আমি কি তস্কর।

(সৌমেন ও সেন সাহেবের প্রবেশ)

সৌমেন। এই যে ঠাকুরমশাই, প্রণাম।

দ্বিজবর। কল্যাণমস্তু।

সৌমেন। আবার এখানে কি মনে করে ?

দ্বিজবর। আগামী কল্যই আমি দেশে প্রত্যাবর্তন করছি। তাই মনস্থ করেছি অদ্য রজনী এখানেই অবস্থান করবো। আমার সহধর্ম্মিণী যখন···

সৌমেন। এখানে অবস্থান করছেন। তাহলে মাধবী ! তোমার পরম গুরুকে ঘরে নিয়ে যাও—পরকালের কাজটা করো···

দ্বিজবর। নিশ্চয়ই। 'পতিরেকো গুরুস্ত্রীণাম্'। বুদ্ধিহীনা মাধবী বলছিল —আপনি নাকি আমাকে অপমান করবেন। হা হা হা হা—আপনি একজন উচ্চশিক্ষিত ভদ্রসন্তান—ইতিকর্ত্তব্য সম্বন্ধে আপনার কি কোন ত্রুটি হওয়া সম্ভব ?

সৌমেন। আজ্ঞে, নিশ্চয়ই নয় ! একটা ত্রুটির জন্য, পরম শ্রদ্ধাস্পদ গজেন্দ্র ঘোষ মহাশয় মাম্‌লা রুজু করেছেন—আবার।

সেন সাহেব। আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি।

(সেন সাহেব তাঁহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়াছিল—দ্বিজবর নাকে কাপড় দিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন)

দ্বিজবর। লোকটিকে যেন মদ্যপ বলে মনে হচ্ছে ?

সেন সাহেব। আজ্ঞে হ্যাঁ আমি একটু মদ্যপান করি—কিন্তু আপনি। দেখি হাতখানা (দেখিয়া) ও তাই বলুন—আসুন তা'হলে— উপস্থিত সঙ্গে নেই—কি আর করি বলুন—! ভদ্রতা রক্ষা হ'লো না—

(মাধবীর সঙ্গে দ্বিজবরের প্রস্থান)

দেখুন সৌমেনবাবু ! আপনার এই 'সেবিকাসঙ্ঘের নামটা পাল্‌টে দিন। লিখে রাখুন—"Universal Father-in-law's House."

সৌমেন। (হাসিয়া) ব্যাপারটা সেই রকমই দাঁড়িয়েছে···

সেন সাহেব। গলা ধাক্কা দিয়া তাড়িয়ে দিলেন না কেন?

সৌমেন। মাধবী তা'হলে কেঁদে ভাসাতো। তুমি কি মনে করো সেন সাহেব! এদেশের মেয়েগুলো রক্তমাংসের মানুষ! এই মাধবীর মনে কি এমন কোন চেতনা আছে, যাতে সে তার মনুষ্যত্বের দাবী বুঝতে পারে? পরকালের কথা ভাবতে ভাবতে মাধবী আজ ওর পদসেবা করবে! এমন একটা মেয়ে আজ পর্য্যন্ত আমার চোখে পড়লো না—যে তার স্বাধিকার বা স্বাতন্ত্র্যরক্ষার প্রবৃত্তি নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়।

(অঞ্জলির প্রবেশ)

অঞ্জলি। সত্যি সৌমেনদা! এদেশের মেয়েরা তা' চায় না। নারীর মূল্য স্বামীর সাহচর্য্যে—স্বাতন্ত্র্যে নয়। তাই তারা সতীত্ব ও পাতিব্রত্যের আদর্শকে অনেক বড় ব'লে জানে।

সেন সাহেব। তাই নাকি? হা হা হা হা—

অঞ্জলি। হাস্‌ছেন কেন সেন সাহেব?

সেন সাহেব। মাতালের হাসি কিনা, তাই একটু বে-ঘাটে পড়ে গেছে—ক্ষমা করবেন সাবিত্রী-ঠাকরুণ।

অঞ্জলি। আমি বিধবা ব'লে—আমাকে পরিহাস করেছেন।

সেন সাহেব। শোনো অঞ্জলি। অনধিকারচর্চ্চা আমি কখ্‌খনো করি না। নারীতত্ত্ব সম্বন্ধে আমার কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই—I am a poor vagabond, who lives upon the dregs of wine and browns of bread। এক কথায় যাকে বলে—A gingermerchant অর্থাৎ আদার-ব্যাপারী—

তবে, তোমার মুখে ও সতীত্ব ও পাতিব্রত্যের অহঙ্কারটা ভাল লাগলো না···

অঞ্জলি। কেন বলুন তো ?

সেন সাহেব। তর্ক করবো না। Excuse me. ততক্ষণ এক গ্লাস মদ্যপান করলে, পরকালের কাজ হবে—Bloody swine tastes wine !

(মদ্যপান)

সৌমেন। তুমি এখন, এখান থেকে যাও অঞ্জলি—আমাদের কাজ আছে। (বিষণ্ণভাবে অঞ্জলির প্রস্থান)

(সৌমেন দরজাটা বন্ধ করিয়া আসিল)

তারপর তোমাকে যে কথা বল্‌ছিলাম সেন সাহেব ?

সেন সাহেব। হ্যাঁ বলুন—Now I am perfectly in mood—সত্যিই কি শ্যামলী শেষে একটা সন্ন্যাসীর 'লাভে' পড়লো ?

সৌমেন। Yes, she is over head and ears। এতগুলো টাকা হাতে পেয়েও—সে আজ নিজেকে নৈবেদ্যের মতই সাজিয়ে দিতে চায় সেই সন্ন্যাসীর পায়ে। স্বাধিকারের ধারণা বা স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রবৃত্তি আজ আর তার ভেতর একটুও নেই। যেটুকু গড়ে তুলেছিলাম—তাও শেষ হয়ে গেছে।

সেন সাহেব। তা'হলে এসব ঝঞ্ঝাটে আর প্রয়োজন কি ? তুলে দিন্ এ সেবিকাসঙ্ঘ—কাল থেকে খুলে দিন্ এখানে একটা 'বিশ্বভারতী প্রজাপতি-আপীস'। পল্লী অঞ্চল থেকে কুড়িয়ে আনুন হাজার হাজার রং-বেরংয়ের 'প্রজাপতি'—তার পর তাদের উড়িয়ে দিন্ এই সহরের আকাশে, বাতাসে, অলিতে, গলিতে, আর সঙ্গে সঙ্গে ট্রামে-বাসে চলিতে চলিতে 'লাভে' পড়ুক—যত অকালপক্ক বালক-

বালিকারা! Ambulanceএর activity বেড়ে যাক—দেশের প্রকৃত কল্যাণ হোক্...

সৌমেন। বকামো ক'রো না, শোনো। একটা clear conviction নিয়ে যে কাজ সুরু করেছি, তার হাল ছেড়ে সরে দাঁড়াবার মত কাপুরুষতা আ মার নেই। হয় ভাস্‌বো, আর না হয় ডুব্‌বো—তার বেশী আর কি হবে?

সেন সাহেব। কিন্তু আপনার এ Establishment চল্‌বে কি করে?

সৌমেন। শুধু কি এই একটা? বাংলার প্রতি জেলায় গড়ে তুল্‌বো আমার এই সেবিকাসঙ্ঘ! যেখানে দাঁড়িয়ে বাংলার প্রত্যেক নির্য্যাতিতা মেয়ে বল্‌তে শিখ্‌বে—I must have my economic salvation!

সেন সাহেব। মদ্ খান্ না বটে—কিন্তু মাত্‌লামিতে আপনি আমার গুরুদেব!

সৌমেন। শোনো সেন সাহেব—আজই একটু Potasium Cyanide এনে দিতে হবে আমাকে···

সেন সাহেব। কী সর্ব্বনাশ! কেন বলুন তো?

সৌমেন। আমি সনৎকে remove করবো, তা'হলেই পাবো শ্যামলীকে আর তার সঙ্গে—ন'লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা!

সেন সাহেব। কিন্তু পুলিশ-হাঙ্গামায় পড়বেন যে—সাম্‌লাবেন কি করে?

সৌমেন। খুব চমৎকার একটা মতলব বাত্‌লেছি···

সেন সাহেব। কি?

সৌমেন। তুমি জানো অঞ্জলি is very jealous of Shyamali! অঞ্জলি রাজী হয়েছে—শ্যামলীকে বিষ দিতে। আমি সেটা কৌশলে দেব সনৎকে। সনতের মৃত্যু আর অঞ্জলির ফাঁসি! এক ঢিলেই

দুই পাখী মরবে। I am really very tied of that unreasonable bitch.

সেন সাহেব। But innocent Swamiji !

সৌমেন। বল্‌তে পার মিঃ সেন—সনতের বেঁচে থাকার প্রয়োজন কি ? সন্ন্যাসের কি কোন মানে হয় ? রক্তমাংসের উত্তেজনা যার নেই শুধু নিবৃত্তি ছাড়া, প্রবৃত্তির প্রেরণাকে যে অস্বীকার করে—সে তো dead ! তাকে remove করলে যদি কোনো পাপ হয়, তাহলে dead body গুলো পুড়িয়ে ফেলাও পাপ !

সেন সাহেব। হাহাহাহা—very nice argument !

সৌমেন। Certainly, Is he not a dog in the manger ? এই পৃথিবীর সুখভোগ যে চায় না, সে কেন ন' লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা অধিকার ক'রে ব'সে থাকে ? আমার উদ্দেশ্য যখন সৎ তখন আমি কেন ভয় করবো ? No risk, no gain !

সেন সাহেব। তা'তো বটেই—আচ্ছা—Potasiumটা কখন চাই বলুন তো ?

সৌমেন। এখুনি। (ঘড়ি দেখিয়া) এখন সাড়ে চার—পাঁচটার ভেতর তারা আস্‌বে।

সেন সাহেব। দিন্ দশ টাকা...

সৌমেন। সকালে তো দশ টাকা দিয়েছিলাম ?

সেন সাহেব। দেখুন যাঁরা একটু মগ্যপান করেন, তাঁদের টাকা-পয়সার হিসেব থাকে, কোম্পানীর ঘরে।

সৌমেন। এত বেশী মদ খেয়ো না, মিঃ সেন।

সেন সাহেব। আচ্ছা, আমাকে কখনো মাত্‌লামো করতে দেখেছেন ? বোতলের পর বোতল চালিয়ে দেখছি—আমার পা টলে না, বা

মুখে কোন বেফাঁস কথা বেরোয় না। যত টান্‌বো ততই Sobre and sound—gentle and judicious !

সৌমেন। এই নাও—শীগ্‌গীর এসো কিন্তু…(টাকা দিল)

সেন সাহেব। Yes, ten-minutes my boss… (প্রস্থান)

(সৌমেন কলিংবেল টিপিল—গোবর্দ্ধনের প্রবেশ)

সৌমেন। অঞ্জলিকে ডেকে দে— (গোবর্দ্ধনের প্রস্থান)

(ফোন ধরিল) South 19264, Hallo, কে, শ্যামলী ? তুমি কি আমার সঙ্গে কথা বল্‌বে ? আমি সৌমেন—না, না, কেটে দিও না, সনৎকে একবার ডেকে দাও…দেবে না !…কেন ? সে তোমার কে ?…Nonsense ! দেখো শ্যামলী, you are going too far—just beware of the fall !…ঝগড়া করতে চাই না। সনৎকে নিয়ে আসছ কিনা বলো ?…হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই প্রমাণ করবো !…সত্যি বলো তো শ্যামলী ! তুমি একদিন আমাকে ভাল বাস্‌তে কি না ?…Are you not faithless to me ?…বেশ, এসো —Good bye— (ফোন রাখিল)

এসো অঞ্জলি ! আজ তোমাকে আমায় বড্ড ভাল লাগ্‌ছে—you are an angel, beautiful and devine !

অঞ্জলি। অতো বেশী বলো না—আমার বুকের ভেতর কেঁপে ওঠে ! হাতখানা ধরে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ—জানি না, স্বর্গে কি নরকে বুঝতে পারছি না ! তবু যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে যাওয়ার আনন্দই আজ আমার কাছে বড় হ'য়ে উঠছে। পা চল্‌ছে না, তবু আমি চল্‌ছি—

সৌমেন। Don't be nervous my darling ! No risk—no

gain ! শ্যামলীকে সরিয়ে দেওয়ার পরেই হবে—তোমার আর আমার পূর্ণ-মিলন !

অঞ্জলি। শ্যামলীই আমার পথের কাঁটা তা' জানি—কিন্তু—

সৌমেন। কিন্তু কি ?

অঞ্জলি। না না, পারবো, নিশ্চয়ই পারবো। তোমার আদেশ—তোমার পায়ের ধূলো ·· (প্রণাম করিল)

(সেন সাহেবের প্রবেশ)

সেন সাহেব। এই নিন ! kindly আর দশটা টাকা !

সৌমেন। আবার ?

সেন সাহেব। পথে যাচ্ছিলাম—দেখি একটা লোক দু'দিন অনাহারে পড়ে আছে—হঠাৎ বুকের ভেতর ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগলো, জীবাত্মা চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লো—টাকা-দশটা তাকেই দিয়ে দিলাম।

সৌমেন। Nonsense !

সেন সাহেব। শুনুন সৌমেনবাবু ? আমার বাবা জীবন ভরে ডার্বির টিকিট কিনেছেন—কোনদিন কোন প্রাইজ পান্‌নি। শুধু টিকিটের মূল্যটা ব্যাঙ্কে রাখ্‌লে—একটা প্রাইজের চেয়ে ঢের বেশী হতো ! কিন্তু আপনার ন' লক্ষ পাঁচাত্তর হাজার is as sure as this empty bottle !

সৌমেন। তুমি বড্ড বাড়াবাড়ী করছ মিঃ সেন !

সেন সাহেব। দেখুন—An empty bottle sounds much ! ছটাকীরাই বেশী বক্‌বক্ করে—পূর্ণ করুন—শব্দ হবে না।

সৌমেন। আচ্ছা সেন সাহেব ! আমার ফাইল থেকে···মালতীর agreementখানা কে নিয়েছে বলতে পার ?

সেন সাহেব। হ্যাঁ, আপনার অঞ্জলি নিয়েছেন এবং মালতীকে দিয়েছেন —তা' আমি জানি···

(ক্রুদ্ধভাবে অঞ্জলির প্রবেশ)

অঞ্জলি। আমি নিয়েছি ?

সেন সাহেব। তা'ছাড়া আর কে নেবে ? "অঞ্জলি"—মালতী—খেন্তি—মাধবী-শ্যামলীস্তথা ! পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যং সেবিকাসঙ্ঘ বাসিন্যঃ !" এখানে আর কে আছে ? আর কে নিতে পারে ?

সৌমেন। আচ্ছা, এই নাও টাকা—এসো এখন···(টাকা দিল)

সেন সাহেব। I wish you success my most revered boss ! Good night ! (প্রস্থান)

সৌমেন। শোনো অঞ্জলি ! একটা শ্বেত পাথরের কাপ এনে রেখেছি—দেখেছ ?

অঞ্জলি। হ্যাঁ।

সৌমেন। তার ভেতর এই গুঁড়োটা মিশিয়ে এনে, আমার হাতে দেবে। অন্য কোনো কাপে দিও না। কিন্তু···

অঞ্জলি। আচ্ছা— (বিষ লইল)

সৌমেন। যাও এখন সব ready করে রাখো—এখুনি এসে পৌছবে তারা। (অঞ্জলির প্রস্থান)

(মাধবীর প্রবেশ)

মাধবী। দয়া ক'রে আমাকে পাঁচটা টাকা দিন···

সৌমেন। কেন ?

মাধবী। আমর স্বামীকে দেবো···

সৌমেন। এই যে পরশু পাঁচ টাকা দিলে ?

মাধবী। তা' নাকি গুণ্ডারা কেড়ে নিয়ে গেছে।

সৌমেন। মিছে কথা, তোমার স্বামী একটা জোচ্চোর!···বাঃ কেঁদে ফেল্‌লে?

মাধবী। পূর্ব্বজন্মের কোন্ কর্ম্মফলে—এ শাস্তি হয়েছে জানি না। আবার এ জন্মে যদি···

সৌমেন। Nonsense! Hang your পূর্ব্বজন্ম আর পরজন্ম। নিজের দুঃখের বোঝাটা নিজেই তৈরি করে নিচ্ছ, আবার নিজেই তার তলে মাথাটা রেখে হাপুস নয়নে কাঁদছ? আশ্চর্য্য! কিন্তু মাধবী! কোনো সভ্য-দেশের মেয়েরা এ ভাবে কাঁদে না।

(সনৎ ও শ্যামলীর প্রবেশ)

এই যে সনৎ! এসো, এসো—আচ্ছা এ সম্বন্ধে তোমার মত কি?

সনৎ। কোন সম্বন্ধে?

সৌমেন। বসো বল্‌ছি। অঞ্জলি! এঁরা এসেছেন, চা তৈরি কর··· শোন সনৎ, এই মাধবী মেয়েটি একটি বাহাত্তুরে বুড়োর বৌ! এ জন্মে ইনি সেই বুড়োর পদসেবা ক'রে ধন্য হ'তে চান—কারণ পরজন্মে আবার তাঁরই দাসী হবার সৌভাগ্য লাভ করবেন। সতীধর্ম্মের জয়ধ্বজা উড়বে! (মাধবীর প্রস্থান)

সনৎ। কারো ধর্ম্মবিশ্বাসকে ওভাবে পরিহাস ক'রো না সৌমেন! জগতে এখন বহু রকম isms-এর লড়াই চল্‌ছে—সত্যি যে কি তা ঠিক সাব্যস্ত হয়নি।

সৌমেন। তোমাদের জন্মান্তরবাদ যে একটা Colossal hoax সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

সনৎ। তোমার কাছে। কারণ, তোমরা জড়বাদী—Marxist.

সৌমেন। তোমাকে একটা সোজা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই সনৎ— মেয়েরা কি মানুষ নয়?

সনৎ। (হাসিয়া) কে অস্বীকার করছে ?

সৌমেন। এই জন্মান্তরবাদের ধাপ্পা দিয়ে, মাধবীর মনুষ্যত্বকেই অস্বীকার করছে—তোমার সমাজ! কী নীচ স্বার্থবুদ্ধি!

সনৎ। মাধবীর জন্যে তোমার এত দরদ কেন সৌমেন ?

সৌমেন। মানুষের অধিকার মানুষকে দিতেই হবে।

সনৎ। তা'হলে তোমার ওই মানবপ্রীতির মধ্যেও রয়েছে স্বার্থবুদ্ধি! তুমি একটা পিঁজ্‌রেপোলের সেক্রেটারী না হ'য়ে, হয়েছ এই সেবিকাসঙ্ঘের! কেন ? এও কি তোমার স্বার্থবুদ্ধি নয় ?

(শ্যামলী ভিতরে যাইতেছিল)

সৌমেন। কোথায় যাচ্ছ শ্যামলী ?

শ্যামলী। অঞ্জলিকে একটা কথা বলে আসি…

সৌমেন। (একটু চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, যাও। শোনো সনৎ! সে স্বার্থবুদ্ধি আমার আছে। আমি চাই—এই ভারতে এমন একটা জাতীয়তার উদ্বোধন—যার ফলে, ভারতবাসীদেরও আসন নির্দ্দিষ্ট হবে বিশ্বের দরবারে। আমাদের লজ্জা, আমাদের সঙ্কোচ, আমাদের ভয়—পদে পদে আমাদের বিধি ও নিষেধের নিগড়! কেন ? কেন আজ আমরা অপাংক্তেয় হয়ে রয়েছি, মানুষ নামেরও অযোগ্য হয়ে পড়েছি ? জাতীয়-শক্তির উৎস-মুখ নারীকে রেখেছি—অবরুদ্ধ করে! পুরুষের ভোগবিলাসের উপকরণ করে! নারী যেখানে পুরুষের দাসী—দাসত্বের শৃঙ্খল সেখানে স্থায়ী বন্ধনের কারণ হয়ে থাকে।

সনৎ। সত্যি সৌমেন, তোর এই দেশ-প্রেমকে আমি চিরদিনই শ্রদ্ধা করি। তাই তোর সব কাজেই আমার সহানুভূতি আছে। কিন্তু ভাই আমার একটা অনুরোধ রাখিস্—ভগবানকে কখনো অস্বীকার

করিস্ না। তাঁর অনুগ্রহ ছাড়া কোনো সাধনাতেই সিদ্ধি হ'তে পারে না।

সৌমেন। Hang your ভগবান্! ভগবান এলেই, তার সঙ্গে আসে— ধর্ম্মের ভণ্ডামি আর সংস্কারের হীনতা। মার্কস বা লেলিন্ তোমাদের মত গেরুয়া পর্তেন না।

(শ্যামলীর প্রবেশ)

শ্যামলী। বাইরের পোষাক দিয়ে মানুষকে বিচার করা যায় না সৌমেনবাবু! সে কথাটা খুব সত্যি···

সৌমেন। নিশ্চয়ই। বিচারকের একটু বুদ্ধি থাকা চাই বৈকি!

সনৎ। থাক্, থাক্, তোমাদের তকটা বড় ব্যক্তিগত হয়ে উঠ্ছে। ঐ যে– চা এসছে···

(অঞ্জলি তিন কাপ চা লইয়া আসিল)

আমি তো তোমাদের ও চিনেমাটির কাপে চা খাব না সৌমেন! ও বিষয়ে আমার একটু গোঁড়ামি আছে।

সৌমেন। তা' আমি জানি। তাইতো তোমার জন্যে এনেছি এই শ্বেতপাথরের···

(শ্বেতপাথরের কাপটা তাহার হাতে দিতে গেল—
অঞ্জলি হাত চাপিয়া ধরিল)

আঃ! হাত ছেড়ে দাও অঞ্জলি···

অঞ্জলি। না, না, ও কাপটা স্বামীজীর নয়, শ্যামলীর।

সনৎ। না, ওটা আমাকেই দিন্—শ্যামলী তো সৌমেনের মতই সংস্কার-মুক্ত! যে-কোনো কাপেই চল্বে ওর—কি বলো শ্যামলী?

(অঞ্জলি অস্থির হইল। তাহা দেখিয়া শ্যামলী সনতের নিকট
হইতে কাপটা আনিয়া নিজের কাছে রাখিল)

সনৎ। ওকি শ্যামলী?

শ্যামলী। এ কাপের চা আপনি খেতে পাবেন না স্বামীজি!

সনৎ। কেন?

সৌমেন। তুমি কি কিছু সন্দেহ করছ? না, না, কিচ্ছু নেই ও কাপে—সনৎকে দাও···

শ্যামলী। তাহ'লে আপনিই খেয়ে প্রমাণ করুন যে, কিচ্ছু নেই। করবেন?

সৌমেন। হা হা হা হা! সত্যি সনৎ—শ্যামলী তোকে অত্যন্ত ভালো বেসে ফেলেছে দেখ্ছি—তোমাদের এ ভালবাসা অক্ষয় হোক—দাও শ্যামলী, কাপটা আমাকেই দাও।

সনৎ। ও কাপে কি আছে শ্যামলী?

শ্যামলী। বিষ আছে···

সনৎ ও সৌমেন। বিষ!

শ্যামলী। হ্যাঁ বিষ, নতুবা অঞ্জলির চোখে-মুখে এত যন্ত্রণার রেখা ফুটে উঠ্তো না···

সৌমেন। সত্যিই যদি এ কাপে বিষ থাকে তাহলে তা' তুমিই দিয়েছ শ্যামলী, আমাকে খুন করতে। এই বিষ দেবার জন্যেই বুঝি ভিতরে গিয়েছিলে?

অঞ্জলি। এ চা আমি ফেলে দিয়ে আসি···

(অঞ্জলি চা লইয়া চলিয়া গেল।)

সৌমেন। না, তার আগে আমি জান্তে চাই—কে দিয়েছে ওই বিষ? আমি ত ভিতরে যাইনি? শ্যামলী গিয়েছিল। বলো অঞ্জলি—কে দিয়েছে?—শ্যামলী? বলো বলো···

অঞ্জলি। হ্যাঁ—আমি এ চা ফেলে দিয়ে আসি—

সনৎ। ছি ছি শ্যামলী, সৌমেনকে তুমি বিষ খাইয়ে মারতে চাও?

শ্যামলী। না, না, আমি কিছুই জানি না।

সৌমেন। নিশ্চয়ই জানো—আমি যে তোমার সুখের পথের কণ্টক! তুমি যে কে—তাতো আমি ছাড়া আর কেউ জানে না! তাই আমাকে সরিয়ে দিয়ে সনৎকে নিয়ে সুখের বাসর সাজাতে চাও?

শ্যমলী। সৌনেবাবু! অঞ্জলিকে ডাকুন আমি তার কাছেই শুনবো ও বিষ কে দিয়েছে···

গোবর্দ্ধন—(অন্তরালে) বাবু, বাবু, শীগ্‌গীর আসুন!

(সৌমেন ভিতরে গেল)

সনৎ। শ্যামলী তুমি এত নীচ?

শ্যামলী। না না স্বামীজী! আপনি বিশ্বাস করুন আমি বিষ দিইনি···

(সৌমেনের প্রবেশ)

সৌমেন। Anjali is no more···

শ্যামলী। অ্যাঁ, মরে গেছে?

সৌমেন। It is a deadly poison!

সনৎ। এ বীভৎস হত্যাকাণ্ডের মধ্যে আমি আর থাক্‌বো না সৌমেন! শ্যামলী যে এত হীন, এত নীচ, তা' আমি এতদিন বুঝতে পারি নি—

সৌমেন। আজ বুঝেছ?

সনৎ। হ্যাঁ বুঝেছি—আমি এখন আসি··· (প্রস্থান)

শ্যামলী। স্বামীজী! স্বামীজী!

সৌমেন। (হাত টানিয়া ধরিল) কোথা যাও?

শ্যামলী। স্বামীজী যে চলে গেলেন···

সৌমেন। যাবেই তো—

শ্যামলী। অঞ্জলি কি সত্যিই আর বাঁচ্‌বে না?

সৌমেন। বল্‌ছি দাঁড়াও— (দরজাটা বন্ধ করিয়া আসিল)

শ্যামলী। বলুন সৌমেনবাবু! অঞ্জলি কি সত্যিই মরে গেছে?

সৌমেন। Yes my darling। It is Potasium Cyanide.

শ্যামলী। তা'হলে এ কাজ আপনার?

সৌমেন। Certainly.

শ্যামলী। কী ভয়ানক লোক আপনি?

সৌমেন। তা কি আজ বুঝ্‌লে? দেখো আমার Calculation কতো ঠিক। আমি ঠিকই বুঝেছিলাম—সনৎ বা অঞ্জলি একজন আজ মরবে, আর একজন পালাবে। অঞ্জলি মরেছে—সনৎ পালিয়েছে। তোমার আর আমার মাঝখানে আজ আর কেউ নেই···

শ্যামলী। সামান্য ন'লাখ টাকার জন্যে···

সৌমেন। ন'লাখ টাকা সামান্য? হা হা হা ন'লাখ টাকা হাতে পেলে এই বাংলা দেশে নারীজাগরণের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করবো আমি, মাত্র ন'মাসে।

শ্যামলী। এই পৈশাচিক নারীহত্যার নাম নারী-জাগরণ!

সৌমেন। ধর্ম্মের নামে, নীতি ও শৃঙ্খলার নামে—নারীসমাজের উপর যে নির্য্যাতন চলছে—তার প্রতীকারের জন্যে—যদি প্রয়োজন হয়—আরো দু'একটা হত্যা করবো—

শ্যামলী। এখুনি আমি পুলিশে খবর দেব···

সৌমেন। Here it is—"আমি স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা করিয়াছি। আমার মৃত্যুর জন্যে কেহই দায়ী নহেন।" অঞ্জলি লিখেছে। আর সত্যিই যদি কাউকে দায়ী হতে হয়—তাহলে তো তুমিই হবে শ্যামলী? অঞ্জলি dying declaration দিয়ে গেছে—সাক্ষী গোবর্দ্ধন।

শ্যামলী। অঞ্জলিকে হত্যা ক'রে—আমাকে বিপন্ন ক'রে আপনি বুঝি মনে ভেবেছেন—টাকাগুলো হবে আপনার ?

(সৌমেন কলিং বেল টিপিল—দরজা খুলিল—গোবর্দ্ধনের প্রবেশ)

সাইন বোর্ডটা নি' আয়।

শ্যামলী। কি সাইন-বোর্ড ?

সৌমেন। কাল থেকে যা টাঙান হবে—সদর দরজায়।

(গোবর্দ্ধন একটা সাইনবোর্ড লইয়া আসিল—তাহাতে লেখা ছিল)

"শ্যামলী সেবিকাসঙ্ঘ"

শ্যামলী। এর অর্থ কি ?

সৌমেন। শোন শ্যামলী। আমি তোমাকে ভালবাসি। অত্যন্ত—ভালবাসি। তোমার শিক্ষা, তোমার বুদ্ধি, তোমার সাহস আমাকে মুগ্ধ করেছে। এ কথা আজ আর আমি অস্বীকার করবো না—You are a type—a very rare type of modern Bengal। কিন্তু—আমি বিস্মিত হ'য়ে যাই—যখনি ভাবি, সনতের মত একটা অপদার্থকে তুমি ভালবাসো। সে কি তোমার মূল্য বোঝে ?

শ্যামলী। সৌমেনবাবু। আমি—আমি—

সৌমেন (বাধা দিয়া) শোন—শ্যামলী। সত্যি আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমি যেদিন তোমার দাদার সহস্র বাধা অগ্রাহ্য ক'রে—আমার সঙ্গে চলে এসেছিলে, সেদিন তোমার Courage of Conviction and firmness of resolution দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। সত্যিই তুমি অত্যন্ত uncommon ! তোমাকে partner of life করতে পারলে—আমি সুখী হবো—সনৎ হবে না।

শ্যামলী। কিন্তু আপনার প্রতি আমার শেষ শ্রদ্ধাটুকু যা'ছিল—তাও আপনি আজ নিঃশেষে নিঙ্ড়ে ফেলেছেন—সৌমেনবাবু। শুধু ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই নেই আপনার জন্যে।

সৌমেন। শ্যামলী!

(হাত ধরিল—শ্যামলী হাতছাড়াইয়া সরিয়া দাঁড়াইল)

মনে পড়ে শ্যামলী! এই সেবিকাসঙ্ঘের আপীসে বসে—একদিন দুইজনেই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—"জীবনে কখনো বিবাহ করবো না, বা ভালবাসার দুর্ব্বলতাকে স্বীকার করবো না।' আজ যদি তুমি সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করো—তাহ'লে—আমিই তোমাকে চাই—শ্যামলী! (শ্যামলী পিছাইয়া দাঁড়াইল)

শ্যামলী। Dont be unreasonable সৌমেনবাবু। ওই স্বামীজীই আমার স্বামী। আমি তাঁর সন্তানের মা।

সৌমেন। সন্তানের মা!

শ্যামলী। আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

সৌমেন। হা হা হা হা—স্বামীজী—সাধু, সন্ন্যাসী, মহাপুরুষ। আর আমি একটা murderer—তুমি তাকে ভালোবাসো, আর আমাকে করো ঘৃণা? হা হা হা হা—

(সেন সাহেবের প্রবেশ)

শুনেছ মিঃ সেন! এই শ্যামলী নাকি সন্তানের মা! সনৎ চরিত্রবান—আর আমি লম্পট! হা হা হা হা—

সেন সাহেব। Kindly আর দশটা টাকা!

সৌমেন। Nonsense! get out···

সেন সাহেব। Get...out—হা হা হা—Kindly take a glass of wine! and get me in!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—শ্যালীর কক্ষ

কাল—সন্ধ্যা

দৃশ্য—শ্যামলী একাকী বসিয়া গাহিতেছিল।

গান

এ পথে গেছ তুমি, রাখি যে পদধূলি—
যতনে চুমি তারে, এ শিরে লব তুলি।
সরমে যে কথাটি কহিতে গেছে বেধে—
আজি এ নিরজনে গাহিব কেঁদে কেঁদে!
আঁধারে জাগি রাতি, নিবায়ে রাখি বাতি
তোমারে ভাবি মনে, আমারে যাব ভুলি।
শারদে ছায়াপথে, চলিব মনোরথে—
হাসিবে দেখি মোরে নীরবে তারাগুলি।
তবুও তব তরে আমার এ দুটি আঁখি
ঝরিবে ঝর ঝর ডাকিবে বন পাখী!
বিরহ ব্যথা মন—বাজিবে শেল সম—
চাঁদনী মেঘসনে করিবে কোলাকুলি।

(শ্যামলীর দাদা সুধাংশুর প্রবেশ)

শ্যামলী। এসো দাদা, চাকরী-বাকরীর কোনো সন্ধান পেলে?

সুধাংশু। নাঃ।

শ্যামলী। তা'হলে কি করবে?

সুধাংশু। তুই যদি খেতে না দিস্ উপবাস করবো…

শ্যামলী। না, না, তা' বলছি না!

সুধাংশু। তবে আর কি বলছিস্? যার বোনের ব্যাঙ্কে রয়েছে ন'লাখ টাকা—সে কেন পড়ে থাক্‌বে সেই বার্ম্মা-মুলুকে?

শ্যামলী। আমার কথাটা তুমি ঠিক বুঝ্‌তে পারছ না!

সুধাংশু। খুব বুঝ্‌তে পারছি? কিন্তু শ্যামলী! আমি তো এখনো বে'থা করিনি? একা আমাকে দুটো খেতে-পরতে দিলে কি তোর টাকাগুলো সব ফুরিয়ে যাবে?

শ্যামলী। সে টাকা তো আমার নয় দাদা?

(বিরূপাক্ষের প্রবেশ)

সুধাংশু। তবে কার?

শ্যামলী। স্বামীজির।

সুধাংশু। দলিলটা আমি দেখেছি—It is an unconditional gift.

শ্যামলী। রায়বাহাদুরকে আমি কথা দিয়েছিলাম, সবই তার ছেলেকে ফিরিয়ে দেব।

বিরূপাক্ষ। তুমি ভুল করছ দিদিমণি, সনৎ আর আস্‌বে না এখানে।

শ্যামলী। তা' কি করে জান্‌লে? তুমি কি একবার দেখা করেছ তার সঙ্গে?

বিরূপাক্ষ। একবার নয়—পাঁচবার। হাতে ধরেছি, পায়ে ধরেছি, কিছুতেই সে আর আস্‌বে না। কাল তোমার দাদাকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম একবার।

শ্যামলী। তাই নাকি? কি বল্‌লেন তিনি?

বিরূপাক্ষ। শোনো তোমার দাদার কাছে…

(শ্যামলী সুধাংশুর দিকে চাহিল)

সুধাংশু। বল্লেন—তুমি অতি হীন, অতি নীচ, একটা খুনে মেয়ে। তোমার ছায়া মাড়ালেও পাপ হয়। তবে হ্যাঁ, তিনি আর একটা কথাও বলেছেন।

শ্যামলী। কি ?

সুধাংশু। দাবীদাওয়া সব ত্যাগ করে, তুমি যদি এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাও—তাহলে বোধ হয় আসতেও পারেন এখানে। হয়তো একটা বিয়ে করে—সংসারী হতেও আপত্তি নেই তাঁর।

শ্যামলী। তাই নাকি ? তাহলে তুমি যাও বিরূপাক্ষদা, আজই তাকে এখানে নিয়ে এসো।

সুধাংশু। তুই কোথায় যাবি ?

শ্যামলী। তোমার সঙ্গে আবার সেই বার্ম্মায় ফিরে যাবো।

সুধাংশু। তা'তো বটেই। তা'হলে কেন সেই সৌমেনের সঙ্গে চলে এসেছিলি—তোর জন্যে আমি, আমার বন্ধুবান্ধবদের কাছে মুখ দেখাতে পারি না !

শ্যামলী। কেন ? আমি কি করেছি ? নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে, নিজের আত্মসম্মানের দাবী নিয়ে—যতদিন পারি বেঁচে থাক্‌বো ! তারপর মৃত্যু দিয়েও কি সে কলঙ্কের কালি মুছ্‌তে পারবো না ? (কাঁদিল)

সুধাংশু। কাঁদিস্‌নে। আমার একটা অনুরোধ রাখ্। এই বাড়ী আর—ন'লক্ষ টাকার দাবীটা আজ আর তুই ত্যাগ করিস্‌ না ! পথে গিয়ে বসিস্‌ না। ফুটপাতে যারা দাঁড়িয়ে থাকে—তারাই তো সহ্য করে মানুষের নির্দ্দয় সমালোচনা আর বিদ্রূপের হাসি। মোটর হাঁকিয়ে চলাফেরা করতে পারলে আর কেউ কিছু বল্‌বে না।

শ্যামলী। চুপ করো দাদা, প্রয়োজন হ'লে ফুটপাথে দাঁড়িয়েই আমি সব সহ্য করবো—তবু পরের মোটরে চড়বো না। তুমি যাও বিরূপাক্ষদা! স্বামীজীকে নিয়ে এসো। আজই আমি তাঁর যথাসর্ব্বস্ব তাঁকে ফিরিয়ে দেব।

বিরূপাক্ষ। তুমি কি বলছ দিদিমণি? সে এসেই তো তার টাকা-পয়সা সব পাঁচজনকে বিলিয়ে দেবে—আর এই বাড়ীটা লিখে দেবে সৌমেনকে।

শ্যামলী। তাঁর জিনিস তিনি যাকে ইচ্ছে—দিতে পারেন। আমি কেন বাধা দেব—কি প্রয়োজন আমার?

বিরূপাক্ষ। কিন্তু আমার বাবুর উদ্দেশ্য তো তা' ছিল না দিদিমণি, দানপত্তর তিনি সনতের নামে করেননি। আমাকে খুব স্পষ্টভাবেই বলে গেছেন—সনৎ যদি বিয়ে না করে না ক'রবে—তবু তুমিই থাকবে এ বাড়ীতে। তাইতো আজ কদিন ধরে আমি পাত্তর দেখ্ছি।

শ্যামলী। (হাসিয়া) তাই নাকি—পাত্তর দেখ্ছ?

বিরূপাক্ষ। দেখবো না? বাঃ ওই—সনতের চেয়েও ভাল পাত্তর দেখবো। আমার বাবু কি বলে গেছেন জান?

শ্যামলী। কি?

বিরূপাক্ষ। তোমার কোলেই আবার ফিরে আস্বেন তিনি—তোমাকেই মা বলে ডাকবেন। তুমিই যে ছিলে তার জন্ম-জন্মান্তরের মা?

(শ্যামলী অস্থিরতা প্রকাশ করিল)

ওকি তুমি অমন করছ কেন?

শ্যামলী। না, না, কিছু-না বিরূপাক্ষদা—তাঁর সে আকাঙ্ক্ষা যদি পূর্ণ

করতে হয়—তাহ'লে যে ভাবে হোক স্বামীজীকে ফিরিয়ে আনো—
নইলে মৃত্যু ছাড়া আমার আর কোনো উপায় নেই··· (প্রস্থান)

বিরূপাক্ষ। শুন্‌লেন সুধাংশুবাবু—আপনার বোনের কথা? এই অবস্থা বুঝে আমি আপনাকে 'তার' করেছিলাম, এখন আপনি যা হয় ব্যবস্থা করুন। যত শীগ্‌গীর পারেন, বিয়ে দিয়ে ফেলুন···

সুধাংশু। ছোটবেলা থেকেই ও ভায়ানক একরোকা—যা বল্‌বে তা করবেই। চোখ বুজে কারো গলায় মালা পরিয়ে দেবার মত মেয়ে তো ও নয়!

বিরূপাক্ষ। আমার মতলব শুনুন--ওকে নিয়ে রোজ লেকে বেড়াতে যান্‌—থিয়েটার বায়স্কোপ্‌ দেখান্‌—মাঝে মাঝে টি-পার্টি ক'রে আপনার বন্ধু-বান্ধবদের ডেকে আনুন—বয়সের মেয়ে তো? ক'দিন সাম্‌লে চলবে?

সুধাংশু। আজই তো আমার কয়েকজন বন্ধুবান্ধব আস্‌বে—এখানে আমার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে···

বিরূপাক্ষ। বেশ তো আসুক্‌ না। আমি চব্বিশ ঘণ্টাই চা-সিগারেটের ব্যবস্থা রাখবো। আমার ভয় হয় সুধাংশুবাবু! সেই পাজি সৌমেনের সঙ্গেই হয় তো কবে ওর বিয়ে হয়ে যাবে···

সুধাংশু। না তা' হবে না।

বিরূপাক্ষ। বলা যায় না। আমি শুনিছি—সে নাকি 'বশীকরণ মন্ত্র' জানে—মার্কিন মুলুক থেকে শিখে এসছে।

সুধাংশু। শ্যামলী সনৎকেই ভালবাসে।

বিরূপাক্ষ। রেখে দিন আপনাদের ওসব ভালবাসা, মন্দবাসার কথা। আপনার মত বয়স যখন আমার ছিল—তখন আমি মেয়েমানুষ

দেখ্লেই ভালবেসে ফেলতাম্—বিয়ে করবার জন্যে পাগল হয়ে উঠতাম। সেই ঘেন্নায়, জীবনে আর বিয়ে করলাম না।

(সৌমেনের প্রবেশ)

তুমি আবার এখানে কেন এসেছ সৌমেনবাবু ?

সৌমেন। দরকার আছে। তোমার দিদিমণি কোথায় ?

বিরূপাক্ষ। না, না, আমার দিদিমণির কাছে তোমার কোন দরকার নেই—তুমি—তুমি এখন যাও এখান থেকে।

সুধাংশু। সৌমেন !

সৌমেন। কে ? সুধাংশু ? বার্ম্মা থেকে কবে এলি ? ভাল আছিস্ ?

সুধাংশু। Scoundrel ! আমাকে মুখ দেখাতে লজ্জা করে না তোর ?

সৌমেন। কেন মিছেমিছি আমার উপর চট্ছিস্ ভাই ? তোর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল—তোর বোনের। তাই সে চলে এসেছিল আমার সঙ্গে। আমার অপরাধ কি ?

সুধাংশু। Rascal—বেরিয়ে যা এখান থেকে···

সৌমেন। মাথা গরম করিস্নে সুধাংশু, ভেবে দেখ্—শ্যামলীর তো কোনো ক্ষতি করিনি আমি ? আমার সঙ্গে এসেছিল বলেই—আজ সে ন'লাখ টাকার মালিক ! বাঙালী ছেলে-মেয়েদের জীবনে কোনো adventure নেই—romance নেই ! আছে শুধু একটা বিয়ে হওয়া আর একপাল ছেলেপিলের মা-বাপ হওয়া। তারপর অনাহার ও মৃত্যু ! বাস্ finish ! কেউ যদি সেই—গতানুগতিকের বাইরে এসে দাঁড়ায়—নিজের জীবনটাকে বৈচিত্র্যময় করে তোলে—ক্ষতি কি ?

বিরূপাক্ষ। দোহাই সৌমেনবাবু তোমার ও সাহেবী ঢং নিয়ে এ

বাড়ীতে আর—এসো না। আমাদের দিদিমণির কপালে আর আগুন জ্বেল না...

সৌমেন। তা'তো বটেই। কিন্তু—বিরূপাক্ষ? তোমার ও দিদিমণিটিকে কোথায় পেয়েছ? কে এনে দিয়েছে—এখানে?

সুধাংশু। সৌমেন! তুমি এখুনি বেরিয়ে যাও বল্‌ছি।

সৌমেন। শ্যামলীর কাছে আমার দরকার আছে।

সুধাংশু। Brute! আমি তোকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করবো—

(আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল)

সৌমেন। (পকেট হইতে একটা রিভলভার বাহির করিয়া) সাবধান্ সুধাংশু—Don't proceed further...

(শ্যামলীর প্রবেশ)

এই যে শ্যামলী! শীগ্‌গীর দু'হাজার টাকা দাও তো?

(শ্যামলী নির্ব্বাকভাবে একখানা চেক্ লিখিয়া সৌমেনের হাতে দিল)

Good night—সুধাংশু... (প্রস্থান)

সুধাংশু। কি আশ্চর্য্য! এই ভাবে রিভলভারের ভয় দেখিয়ে টাকা নিয়ে গেল?

শ্যামলী। আমি তো ভয় পেয়ে—টাকা দিই নি? ওটা যে Toy-revolver তা' আমি জানি।

সুধাংশু। Toy-revolver?

শ্যামলী। হ্যাঁ। সত্যি রিভলভার—একটা আমার কাছেই আছে—এই দেখো...(দেখাইল)

সুধাংশু। তবে তুই কেন টাকা দিলি?

শ্যামলী। স্বামীজির বন্ধু যে...

বিরূপাক্ষ। না, না দিদিমণি! তুমি ওই বদমায়েস্‌টাকে আর প্রশ্রয় দিও না।

শ্যামলী। তাহলে সেই সাধুপুরুষের আশ্রয়টুকু যাতে পাই—তার ব্যবস্থা করো··· (প্রস্থান)

বিরূপাক্ষ। শুন্‌লেন? দেখুন যে কি ভয়ানক বিপদ! দোহাই সুধাংশুবাবু! যে উপায় হোক, আপনার বোন্‌কে একটা বিয়ে দিন্—নইলে আমার বাবু স্বর্গে বসে কাঁদ্‌বেন। আপনার বোন্‌ই যে তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের মা!

(সুধাংশুর তিন বন্ধু বিহারী, বিপিন ও বিলাসের প্রবেশ)

বিহারী। Hallo সুধাংশু! তুই তো বার্ম্মা থেকে বেশ bloody হয়ে এসেছিস্?

সুধাংশু। ব'স্—ব'স্···

বিরূপাক্ষ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বসুন আপনারা। আমি চায়েব ব্যবস্থা করছি—সিগারেট আন্‌ছি— (প্রস্থান)

বিপিন। সত্যি বিহারী, এই শ্যামলী দেবী যে আমাদের সুধাংশুর বোন্—তা' আমি জান্‌তাম না।

বিলাস। What a magnetic personality! রায়বাহাদুর তাকে যথাসর্ব্বস্ব দান করেছেন। Really she reserves the gift.

বিহারী। শ্যামলীকে তুই চিনিস্ নাকি?

বিলাস। Certainly. She is most upto-date and cultured! রোজ বিকেলে রায়বাহাদুরের সঙ্গে—হাওয়া খেতে বেরুতেন—আর আমরা দূরে দাঁড়িয়ে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে···

(শ্যামলীর প্রবেশ)

শ্যামলী। দাদা, তুমি তোমার বন্ধুদের নিয়ে পাশের ঘরে যাও। সেখানে

চা দেওয়া হয়েছে—এখানে আমার একটু কাজ আছে।

সুধাংশু। ওরা যে এসেছে, তোর সঙ্গেই আলাপ পরিচয় করতে—

শ্যামলী। আমাকে ওঁরা সবাই—চেনেন।

বিহারী। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা' চিনি বৈকি····

শ্যামলী। উপস্থিত আমার জরুরী কাজটা সেরে নিই—তারপর আস্‌বেন।

বিলাস। ধন্যবাদ। চল্ সুধাংশু আমরা পাশের ঘরে যাই—চায়ের তেষ্টায় আমার গলাটা শুকিয়ে উঠেছে! (সকলের প্রস্থান)

শ্যামলী। (ফোন ধরিল) P. K. 23690 yes, Hallo! কে? সেন সাহেব? কই—আপনি তো আর এলেন না? আস্‌ছেন? কখন? এখুনি?—all right, thank you very much···

(ফোন রাখিল)

(বিরূপাক্ষের প্রবেশ)

বিরূপাক্ষ। দিদিমণি, ও ঘরে একবারটি যাও—ওঁরা রয়েছেন···

(মাথা চুলকাইল)

শ্যামলী। (বিরক্তভাবে) দেখো—বিরূপাক্ষদা। আমি তো ওদের তিন জনকেই একসঙ্গে বিয়ে করবো না! interviewএর নিয়ম হচ্ছে—one at a time—এক-এক-জন করে।

বিরূপাক্ষ। (লজ্জিতভাবে) না, না, আমি ঠিক তা বলছি না···

শ্যামলী। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি ঠিক তাই বল্‌ছো। যাও এখন—যাকে হয়, একজনকে পাঠিয়ে দাও। দেরি করো না, আমার অন্য কাজ আছে।

(রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে বিহারীর প্রবেশ ও তৎপূর্ব্বে—বিরূপাক্ষের প্রস্থান)

আসুন বিহারীবাবু বসুন—দেখুন আপনার সঙ্গে আমার বিয়েটা হতে পারে, বাধা নেই—তবে একটা কথা আছে।

বিহারী। (বিস্মিতভাবে) তুমি কি বল্‌ছ শ্যামলী ?

শ্যামলী। আপনি যে জন্যে এসেছেন সোজাসুজি তাই বলছি। হঠাৎ কতকগুলো টাকার মালিক হ'য়ে পড়েছি বলেই, আপনারা আমার প্রতি অত্যন্ত কৃপাবিষ্ট হয়ে উঠেছেন। তাই নয় কি বিহারীবাবু ?

বিহারী। না, না, তা ঠিক নয়—তা' ঠিক নয়…

শ্যামলী। কেন মিছে কথা বলেছেন ? আমি যতদিন সেবিকাসঙ্ঘে ছিলাম কই আপনারা কেউ তো জান্‌নি—সেখানে—আমার সঙ্গে একটু আলাপ-পরিচয় করতে ? পথে ঘাটে দেখে একটু হাসি-ঠাট্টা করেছেন মাত্তর। তাই নয় কি ?

বিহারী। না, না, না, আমাকে তুমি সেরূপ লোক মনে ক'রো না।

শ্যামলী। যাক্ সে কথা, উপস্থিত—আমার বিয়েটা যে খুব শীগগীর হওয়া দরকার তা' আমি বেশ বুঝতে পারছি—নতুবা আমার চা-সিগারেটের খরচ অত্যন্ত বেড়ে যাবে।

বিহারী। সত্যি শ্যামলী, ছোটবেলা থেকেই আমি তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসি।

শ্যামলী। মাপ করবেন বিহারীবাবু! I am awfully tired of that sacred instinct—colled love. কাজের কথা বলি শুনুন—I am a beggar girl! এই বাড়ী বা টাকা—কিছুই আমার নয়।

বিহারী। কিন্তু রায়বাহাদুরের giftটা তো শুনেছি—unconditional.

শ্যামলী। হ্যাঁ, কিন্তু মৃত্যুকালে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম—সবই তাঁর ছেলেকে ফিরিয়ে দেব।

বিহারী। That is verbal—কোনো document নেই তো তার।

শ্যামলী। (হাসিয়া) আচ্ছা বিহারীবাবু! আপনি তো এই মাত্তর বল্‌লেন—"ছোটবেলা থেকেই আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন!" কি document আছে তার?

বিহারী। Love জিনিষটা ঠিক—money-transaction নয় শ্যামলী!

শ্যামলী। Yes, something more than that। Life-transaction. আপনাকে ধন্যবাদ। আসুন আপনি···

বিহারী। শ্যামলী!

শ্যামলী। Don't be un-reasonable বিহারীবাবু। এখনো আমার দুটো—interview বাকি—আসুন—নমস্কার! (বিহারীর প্রস্থান)

(সেন সাহেবের প্রবেশ)

আসুন মিঃ সেন, চা খাবেন?

সেন সাহেব। না আমি চা খাই না। যা খাই তা আমার সঙ্গেই আছে। bloody swine, takes wine!

(অন্যদিক হইতে বিলাসের প্রবেশ)

শ্যামলী। Sorry বিলাসবাবু! I am already engaged—come to-morrow—নমস্কার! (বিলাসের প্রস্থান)

তারপর সেন সাহেব! আপনার কত টাকা চাই বলুন তো?

সেন সাহেব। দশ টাকা! (মদ দিল)

শ্যামলী। মাত্তর দশ টাকা? আমি আপনাকে হাজার টাকা দেব।

সেন সাহেব। তুমি লাখটাকাও দিতে পার, তা' আমি জানি। কিন্তু আমি তো অতো টাকা একসঙ্গে manage করতে পারি না! আমার সাধারণ খরচ—ten rupees a day. তবে যদি বিশেষ কোনো প্রয়োজন হয়, পৃথক কথা···

(সুধাংশুর প্রবেশ)

শ্যামলী। কি চাও দাদা ?

সুধাংশু। কিছু না।

শ্যামলী। তাহলে এখানে দাঁড়িয়ে থেক না, পাশের ঘরে যাও…

সুধাংশু। উনি কে ?

শ্যামলী। সৌমেনবাবুর বন্ধু—মিঃ সেন।

সুধাংশু। উনি মদ খাচ্ছেন ?

শ্যামলী। হ্যাঁ, উনি মদ খেয়ে থাকেন…

সুধাংশু। তাতো বুঝ্লাম, কিন্তু ··

শ্যামলী। কিন্তু আবার কি ? তোমার বন্ধুরা চাও খান মদও খান। উনি শুধু মদ ছাড়া আর কিছুই খান্ না। এখন, যাও এখান থেকে। (সুধাংশুর প্রস্থান)

সেন সাহেব। তোমার দাদা বুঝি ?

শ্যামলী। হ্যাঁ।

সেন সাহেব। তারপর, হঠাৎ এ ভূতনাথকে স্মরণ করেছ কেন।

শ্যামলী। Potasium cyanideএর প্রমাণটা আপনাকে দিতেই হবে।

সেন সাহেব। কোথায় ? আদালতে ?

শ্যামলী। না, স্বামীজীর কাছে।

সেন সাহেব। সে পরম সাধু কি আমার কথা বিশ্বাস করবেন ? তা' করবেন না। তার চেয়ে আমার পরামর্শ শোনো…

শ্যামলী। কি—বলুন ?

সেন সাহেব। রাখো, আর একটু খেয়িনি, (মদ্যপান) হ্যাঁ স্বামীজীর সঙ্গে most privately—এমন একটা arrangement করো, যাতে তিনি আড়ালে লুকিয়ে থেকে আমাদের discussion শুনতে পান।

শ্যামলী। আমাদের মানে ?

সেন সাহেব। এই ধরো—এখানে বসেই যদি—আমি, তুমি আর সৌমেন-বাবু অঞ্জলির মৃত্যু সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করি—স্বামীজীর উপস্থিতির কথা যদি সৌমেনবাবু বিন্দুমাত্রও জান্‌তে না পারেন—তাহলেই তো বিষয়টা—পরিষ্কার হয়ে যাবে? আমাদের আলোচনার ভেতর থেকেই তিনি জান্‌তে পারেন—Potasiumটাকে দিয়েছিল বা কে নিয়েছিল।

শ্যামলী। বেশ, বেশ, তা'হলে আপনি একবার যান স্বামীজীর কাছে।

সেন সাহেব। আমি যাবো? পাগল! তা'হলে তো এ প্লান্ একেবারেই মাটি হয়ে যাবে।

শ্যামলী। তবে কে যাবে ?

সেন সাহেব। তুমি নিজেই যাবে—তোমার innocence prove করবার আগ্রহ নিয়ে। তুমি যদি তার কাছে আত্মসমর্পণ করো, তা'হলে সে নিশ্চয়ই আস্‌বে। সেও কি আজ তোমার চেয়ে কম বিপন্ন ?

শ্যামলী। কেন, তাঁর আবার বিপদ কি ?

সেন সাহেব। বটে! বিপদ কি ? তুমি যদি তার ছেলেটিকে কোলে নিয়ে আদালতে গিয়ে দাঁড়াও—তখন ?

(শ্যামলী লজ্জিত হইল)

সেন সাহেব। লজ্জার কথা নয় শ্যামলী! এই ভণ্ডসাধুগুলোকে ধরে এনে, চাবুক লাগানো উচিত। একমুখে চুণ আর একমুখে কালি মাখিয়ে—লোকের সাম্‌নে চোদ্দপোয়া দেওয়া উচিত।

শ্যামলী। মেয়েদের সম্বন্ধে আপনার সহৃদয়তার কথা আমি জানি সেন সাহেব, কিন্তু এক্ষেত্রে আপনি ভুল করেছেন! তাঁর কোন অপরাধ নেই। মৃত্যু-কালে রায়বাহাদুরের সেই কাতরতা আমার সব সময় মনে পড়তো। সন্ন্যাসীকে সংসারী করবার একটা আগ্রহ আমার

বুকে এমন ভাবে চেপে বসেছিল যে, আমি আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েছিলাম। মেয়েদের স্বাতন্ত্র্যরক্ষার দাবী যে কত বড় ভুল, তা' আমি আজ বেশ বুঝ্তে পারছি—পুরুষের সাহচর্য্য ছাড়া তারা বাঁচতেই পারে না।

সেন সাহেব। তোমার ওসব গবেষণা আমার ভাল লাগে না—যা' বল্লাম তাই করো। আমি এখন আসি।

শ্যামলী। একটু বসুন··· (প্রস্থান)

সেন সাহেব। উঃ! অঞ্জলি—মেয়েটাকে মেরে ফেল্বে জান্লে কি আমি potasium এনে দিতাম? বদ্মাইস!···(মদ্যপান করিল)

(সুধাংশুর প্রবেশ)

সেন সাহেব। শ্যামলীর দাদা আপনি?

সুধাংশু। আজ্ঞে হ্যাঁ।

সেন সাহেব। আপনি কি মদ্যপান করেন?

সুধাংশু। না।

সেন সাহেব। Oh, then you are a goodboy.

সুধাংশু। এ ভাবে একটি ভদ্রমহিলার ঘরে ব'সে মদ্যপান করা কি শিষ্টাচার?

সেন সাহেব। হুঁ, আপনি চটেছেন দেখ্ছি···

সুধাংশু। আপনার পরিচয়টা আমি জানতে চাই···

সেন সাহেব। What do you mean by পরিচয়? দেখ্তেই তো পাচ্ছেন—আমি 'মদ্যপায়ী'। এই বদভ্যাসের জন্যে, আমার দৈনিক দশটা টাকা চাইই। তা' যে উপায়েই হোক···

সুধাংশু। 'যে উপায়েই হোক্' মানে?

সেন সাহেব। এই ধরুন—আমি নাম জাল করতে পারি, পকেট মারতে

পারি, নানা রকম ওষুধপত্তর আছে আমার কাছে। Criminal Procedure Actএ আমি অতি সুপণ্ডিত !

সুধাংশু। আপনি কি ডাক্তার না—প্লীডার ?

সেন সাহেব। A very peculiar combination of the two ! এক কথায় আমি—একজন—P. W. D. অর্থাৎ Public Works Depar3ment !

সুধাংশু। আপনি অতি ভয়ানক লোক !

সেন সাহেব। ভুল বুঝ্বেন না। পরোপকারই আমার জীবনের একমাত্র ব্রত।

সুধাংশু ! আমার বোনের কি উপকার করতে এসেছেন এখানে ?

সেন সাহেব। উপস্থিত তাকে legal advice দিতে এসেছি—প্রয়োজন হ'লে ভবিষ্যতে medical helpও করবো। মাতাল ভেবে, আপনি আমাকে ঘৃণা করছেন। কিন্তু একটা Certificate আমার আছে…

সুধাংশু। কি ?

সেন সাহেব। স্ত্রী-জাতিকে আমি মা-বোন ছাড়া অন্য কিছু ভাবি না।

(শ্যামলীর প্রবেশ)

শ্যামলী। কি বলছেন ?

সেন সাহেব। তোমার দাদার সঙ্গে একটু আলাপ-পরিচয় করছি…

শ্যামলী। চলুন আমর গাড়ীতে আপনাকে পৌঁছে দেব…

বিরূপাক্ষ। না দিদিমণি—এতরাত্রে ওই মাতালের সঙ্গে তুমি কোথায়ও যেতে পাবে না।

সেন সাহেব। দেখো বিরূপাক্ষ ! বুড়ো রায়বাহাদুর—তার ন'লক্ষ পঁচাত্তর হাজার, যার কাঁধে চাপিয়ে গেছেন, তার দায়িত্ব-বোধ তোমাদের কারো চেয়েই কম নয়।

সুধাংশু। কিন্তু আপনি সৌমেনের বন্ধু! শুধু মাতাল নন্…

সেন সাহেব। আজ্ঞে না। আমার বন্ধুত্ব টাকার সঙ্গে! যেহেতু মদের জন্যে টাকার দরকার।

বিরূপাক্ষ। আইবুড়ো মেয়ে তুমি! একটা মিথ্যে কলঙ্কের ভয়ও তো তোমার করা উচিত?

শ্যামলী। কেন বাজে বক্‌ছ বিরূপাক্ষদা! মনে করো, বিয়েটা আমার হ'য়ে গেছে! সিন্দুর পরার অধিকার পাই, বেঁচে থাক্‌বো—নইলে মরবো। তোমাদের লজ্জা বা গ্লানির কোনো কারণ হবো না। চলুন…

(উভয়ের প্রস্থান)

বিরূপাক্ষ। উপায় কি সুধাংশুবাবু?

সুধাংশু। জানি না। এখন ওর মৃত্যু হলেই আমি সুখী হই…

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—স্বামীজীর আশ্রম

কাল—রাত্রি

দৃশ্য—গেরুয়া পরিহিত সনৎ একটা কম্বল বিছানো খাটিয়ার উপর বসিয়াছিল। মেঝের উপর একটা আসনে—বিহারী, বিপিন ও বিলাস।

সনৎ। শুনুন বিহারীবাবু, আমার ধারণা—যে-সভ্যতার ভিত্তি নাস্তিকতার উপর, ভোগবিলাসই যার চরম লক্ষ্য—তার ধ্বংস অনিবার্য্য।

বিহারী। আচ্ছা, আপনার তো কোনো অভাব নেই সার, আপনি কেন সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন?

সনৎ। সন্ন্যাস গ্রহণ করেছি বলেই, আজ আর আমায় কোনো অভাব নেই। অভাব যার যত বেশী, সে তত বেশী সংসারী।

(সৌমেনের প্রবেশ)

আমার বন্ধু এই সৌমেনকে বোধ হয় আপনারা চেনেন? এর মত অভাব গ্রস্ত লোক এই বাংলাদেশে খুব কমই আছে।

সৌমেন। তাতো বটেই। কুম্ভকর্ণের কোনো অভাব ছিল না। কারণ সে দিনরাত কেবল ঘুমিয়েই কাটাতো। অভাবগ্রস্ত ছিল রাবণ। যেহেতু সে থাক্‌তো চব্বিশ ঘণ্টাই জেগে, মাথা ছিল তার দশটা—হাত ছিল কুড়িখানা। ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ—সবাইকে কান ধরে টেনে এনে, নিজের কাজে লাগাবার মত শক্তিও ছিল তার হাতে। স্বয়ং ভগবানের পরিবারটিকে কেড়ে এনে, যে উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিচয় দিয়েছিল সে—তা' তোমাদের মত ক্লীবের দল কল্পনাও করতে পারে না।

সনৎ। (হাসিল) ফলে তো হয়েছিল—সবংশে নির্ব্বংশ?

সৌমেন। সবাই তো নির্ব্বংশ হয়েছে—সনৎ! সে রামও নেই অযোধ্যাও নেই, রাবণও নেই, লঙ্কাও নেই। আছে, তোমাদের 'রামায়ণ'—যেহেতু 'রাবণায়ণ' লিখে কেউ সে সৎ-সাহসের পরিচয় দেয়নি।

বিহারী। আপনি কি বল্‌তে চান—রাবণের এমন কোনো গুণ ছিল, যা কীর্ত্তন করা—এই সভ্যজগতে সম্ভব?

সৌমেন। সভ্যজগৎ? What do you mean by সভ্যজগৎ? ইটালী আজ হেইলে সেলাসীকে তাড়িয়ে দিয়ে আবিসিনিয়া অধিকার করেছে—জাপান চীনকে ধ্বংস করছে—জার্ম্মাণী জেকোশ্লোভেকিয়ার বুকে হাঁটু দিয়েছে—অষ্ট্রীয়ার টুঁটি কাম্‌ড়ে ধরেছে—

পোলাণ্ডকে গ্রাস ক'রে ফেলেছে। রাবণ আক্রমণ করেছিল সর্ব্ব-শক্তিমান ভগবানকে, আর এরা আক্রমণ করছে—অতি দুর্ব্বল প্রতিবেশীকে। এর নাম বুঝি সভ্যতা ?

সনৎ। তাইতো বল্‌ছি সৌমেন—ভগবানের শরণাগত হও…

সৌমেন। অর্থাৎ কুম্ভকর্ণের মত নিদ্রা যাও, বা বিভীষণের মত ঘর ভাঙাও। কখনই নিজের পৌরুষ—প্রচার করো না, এই তো তোমার বক্তব্য ?

সনৎ। যে দেহাত্ম-বুদ্ধির ফলে—পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ ধ্বংস হতে চলেছে, তাকে অস্বীকার করো, ভগবানকে বিশ্বাস করো, তাহলেই শান্তির সন্ধান পাবে।

সৌমেন। থাক্ থাক্—আর ভণ্ডামির প্রয়োজনই নেই। বাইরে চলো, তোমার সঙ্গে গোটা কতো কথা আছে।

বিহারী। আমরা তা'হলে এখন আসি ?

সনৎ। আচ্ছা আসুন… (সকলের প্রস্থান)

সৌমেন। শ্যামলী কি এসেছিল—এখানে ?

সনৎ। না।

সৌমেন। দেখা করবে একবার ?

সনৎ। না।

সৌমেন। বার্ম্মা থেকে তার দাদা এসেছে। সেই বদ্‌মাইস সেন সাহেবও যাতায়াত সুরু করেছে। বাড়ীটা হ'য়ে উঠেছে একটা আড্ডাখানা !

সনৎ। তাতে আমার কি ?

সৌমেন। কী আশ্চর্য্য ! অতোগুলো টাকা দেশের বা দশের কোনো

কাজে লাগ্‌বে না? বেশ স্ফূর্ত্তি করেই জীবন কাটাবে একটা উচ্ছৃঙ্খল মেয়ে?

সনৎ। শোনো সৌমেন—ও সব filthy affairsএর ভেতর আমাকে আর টেনো না। I have washed off my hands clean!

সৌমেন। (হাসিয়া) কিন্তু শ্যামলী যে সন্তানের মা।

সনৎ। (চমকিয়া) Is it?

সৌমেন। Yes it is. সেন সাহেবের পরামর্শে—She is likely to accuse you in a Court of Justice—

সনৎ। বাবার শ্রাদ্ধের পর সে আমাকে কিছুতেই আশ্রমে ফিরতে দেয়নি। সেবা করতো, যত্ন করতো, নির্জ্জন-কক্ষে, আমার ঘুমন্ত বুকের উপর মাথাটা রেখে ঘুমিয়ে থাকতো। কত প্রতিবাদ করেছি কিছুতেই শুনতো না। কিন্তু আমি সন্ন্যাসী—আমার অপরাধকে তো অস্বীকার করতে পারছি না সৌমেন!

সৌমেন। সন্ন্যাসী হলেও, তুমি মানুষ। যে কুমারী মেয়ে তার আত্মসম্মানের দাবী বিস্মৃত হতে পারে—নিজের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্যে চায়ের কাপে বিষ মেশাতে পারে—তাকে আজ শুধু ঘৃণাই করতে পারো, ভালবাসতেও পারো না বা বিয়ে করতেও পারো না। কিন্তু সে পারে তোমাকে বিয়ের জন্যে বাধ্য করতে—সে কথাটাও ভুলে যেয়ো না।

সনৎ। তা'হলে আমাকে এখন কি করতে বলো?

সৌমেন। সে আজ তোমার চেয়েও বেশী বিপন্ন। বিয়ের প্রলোভন দিয়ে—ব্যাঙ্কের টাকা আর বাড়ীটা নিজের নামে লিখে নাও।

সনৎ। কখখনো না। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত, আমাকে করতেই হবে সৌমেন—

সৌমেন। কি প্রায়শ্চিত্ত করবে ?

সনৎ। ভেবে দেখি। তুমি এখন যাও। আমার ভালো লাগ্ছে না।

সৌমেন। একটা কথা বলে যাই সনৎ। Don't fall in her trap again, she is a very dangerous girl…ওই যে সে এসেছে আমি যাই… (প্রস্থান)

সনৎ। সত্যম্—শিবম্ সুন্দরম্।

(অস্থির ভাবে পদচারণা করিতে লাগিল)

(ধীরে ধীরে অপরাধীর মত শ্যামলীর প্রবেশ)

সনৎ। (দেখিয়া ক্রুদ্ধভাবে) কেন এসেছ এখানে ?

শ্যামলী। আমি এখন কোথায় যাবো, কি করবো, তাই জান্তে এসেছি…

সনৎ। মরতে পার ?

শ্যামলী। হ্যাঁ পারি। কিন্তু, আপনার বাবা, সেই বুড়ো রায়বাহাদুরের উপায় কি ? আপনি তাঁকে তিলে তিলে মেরে ফেলেছিলেন। আজ তিনি আবার আমারই বুকের রক্তে বেঁচে উঠেছেন। আমি নিজে মরতে পারি—কিন্তু—তাঁকে তো মারতে পারি না।

সনৎ। তুমি চরিত্রহীনা। তোমার সন্তানের পিতা যে কে, তা কেউ বল্তে পারে না। তোমার মুখ দেখলেও পাপ হয়।

শ্যামলী। এই রিভলভারটাই নিন্ তা'হলে। এতে গুলি ভরা আছে। আমাকে হত্যা করুন। তারপর আমার বুকটা চিরে দেখুন—সে ছবি—কার ? কার চোখ-মুখের ছাপ্ আছে, তার চোখে ও মুখে।

সনৎ। আমাকে যথেষ্ট বিপন্ন করেছ শ্যামলী, আর কেন ? মুক্তি

যাও। তোমার কাছে করজোড়ে ক্ষমা প্রর্থনা করছি—আমাকে মুক্তি দাও…

শ্যামলী। বেশ, তা'হলে এই কাগজখানা রেখে দিন্—আপনার বাড়ী আর ব্যাঙ্কের টাকা… (প্রণাম করিল)

(সনৎ কাগজখানা হাতে লইয়া টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িল)

ছিঁড়ে ফেল্‌লেন ?

সনৎ। হ্যাঁ, আমার সন্ন্যাসকে কলঙ্কিত করেছ তুমি। তোমার শাস্তি মৃত্যু—কিন্তু আমার প্রায়শ্চিত্ত—তুষানল ! সুখৈশ্বর্য্য নয়। (প্রস্থান)

(শ্যামলী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছিল—বাধা দিয়া সেন সাহেবের প্রবেশ)

সেন সাহেব। যেয়োনা, দাঁড়াও…

(খাটিয়ার একপার্শ্বে বসিয়া বাঁশী বাজাইতে লাগিলেন)

(সনতের প্রবেশ—তাহাকে দেখিয়াই—সেন সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

এই যে মহাপুরুষ ! প্রণাম।

সনৎ। তুমি আবার, কেন এসেছ এখানে ?

সেন সাহেব। মহাপুরুষ-দর্শনের পুণ্য-সঞ্চয় করতে।

সনৎ। আমি তোমার বিদ্রূপের পাত্র নই—বেরিয়ে যাও এখান থেকে…

সেন সাহেব। তাহলে শ্যামলী থাক্‌বে এখানে ?

সনৎ। না, তোমরা দুজনেই বেরিয়ে যাও।

সেন সাহেব। তা কি হয় স্বামীজী ? হয়—আপনি এই শ্যামলীর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধুন আর না হয় আমার সঙ্গে ব'সে একটু মদ্যপান করুন —Choose either.

সনৎ। তুমি এখান থেকে যাবে কিনা, বলো ?

সেন সাহেব। আজ্ঞে না। আমি সন্ন্যাস-গ্রহণ করবো। গেরুয়া পরে

যদি কুমারী মেয়ের সর্ব্বনাশ-করা চলে, তাহলে মদ্যপান-করাও চল্‌বে। কি বলেন? চল্‌বে না?

সনৎ। কুমারী মেয়ে, তার নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই করেছে, আমি করিনি।

সেন সাহেব। তাতো বটেই—যেহেতু আপনি একজন সাধু মহাপুরুষ—আপনার বেলায় ওটা হচ্ছে লীলামাহাত্ম্য। শুনুন স্বামীজী, আপনাকে একটা ঘটনা নিবেদন করি। এই শ্যামলী মেয়েটিকে ভালবাস্‌তাম আমরা দু'জন—আমি আর সৌমেনবাবু। আমি একটা ছন্নছাড়া—কুৎসিত মাতাল! সুতরাং শ্যামলীর মত মেয়েকে বিয়ে করবার দুরাকাঙ্ক্ষা আমার মনে কখ্‌খনো জাগেনি। শ্যামলীর উপযুক্ত পাত্তর সৌমেনবাবু—তাঁর সঙ্গে ওর বিয়ে হলেই আমি খুব খুসী হ'তাম। হঠাৎ একদিন দেখি—শ্যামলী ভালবাসে আপনাকে। আপনি যে কত বড় অপদার্থ তা' আমার জানা ছিল। তাই উৎকণ্ঠা বেড়ে গেল—কি করি?

সনৎ। কেন তুমি আমাকে অপদার্থ মনে করো?

সেন সাহেব। মাত্র দশটাকার জন্যে ঝগড়াঝাটি ক'রে—যে তার দশ লাখ টাকার বাবাকে ত্যাগ করে—তাকে কি বল্‌বো? পদার্থ?

সনৎ। হুঁ, তারপর?·

সেন সাহেব। তারপর ঠিক হলো আপনাকে খুন করা, শ্যামলীকে উদ্ধার করা। সৌমেনকে এনে দিলাম Potasium Cyanide! কিন্তু দৈব-প্রতিকূল—মরলো অঞ্জলি···

সনৎ। তুমি প্রমাণ করতে পারো যে সৌমেন আমাকেই খুন করতে চেয়েছিল।

সেন সাহেব। নিশ্চয়ই পারি, যদি আপনার মাথার ভেতর কিছু বস্তু থাকে। আচ্ছা—জিজ্ঞাসা করি—আপনি যে চীনে মাটির কাপে চা খান্ না—একথাটা সৌমেন ছাড়া আর কে জান্তো? শ্বেত-পাথরের কাপ্‌টা নিশ্চয়ই আনা হয়েছিল—আপনার জন্যে। একথাগুলো কি ভেবে দেখেছেন একবার?

সনৎ। সেদিন সেই ষড়যন্ত্রের ভেতর তুমিও তো ছিলে?

সেন সাহেব। হ্যাঁ, ছিলাম বৈ কি? শ্যামলী যে সন্তানের মা তাতো জান্তাম না। সেদিন আপনাকে মারতে চেয়েছিলাম—আজ আপনাকে বাঁচাতে চাই—এতেও কি বুঝ্‌তে পারছেন না—স্বামীজী, এই শ্যামলীকে আমি কত ভালবাসি?

সনৎ। তোমার কোনো কথাই আমি বিশ্বাস করি না।

সেন সাহেব। দয়া ক'রে তাহলে সৌমেনবাবুকেও বিশ্বাস করবেন না। We were sailing in the same boat—হঠাৎ আমি ডাঙায় উঠে দাঁড়িয়েছি। তিনি এখনো ভেসে বেড়াচ্ছেন—ন'লাখ টাকার মোহে! মেয়েটাকে না-ডুবিয়েই ছাড়বেন না…

সনৎ। না, না, আমি তোমাদের কাউকেই বিশ্বাস করবো না। তোমরা যাও, আমাকে ক্ষমা করো— (প্রস্থান)

সেন সাহেব। শ্যামলীকে বিশ্বাস করুন—স্বামীজী! আপনার মঙ্গল হবে—হা-হা-হা-হা—এইবার একটু খাই… (মদ্যপান)

শ্যামলী। সত্যিই কি আপনি আমাকে এত ভালবাসেন সেন সাহেব?

সেন সাহেব। মিছে কথা! বানিয়ে বানিয়ে বল্লাম একটা গল্প—যদি লেগে যায়। আমি এখন আসি—তুমি কিছুতেই চলে যেও না। ওঁকে একবার তোমার বাড়ীতে নিতেই হবে—সৌমেনবাবুর স্বরূপটা

ওঁর কাছে প্রকাশ করতেই হবে—নতুবা সুবিধে হবে না। হ্যাঁ, ভাল কথা···দশটা টাকা দাও তো—আছে সঙ্গে ?

শ্যামলী। হ্যাঁ আছে। (হ্যাণ্ডব্যাগ হইতে দশটা টাকা দিল)

সেন সাহেব। যা বললাম—মনে থাকে যেন··· (প্রস্থান)

(শ্যামলী আঁচল পাতিয়া মেঝের উপর শয়ন করিল)

(ধীরে ধীরে সনতের প্রবেশ)

সনৎ। শ্যামলী ! (শ্যামলী উঠিয়া বসিল)

এখানে শুয়ে আছ কেন ?

শ্যামলী। আমার মাথা ঘুরছে—চোখে অন্ধকার দেখ্ছি···

সনৎ। তবু তুমি এখানে থাক্তে পারবে না শ্যামলী ! তোমাকে যেতেই হবে।

শ্যামলী। আপনি তো এতো নির্ম্মম ছিলেন না, স্বামীজী !

সনৎ। হ্যাঁ ছিলাম না, হয়েছি। তুমি এখুনি এ আশ্রম ছেড়ে চ'লে যাও—নইলে আমাকেই যেতে হবে।

শ্যামলী। না, না, আমিই যাচ্ছি। তবে, আমার একটা অনুরোধ রাখুন···

সনৎ। কি ?

শ্যামলী। কালই যাবেন একবার দয়া করে—আপনার বাড়ীতে। সৌমেনবাবুকে আমিই চা-খেতে ডাক্বো, সেন সাহেবও উপস্থিত থাক্বেন সেখানে। আপনি শুধু লুকিয়ে থেকে শুনবেন—আমাদের আলোচনা।

সনৎ। সত্যিই কি তুমি প্রমাণ করতে পারবে যে সৌমেন আমাকে খুন করতে চেয়েছিল ?

শ্যামলী। হয় পারবো, আর না-হয় মরবো। তা'ছাড়া আমার আর কি উপায় আছে···বলুন ?

সনৎ। আচ্ছা, অঞ্জলি কেন তোমার নামটা বলেছিল ?

শ্যামলী। সৌমেনবাবুকে সে অত্যন্ত ভালবাস্তো। তাই সে তাঁকে বিপন্ন করতে চায়নি।

সনৎ। তা'কি সম্ভব ? মৃত্যুকালেও—কি মানুষের মিথ্যা বলবার প্রবৃত্তি থাকে ?

শ্যামলী। মেয়ে-মানুষের থাকে। সে যাকে ভালবাসে, মৃত্যুর পরেও ভালবাসে।

সনৎ। বিশ্বাস হয় না।

শ্যামলী। আপনি একে পুরুষ—তা'তে আবার সন্ন্যাসী। মেয়েদের ভালবাসা-সম্বন্ধে আনপার কোনো ধারণাই নেই। আচ্ছা স্বামীজী! আপনি কি 'জন্মান্তর' বিশ্বাস করেন ?

সনৎ। কেন করবো না ? আত্মা অবিনশ্বর। কামনা—বাসনার ফলেই তো এই বিশ্বসৃষ্টি !

শ্যামলী। আপনার বাবা আবার ফিরে আস্তে পারেন ?

সনৎ। হাঁ্যা, বাবার বিষয়াসক্তি, যদি তাঁকে ফিরিয়ে আনে, আন্তে পারে। যাক্ সে-সব কথা। তোমার গাড়ী বোধ হয় বাইরে দাঁড়িয়ে আছে···

শ্যামলী। একটা কথা বলে যাই—রায় বাহাদুর ফিরে এসেছেন···

সনৎ। তুমি এখন এসো—আর দেরী করো না।

শ্যামলী। কাল আপনি যাবেন বলুন—

সনৎ। না।

শ্যামলী। কেন ?

সনৎ। আমি তো তোমাকে বিবাহ ক'রে সংসারী হ'তে পারবো না শ্যামলী! যে কুমারী মেয়ে নিঃসঙ্কোচে আত্মসমর্পণ করেছে আমার কাছে—আমি কি তাকে ঘৃণা না ক'রে পারি?

শ্যামলী। আপনি বোধ হয় জানেন না—আমি আপনার 'বাক্‌দত্তা'?

সনৎ। তার মানে?

শ্যামলী। আমার বাবা ইচ্ছে করেছিলেন আপনার হাতেই আমাকে সম্প্রদান করবেন। আর আপনার বাবাও তা'তে—সম্মতি দিয়েছিলেন। আজ তাঁরা দু'জনই স্বর্গে গেছেন। আমি যদি তাঁদের সেই ইচ্ছাটুকু পূর্ণ করে থাকি—আমার অপরাধ কি? কেন আপনি আমাকে ঘৃণা করবেন? শুনুন স্বামীজী! এজগতে ধর্ম্ম বলে যদি কিছু থাকে—তাহলে আমার এ আত্মনিবেদন কখনই ব্যর্থ হবে না। আমার কুমারীজীবন কলঙ্কিত হয়নি। (কাঁদিল)

সনৎ। কে ওখানে?

(বিরূপাক্ষের প্রবেশ)

বিরূপাক্ষ। আমি। চলো দিদিমণি, কেন তুমি এই—জানোয়ারটার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরছো? অমন দেবতার মতো বাবাকে যে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে—মেরে ফেল্‌তে পারে, তার কি কোনো ধর্ম্মজ্ঞান আছে? চলো, চলো—রাত্তির অনেক হ'য়ে গেছে। সাধুর নিকুচি করেছে···

(উভয়ে চলিয়া গেলে সনৎ চিন্তিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল) •

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—সেবিকাসঙ্ঘ

কাল—অপরাহ্ন

দৃশ্য—একটা টেবিলের উপর গালে হাত দিয়া সৌমেন অতি চিন্তিতভাবে বসিয়াছিল। ধীরে ধীরে সেন সাহেব প্রবেশ করিলেন। তাহার হাতে একটা খালি মদের বোতল।

সৌমেন। মিঃ সেন! তোমাকে আমি পাঁচশোবার নিষেধ করেছি—কখ্‌খনো একটা মদের বোতল হাতে ক'রে—এই সেবিকাসঙ্ঘের আপীষে ঢুকো না।

সেন সাহেব। (বোতলটা নাড়িয়া টেবিলের উপর রাখিল) Almost empty!

(সৌমেন কলিংবেল টিপিল)

(গোবর্দ্ধনের প্রবেশ)

বোতলটা বাইরে ফেলে দিয়ে আয়তো।

সেন সাহেব। বাইরে ফেলে দিয়ে আসবে?

সৌমেন। হ্যাঁ, তুমি শ্যামলীর ঘরে ব'সে মদ খাও তা' আমি জানি কিন্তু তাই বলে কি মনে ভেবেছ—এই—সেবিকাসঙ্ঘে ব'সে মদ খাবে?

সেন সাহেব। যেখানে Potasium Cyanide চলে—সেখানে মদ চলবে না কেন?

সৌমেন। বোতলটা নিয়ে যা গোবর্দ্ধন!

সেন সাহেব। না। (বোতলটা তুলিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল) I can't

tolerate such an insult to a bottle !—Good bye !

(যাইতেছিল)

সৌমেন। যেও না মিঃ সেন—শোনো…

সেন সাহেব। বলুন।

সৌমেন। শ্যামলীকে তুমি কি পরামর্শ দিয়েছ ?

সেন সাহেব। দশটা টাকা দিন্।

সৌমেন। শ্যামলী তোমাকে টাকা দিচ্ছে ?

সেন সাহেব। নিশ্চয়ই! আপনি তো জানেন—I never advise gratis !

সৌমেন। শ্যামলীর ওখানে তুমি আর কথ্খনো যেতে পাবে না।

সেন সাহেব। তাইতো বল্ছি—টাকা দিন্—যাবো না।

সৌমেন। মিঃ সেন—শ্যামলী জাহান্নামে যাক্—কিন্তু—তার সেই ন'লাখ টাকা আমি চাই—যে উপায়ে হোক—চাই…

সেন সাহেব। Then you require my help ? Thank you my boss ! তা'হলে একটু বসি—বোতলটা টেবিলের উপরেই রাখি—কি বলেন ?

(কাঁদিতে কাঁদিতে মালতীর প্রবেশ)

সৌমেন। কে ? মালতী ? তুমি আবার এখানে কেন ?

মালতী। ঘোষমশাই আমাকে মেরেছেন।

সৌমেন। সে কি ? কেন বলোতো ? এত আদর, এত যত্ন, সে সব কি হলো ?

মালতী। সব মিছে কথা। তার সে বৌটা মরেনি। দুদিনের জন্যে বাপের বাড়ীতে গিয়েছিল—আবার এসেছে।

সৌমেন। (হাসিয়া) তাই নাকি ? কিন্তু তোমাদের সে মাম্লার

তারিখটা যে (ক্যালেণ্ডারের দিকে চাহিয়া) 26th! তাই নয় কি?

মালতী। আজ্ঞে হ্যাঁ।

সৌমেন। তুমি সাক্ষী দেবে না?

মালতী। না।

সৌমেন। তাই বুঝি মেরেছেন তোমাকে?

মালতী। হ্যাঁ।

সৌমেন। পরম গুরুর আদেশ অমান্য করবে?

মালতী। আমাকে আর লজ্জা দেবেন না।

সৌমেন। লজ্জা? Good God! তা'হলে আর দেরি ক'রো না মালতী—ঘোম্‌টা টেনে লজ্জাকে আড়াল ক'রে—ভিতরে চলে যাও…

সৌমেন। না। তার আগে জান্‌তে চাই তোমার সে agreement কোথায়?

সেন সাহেব। তার আর প্রয়োজন কি সৌমেনবাবু—নতুন ক'রে একখানা লিখিয়ে নিলেই তো চলবে—? যাও, যাও, ভিতরে—

(মালতীর প্রস্থান)

তারপর কি বল্‌ছেন আপনি? শ্যামলী জাহান্নামে যাবে? কিন্তু—কেন? তার চেয়ে একটা কাজ করুন না…

সৌমেন। কি?

সেন সাহেব। Shyamali plus nine lacs, and minus the child she bears, is equal to—what you want. Is it not?

সৌমেন। No, no, no, Mr. Sen, she is a rotten stuff! I want the money only.

সেন সাহেব। Very well, then do the needful…

(গজেন্দ্র ঘোষের প্রবেশ)

গজেন্দ্র। আমার স্ত্রী এখানে এসেছেন ?

সৌমেন। আজ্ঞে হ্যাঁ, এসেছেন।

গজেন্দ্র। আপনি তাকে আবার আশ্রয় দেবেন ?

সৌমেন। কেন দেব না ঘোষমশাই ? বিপন্না স্ত্রীলোককে আশ্রয় দেবার জন্যেই তো আমাদের সেবিকাসঙ্ঘ ! (যাইতেছিল)

সেন সাহেব। ও মশাই ! শুনুন্—শুনুন্…

গজেন্দ্র। কি, বলুন ?

সেন সাহেব। আপনিই কি বাগ্‌বাজারের স্বনামধন্য গজেন্দ্র ঘোষ ?

গজেন্দ্র। আজ্ঞে হ্যাঁ।

সেন সাহেব। আপনার বয়স কত ?

গজেন্দ্র। Forty one !—না না, fifty…

সেন সাহেব। একটু সাবধানে থাকবেন।

গজেন্দ্র। কেন বলুন তো ?

সেন সাহেব। হ্যাঁ, এখন একটা Seacoastএ গিয়ে থাকাই ভালো…

গজেন্দ্র। তার মানে ?

সেন সাহেব। Galloping কি না, তাই হঠাৎ মারা যেতেও পারেন।

গজেন্দ্র। কি বল্‌ছেন আপনি ?

সেন সাহেব। যা দেখ্‌ছি—তাই বল্‌ছি—খুলুন তো আপনার জামাটা। মাত্তর বোতামগুলো খুল্‌লেই চল্‌বে…

(সেন সাহেব একটা ষ্টেথিস্কোপ্ লাগাইলেন—বুক পরীক্ষা করিতে লাগিলেন—এবং সেই ফাঁকে ইন্‌সাইড্-পকেট হইতে একটা মাণিব্যাগ তুলিয়া লইলেন)

যতটা serious ভেবেছিলাম—ঠিক ততটা নয়। তা'হলেও একটু সাবধানে থাকবেন—ওষুধপত্তর—খাবেন।

গজেন্দ্র। আপনি কি একজন ডাক্তার ?

সেন সাহেব। আজ্ঞে হঁ্যা, T. B. Specialist ! উপাধি—P. W. D.

গজেন্দ্র। তার মানে ?

সেন সাহেব। তার মানে—A Doctor of Public Works Department !

গজেন্দ্র। আপনার ঠিকানাটা ?

সেন সাহেব। লক্ষ্ণৌ ! উপস্থিত গঙ্গার ওপারে এসেছি, এক সাধু মহাপুরুষকে চিকিৎসা করতে—দু'একদিনের মধ্যেই ফিরে যাবো।

গজেন্দ্র। তা'হলে আমার উপায় ? দয়া করে আমাকেও যদি…

সেন সাহেব। আচ্ছা, আচ্ছা, কালই আপনার গদিতে গিয়ে দেখা করবো। আপনি তো একজন—মহাশয়-ব্যক্তি ! আপনাকে সবাই চেনে।

গজেন্দ্র। যে আজ্ঞে, নমস্কার ! আমি—তা'হলে এখন আসি…(প্রস্থান)

সৌমেন। সত্যিই কি লোকটার Phthisis হয়েছে ?

সেন সাহেব। আজ্ঞে না। আপনার মতই Blood pressureএর রোগী বলে মনে হলো…

সৌমেন। আমার Blood pressure ?

সেন সাহেব। নিশ্চয়ই। দেখি—আপনার ঘড়িটা টেবিলের উপর রাখুন তো—

(ঘড়ি দেখিয়া pulse beat count করিলেন—ঘড়িটা নিজের পকেটে রাখিলেন—সৌমেন হাসিয়া ঘড়িটা চাহিয়া লইল)

সৌমেন। শোনো মিঃ সেন, আজ আর আমার হাতে একটিও পয়সা নেই—ভোরে উঠেই গিয়েছিলাম শ্যামলীর কাছে, সে আর কিছুই দেবে না বলেছে।

সেন সাহেব। কিছুই দেবে না বলেছে?

সৌমেন। হ্যাঁ।

সেন সাহেব। না, না, তা' সে বল্‌তেই পারে না। এখনো যে আপনাকে তার প্রয়োজন আছে। যদি ব'লে থাকে কিছুই দেবে না, She is a fool!

সৌমেন। (হঠাৎ সেন সাহেবের জামা টানিয়া ধরিল) তুমি আর কখ্‌খনো শ্যামলীর ওখানে যেয়ো না মিঃ সেন! যদি যাও —তা'হলে আমি তোমাকে খুন করবো।

সেন সাহেব। শুনুন সৌমেনবাবু! আপনি আমার গুরুদেব। আমি আপনার হাঁটুর সমান। আপনাকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি—যেহেতু আপনি মদ বা মেয়েমানুষ কোনোটাই স্পর্শ করেন না। আমি একটা মাতাল! আমার অনুরোধ—শ্যামলীকে আপনি আর বিপন্ন করবেন না।

সৌমেন। কেন বলো তো? হঠাৎ তোমার এতো সহানুভূতি জেগে উঠ্‌লো কেন তার উপর?

সেন সাহেব। সে আজ সন্তানের মা। যে মার পেটে একদিন আমিও ছিলাম, আপনিও ছিলেন।

সৌমেন। আমি জানি মিঃ সেন—এরূপ বহু সন্তানের প্রাণ নষ্ট করেছ তুমি।

সেন সাহেব। হ্যাঁ। বহু মেয়ের লজ্জা-নিবারণ করেছি আমি। কিন্তু

সৌমেনবাবু! শ্যামলী আজ মেয়ে নয়, মা। তার ভেতর আজ শুধু মাতৃত্ব ছাড়া আর কিছু নেই। সে নিজে মরবে—তবু তার সন্তানের অকল্যাণ করবে না। কেন মিছেমিছি—আপনি তাকে এত বিপন্ন করছেন? আপনার উদ্দেশ্য কি?

সৌমেন। তুমি কি জানো না মিঃ সেন শ্যামলীকে আমি কত ভালবাসি? সে ছিল আমার জীবনের সব উত্তেজনা ও উদ্দীপনার উৎস! তার সঙ্গে সঙ্গে আমি হারিয়ে ফেলেছি—আমার সব আশা ও আকাঙ্ক্ষা! আজ আর তাকে পাবার উপায় নেই, তা' জানি—তবু আমি চাই—তাকে ধ্বংস করতে। আমার জীবন ব্যর্থ করে দিয়ে সে বুঝি সুখী হবে? তা' আমি সহ্য করবো কি করে?

সেন সাহেব। হা হা হা হা—

সৌমেন। হাস্‌ছ কেন?

সেন সাহেব। মানুষ যাকে ভালবাসে—তাকে কি ধ্বংস করতে পারে? মিছে কথা। হা হা হা হা—

সৌমেন। শোনো, তুমি আর শ্যমলীর ওখানে যেও না। তাকে আর কোনো কুপরামর্শ দিও না। এই নাও—টাকা…

(দশটাকার একখানা নোট দিল)

সেন সাহেব। রাখুন দেখি, কত পেয়েছি!

(গজেন্দ্র ঘোষের মণিব্যাগ খুলিয়া গুণিল)

Seventy—হা হা হা হা—

সৌমেন। কোথায় পেলে?

সেন সাহেব। ও, আপনিও বুঝি দেখেননি—I picked up the pocket of মহামান্য গজেন্দ্র ঘোষ! এ থেকেই দশটা টাকা আমি

নিয়ে যাচ্ছি—বাকিটা আপনিই রেখে দিন্—আপনার আর কতটাকা চাই বলুন তো ?

সৌমেন। অন্ততঃ পাঁচশো—

সেন সাহেব। Very well —দেখি চেষ্টা করে—Good bye···(প্রস্থান)

(সৌমেন চিন্তিতভাবে টেবিলের উপর মাথা রাখিল)

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—শ্যামলীর কক্ষ

কাল—অপরাহ্ন

(দৃশ্য—শ্যামলী গেরুয়াবসন পরিয়া বসিয়াছিল। পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বিরূপাক্ষ চোখ মুছিতেছিল।)

শ্যামলী। তুমি কাঁদছ কেন বিরূপাক্ষদা ?

বিরূপাক্ষ। সত্যিই কি তুমি সন্ন্যাসিনী হবে দিদিমণি ?

শ্যামলী। তা'তে তোমার ক্ষতি কি ? সন্ন্যাসী যার স্বামী তাকে তো সন্ন্যাসী সাজতেই হবে—উপায় নেই। দাদা কোথায় ?

বিরূপাক্ষ। রাগ করে চলে গেছেন—তিনি আর এ বাড়ীতে আস্‌বেন না।

শ্যামলী। তাই নাকি ? আচ্ছা, তুমি এখন দেখো তো—বাইরে কে বসে আছেন—আমার সঙ্গে দেখা করবেন ব'লে···

(বিরূপাক্ষের প্রস্থান)

(ফোনে রিং করিল)

Hallo—কে ? দাদা ? বর্ম্মা যাবে ? আজই ! না, না, তোমার

পায় পড়ি দাদা, ফিরে এসো। তুমি ছাড়া, আপন বল্‌তে আমার তো আর কেউ নেই—হয়ত আজই আমার জীবনের শেষ-দিন! মরণ-কালে তুমিও কি থাকবে না কাছে? দাদা! অবাধ্য ছোট বোন-টিকে ক্ষমা করো—ফিরে এসো—ফিরে এসো। আস্‌বে না? উঃ!

(কাঁদিতে লাগিল)

বিলাস। আপনি কাঁদছেন কেন—শ্যামলী দেবী?

শ্যামলী। (চোখ মুছিয়া) কই না। এই তো হাস্‌ছি...

বিলাস। আপনি গেরুয়া পরেছেন?

শ্যামলী। আজ্ঞে হ্যাঁ, দেখতেই তো পাচ্ছেন।

বিলাস। কেন বলুন তো?

শ্যামলী। যদি এই গেরুয়া দেখে আপনারা আমাকে রেহাই দেন। আমার চা-সিগারেটের খরচা অত্যন্ত বেড়ে উঠেছে।

বিলাস। সে কি কথা শ্যামলী দেবী? আপনি কি মনে করেন, আমরা চা-সিগারেট খেতেই আপনার এখানে আসি?

শ্যামলী। তা' ছাড়া আর কি মনে করবো?

বিলাস। নিশ্চয়ই আপনি পরিহাস করছেন।

শ্যামলী। কোনটা পরিহাস আর কোনটা গালাগালি তা' বুঝবার ক্ষমতা কি আপনাদের আছে?

বিলাস। সেদিন আপনার দাদা বল্‌ছিল···

শ্যামলী। থামুন আপনি। আমার দাদার কথা আমি জানি। মোটের উপর কথা হচ্ছে—আমি এই গেরুয়া পরেছি দেখেই—আপনার ফিরে যাওয়া উচিত ছিল! কিন্তু বসে থেকে যথেষ্ট নির্লজ্জতার পরিচয় দিচ্ছেন।

(বিপিনের প্রবেশ)

আসুন, আসুন, বিপিনবাবু! এই বিলাসবাবু একটা ফুলের তোড়া এনেছেন, কই আপনি তো কিছু আনেননি ?

বিপিন। আপনি যে ফুল ভালবাসেন—তা'তো আমি জানতাম না! আচ্ছা, কালই মিউনিসিপাল মার্কেটে যাবো—দশটাকা দিয়ে একটা তোড়া কিনে আন্‌বো···

শ্যামলী। আপনার বুঝি অনেক টাকা আছে ?

বিপিন। আজ্ঞে না, তবে—তবে···

শ্যামলী। ন'লাখ টাকার লটারীতে আপনি দশটাকার একখানা টিকিট কিন্‌তে রাজী! আপনি বেশ বুদ্ধিমান লোক তো! দয়া করে এখন আসুন আপনারা, আমার অন্য কাজ আছে।

বিপিন। সত্যিই কি আপনি ফুলের তোড়া...

শ্যামলী। Nonsense! বেরিয়ে যান্ এখান থেকে—যান্···

(উভয়ের প্রস্থান)

(বিরূপাক্ষের প্রবেশ)

বিরূপাক্ষ। দিদিমণি! সনৎ এসেছে।

শ্যামলী। এখানেই নিয়ে এসো—হ্যাঁ, আর একটা কথা শোনো বিরূপাক্ষ। কার্ড না পাঠিয়ে, এখন আর কেউ যেন আসে না আমার সঙ্গে দেখা করতে। দারোয়ানকে বলে দিও।

বিরূপাক্ষ। আচ্ছা··· 'স্থান)

(সনতের প্রবেশ)

শ্যামলী। আসুন স্বামীজী ?

সনৎ। তুমি গেরুয়া পরেছে কেন শ্যামলী ?

শ্যামলী। আজ আমার জীবন-মরণের সন্ধি! মৃত্যুই যদি হয়—তাহলে

সবাইকে জানিয়ে যাবো—আমার স্বামী কে? বাঁচতে না-দেওয়া মালিক আপনি, কিন্তু আমার লজ্জা-নিবারণের উপায় এই সন্ন্যাসিনীর বেশ!

সনৎ। আজ সারাদিন, আমি তোমার কথাই ভাবছি—সত্যিই কি তুমি পারবে তোমার নির্দোষিতা প্রমাণ করতে?

শ্যামলী। না-পারি, মরবো। বেঁচে থাকার অধিকার তো আর আমার নেই?

(বেয়ারা চা দিয়া গেল)

সনৎ। এ কাপে বিষ নেই তো?

শ্যামলী। আমার এঁটো খেতে যদি কোন আপত্তি না থাকে, তা'হলে দিন্ না একটু খেয়েই প্রমাণ করি…

সনৎ। সৌমেন কখন আস্‌বে?

শ্যামলী। এখুনি আস্‌বেন।

(বেয়ারা কার্ড দিয়া গেল)

সেন সাহেব এসেছেন। সেলাম দাও। (বেয়ারার প্রস্থান)

সনৎ। আচ্ছা, ওই মাতালটার সঙ্গে তোমার এতো খাতির হ'লো কি ক'রে?

শ্যামলী। মানব-মনের বৈচিত্র্য যে কতো, তা' কেউ জানে না। একটা অন্ধকার ভূতের বাড়ীর মতো—এর বারো-আনাই না-দেখা পড়ে থাকে, যেটুকু দেখার দাবী আমরা করি, তাও অনেক সময় মিথ্যে হয়ে ওঠে! আশ্চর্য্য মানুষ এই সেন সাহেবকে, আজও আমি চিন্‌তে পারিনি…

(সেন সহেবের প্রবেশ)

সেন সাহেব! সেন সাহেব নিজেই পারেনি। কখনো বা হাসি, কখনো

বা কাঁদি। কিন্তু কেন যে সেই হাসি-কান্না, তা' জানে শুধু আমার এই মদের বোতল—আর কেউ জানে না। প্রণাম স্বামিজী! আজ বুঝি তোমার এখানে মদ্যপান চল্‌বে না শ্যামলী?

সনৎ। অন্যদিন চলে নাকি?

শ্যামলী। না সেন সাহেব! স্বামীজীর সামনে আজ আর আপনি মদ খেতে পাবেন না।

সেন সাহেব। কেন? যে যা' খায়—তা'কে তা থেকে বঞ্চিত করা কি ওঁর উচিত হবে?

সনৎ। কেন আপনি এত মদ খান্ সেন সাহেব?—একজন—অসাধারণ পণ্ডিত আপনি। মদ্য-পানের এ কদভ্যাসটা ত্যাগ করতে পারেন না?

সেন সাহেব। পারি। করি না। আমি একটা ছন্নছাড়া P. W. D. কোন মেয়েই 'লাভে' পড়বে না, এ কথাটা নিশ্চয় জানি। তা'তে আবার—কুমারী মেয়ের সর্ব্বনাশ করবার মতো সৎসাহসও নেই মনে। তাই একটু মদ্যপানপূর্ব্বক অন্যমনস্ক থাকি···

শ্যামলী। আচ্ছা, সে দিন Potasium Cyanideটা আপনি কাকে দিয়েছিলেন বলুন তো?

সেন সাহেব। কেন বল্‌বো? স্বামীজীকে শোনাবার জন্যে? উনি কি এই মাতালের কথা বিশ্বাস করবেন? তোমাকে যা বল্‌লাম—তা তুমি করতে পারলে না···

শ্যামলী। তাইতো করেছি···

সেন সাহেব। সৌমেনবাবু আজ সকালে এসেছিলেন তোমার কাছে?

শ্যামলী। হ্যাঁ।

সেন সাহেব। টাকা চেয়েছিলেন?

। হ্যাঁ।

সেন সাহেব। দাওনি ?

শ্যামলী। না।

সেন সাহেব। এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি সৌমেনবাবুর কাছ থেকে Confession আদায় করবে? যাক্‌গে—তোমার সে ভুলটা আমিই সেরে দিয়ে এসেছি…

শ্যামলী। কি ক'রে সারলেন ?

সেন সাহেব। এই কিছু-আগে একটা মেড়োর পকেট মেরে পেলাম—পাঁচশো টাকা! তাই দিয়ে এলাম সৌমেনবাবুকে—আর বলে এলাম শ্যামলী পাঠিয়েছে…

সনৎ। (বিস্মিতভাবে) আপনি পকেট মারেন ?

সেন সাহেব। আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু তা'তে আর আপনার ভয়টা কি ? সন্ন্যাসী মানুষের পকেটে তো শুধু বকেয়া শেলাই !

(বেয়ারা কার্ড দিয়া গেল)

শ্যামলী। (দেখিয়া) সৌমেনবাবু এসেছেন। আসুন স্বামীজী, আপনাকে লুকিয়ে রাখি… (শ্যামলীর সঙ্গে সনতের প্রস্থান)

(সেন সাহেব বাঁশী বাজাইতে লাগিলেন—শ্যামলী ফিরিয়া আসিল)

যাও—সেলাম দাও (বেয়ারার প্রস্থান)

সেন সাহেব। আলোচনাটা আমিই conduct করবো। তবে, প্রয়োজন হলে তুমি কথা বলবে…

শ্যামলী। আচ্ছা।

(সৌমেনের প্রবেশ)

সৌমেন। আজ তোমার বাড়ীতে ঢুকবার এত কড়া ব্যবস্থা কেন শ্যামলী ?

সেন সাহেব। ভয়ানক কড়া সৌমেনবাবু! অন্যদিন একটু মদ খেতে পারি—আজ সে অনুমতিও নেই—স্বয়ং গৃহকর্ত্রীও সন্ন্যাসিনী সেজে বসে আছেন।

সৌমেন। কারণ?

সেন সাহেব। তিতিক্ষা! সংসারধর্ম্মে বীতশ্রদ্ধা। বোধ হয় ব্যাঙ্কের টাকাগুলো—আমাদের পাঁচজনকে বিলিয়ে দিয়ে—কোনো তীর্থস্থানে গিয়ে পড়ে থাক্‌বার আকাঙ্ক্ষা! তাই নয় কি শ্যামলী?

সৌমেন। হাঁ, তুমি কতক্ষণ এসেছ এখানে?

সেন সাহেব। এই তো কেবল আস্‌ছি। আমার সঙ্গে সেই পাঁচশো টাকা পাঠিয়ে দেবার পর থেকেই নাকি ওর মনের এই পরিবর্ত্তন...

সৌমেন। তুমি একটু চুপ করো সেন সাহেব। ওর মনের এই পরিবর্ত্তন কথাটা আমি ওর মুখেই শুনবো।

সেন সাহেব। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই শুনুন—আমি এখন উঠি তা'হলে—এখানে এমন এক কৌটা মদ নেই যে—একটু গন্ধ শুক্‌বো...

শ্যামলী। বসুন সেন সাহেব! যাবেন না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনার সাম্‌নেই আজ আমি সৌমেনবাবুকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো।

সৌমেন। কি?

শ্যামলী। ব্যাঙ্কের টাকাগুলো পেলেই কি আপনি আমাকে মুক্তি দেবেন?

সৌমেন। তার মানে?

সেন সাহেব। আমিই আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি—কারণ এই নাটকের মূলে রয়েছি আমি। আমি যদি সেদিন আপনাকে সেই Potasium-টুকু এনে না-দিতাম, তাহলে তো এই নাটকীয় পরিণতিটা ঘট্‌তো না, শ্যামলীও মিছেমিছি এত বিপন্ন হতো না।

সৌমেন। সনৎকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ শ্যামলী?

শ্যামলী। আপনি আমাকে মিছেমিছি বিপন্ন করেছেন কিনা বলুন?

সৌমেন। না।

শ্যামলী। না? না? (অস্থির হইল)

সৌমেন। দেখো শ্যামলী, সেন সাহেবকে বসিয়ে রেখে, এ আলোচনার উদ্দেশ্য বুঝ্বার মতো মগজ আমার আছে।

সেন সাহেব। গুরুদেব! পায়ের ধূলো দিন্—এ প্লান ফেল করেছে—আর সুবিধে হবে না শ্যামলী! (সনৎ বাহিরে আসিল)

সৌমেন। এই যে সনৎ! You are again in the trap? ছিছিছি, শ্যামলী! ওই বদমাইস্ মাতালটার সাহায্য নিয়ে—একদিন তুমি আমাকে বিষ খাওয়াতে চেষ্টা করেছিলে, আজ আবার বন্ধু-বিচ্ছেদ ঘটাতে চেষ্টা করছ?

সেন সাহেব। এই বদ্‌মাইস্ মাতালটার সাহায্য কি আপনি কখনো নেন্ না?

সৌমেন। চুপ করো মিঃ সেন! আজই তোমাকে আমি prosecute করাবো।

সেন সাহেব। বেশতো। গুরুশিষ্য দু'জনেই গালাগালি ধরে জেলে যাবো—আপত্তি কি? কিন্তু দোহাই আপনার সৌমেনবাবু, শ্যামলীকে মুক্তি দিন!

সৌমেন। Nonsense! আমি এখন উঠি সনৎ!

সনৎ। চলো সৌমেন, আমিও এখানে আর অপেক্ষা করবো না! এরূপ কুৎসিত স্ত্রীলোকের মুখ দেখাও মহাপাপ!

শ্যামলী। (কাঁদিয়া উঠিল) পাপ নেই, পুণ্য নেই, ভগবান নেই—

সনৎ। সবই আছে শ্যামলী, কেউ সন্ধান রাখে, কেউ রাখে না।

শ্যামলী। পাপ-পুণ্য যদি থাক্‌তো তা'হলে সৌমেনবাবুর মুখ দিয়ে—এখুনি ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠ্‌তো! এতো মিথ্যার জয় কিছুতেই হতো না।

সেন সাহেব। Yes, that's a very good suggestion—hands up সৌমেনবাবু।

(সেন সাহেব সকলের অজ্ঞাতে শ্যামলীর ড্রয়ার হইতে রিভলভার লইয়াছিল)

সৌমেন। তুমি আমাকে খুন করবে?

সেন সাহেব। Yes, just two minutes—for your confession. বলো সে Potasium আমি কাকে দিয়েছিলাম?

সৌমেন। রিভলবারের ভয়ে, আমি যে কথা বল্‌বো, তাকি সনৎ বিশ্বাস করবে?

সেন সাহেব। কে কি বিশ্বাস করবে—তা' জানবার প্রয়োজন আমার নেই। শ্যামলীর এ অবস্থা না হ'লে—আজ আমি ওই স্বামীকেই গুলি করতাম। ওর চেয়ে তোমাকে আমি বেশী শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি! তবু আজ তুমি মরবে! তার আগে বলো—শ্যামলী নিষ্পাপ কিনা, নিষ্কলঙ্ক কিনা? বলো, বলো, বল্‌বে না?—one two, three··· (রিভলভার ছুঁড়িল)

সৌমেন। উঃ মিঃ সেন—

শ্যামলী। কি করলেন সেন সাহেব? (সৌমেনকে ধরিল)

সৌমেন। বেশ করেছ সেন সাহেব, আর একটা গুলি করো এই মাথায়—ভুলিয়ে দাও আমি কে, শ্যামলী কে?

সেন সাহেব। না, না, না—তোমার মাথাটাকে আমি বহুক্ষণ বাঁচিয়ে

রাখ্বো। হাতে মেরেছি—পায়ে মারবো, ছটা গুলি ভরা আছে এই রিভলভারে! বলো বলো, শ্যামলী—নিষ্পাপ কিনা, নিষ্কলঙ্ক কিনা?

সৌমেন। বলবো না, কিছুই বলবো না—গুলি করো, যত পারো গুলি করো, আমি সহ্য করবো···

সেন সাহেব। সরে যাও শ্যামলী—তোমার গায়ে লাগ্বে···

শ্যামলী। না, না, আপনি আর গুলি করবেন না!

সৌমেন। কেন? কেন? তুমি কি আমাকে বাঁচিয়ে রাখ্তে চাও শ্যামলী! (হাসিল) তাহলে আমাকে এখনো ভালবাসো? সনৎ! এদিকে এসো—শোনো—এই শ্যামলীকে আমি ভালবাসি? অত্যন্ত ভালবাসি—পাঁচ বছর সে ছিল আমার কাছে—কখ্খনো তার মুখের দিকে কুভাবে তাকাইনি—ছোট বোনটির মতই দেখেছি। তোমার কাছে সে ছিল মাত্তর পনর দিন। তাতেই আজ তার কুমারীজীবন কলঙ্কিত হ'য়ে উঠেছে! শ্যামলী আজ তোমাকেই ভালবাসে—আর আমাকে করে ঘৃণা! মেয়েদের সম্বন্ধে আমার মনে যে কত-বড়-একটা ভুল ধারণা ছিল, তা' আজ আমি বুঝ্তে পারছি।

সনৎ। সৌমেন! সে কাপে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল তুমি?

সৌমেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার উদ্দেশ্য ছিল তোমাকেই হত্যা করা—উঃ! শ্যামলী আমাকে ক্ষমা করো—আমি জানি—তুমি নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, সদ্য ফোটা ফুলটীর মতই পবিত্র!

সেন সাহেব। তবে? আর কি চাও স্বামীজী! এখন শ্যামলীকে তুমি বিয়ে করবে কিনা বলো? হাতে আমার রিভলভার আছে এখনো! একটাতে যে ফাঁসি দুটোতেও সেই ফাঁসি—দুটো

খুন আমি করতে পারি—কিন্তু দুটো গলা তো নেই আমার! হা হা হা হা—দু'বার তো ফাঁসি হবে না? হা হা হা হা…

শ্যামলী। রিভলভার দিন… (হাত চাপিয়া ধরিল)

(এই সময় একটা ভুল হইয়া গেল। অভিনেতা ও অভিনেত্রিগণ মনে করিলেন নাটক শেষ হইয়া গিয়াছে—সকলেই নিজের পোষাক খুলিয়া ফেলিলেন। কেহ বা গুণগুণ করিয়া গান গাহিতেছিলেন—কেহ বা অভিনয়ের সমালোচনা করিতেছিলেন। একটা বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইল। হঠাৎ প্রমটার খাতা, বাঁশী ও টর্চ্চ লইয়া ঢুকিলেন)

প্রমটার। আপনারা করছেন কি? এখনো ড্রপ পড়েনি!

সেন সাহেব। আঁ্যা ড্রপ্ পড়েনি! কেন?

প্রমটার। আপনার পার্ট বাকি আছে যে…

সেন সাহেব। তাই নাকি? দশটা টাকা দাও! নেই? হা হা হা then, my P. W. D. work is over. Good night ladies and gentlemen, good night!

সকলে একসঙ্গে গাহিল)

"মায়া-প্রপঞ্চময় আমাদের এই মঞ্চ-মাঝে—
নটবর শ্রীজলধর যারে যা সাজান সে তাই সাজে!"

—দুর্গাদাস

যবনিকা

যে কোন সৌখীন সম্প্রদায় এই নাটক অভিনয় করিতে পারেন। তৎপূর্ব্বে নিম্ন ঠিকানায় পাঁচ টাকা 'নাট্য-দক্ষিণা' প্রেরিতব্য।

শ্রীঅসীমকুমার চট্টোপাধ্যায়
১৪৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলি—